২০০১

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ১৩ম সংখ্যা

১৫ জানুয়ারী, ২০০১ ইসাব্দ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন এবং ৩য় মিলেনিয়ামের শুভ যাত্রা' শীর্ষক সেমিনারে দোয়া পরিচালনা করছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

'হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন এবং ৩য় মিলেনিয়ামের শুভ যাত্রা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত সুধীবৃন্দ

মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ১ম কেন্দ্রীয় তালীম ও তরবিয়তী ক্লাসে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

নতুন মিলেনিয়ামে আমাদের প্রত্যাশা

আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আমরা দু'টি শতাব্দী ও দু'টি সহস্রাব্দী দেখার সুযোগ পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্। গত সহস্রাব্দী ছিলো **ইহুদী ও খৃষ্টানদের** নিকট হযরত যীশুর পুনরাগমনের অপেক্ষার সময়। উভয় ধর্মের লোকেরা মনে করতো, যীশু দু'হাজার সনের মধ্যে এসে তাদের উদ্ধার করবেন। আর মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশেরই নিকট ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের সময় কেয়ামতের আগে যে কোন সময়; যদিও কুরআন, হাদীস ও বুযুর্গানের অভিমত অনুযায়ী তা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগেই নির্ধারিত। সে যা-ই হোক ইহুদী, খৃষ্টানদের অপেক্ষার সময় যথারীতি অতিবাহিত হয়ে গেলো, কিন্তু আকাশ থেকে কোন যীশুর অবতরণ হ'লো না। আর তাদের ধারণানুযায়ী কোন যীশুর আগমন হবে বলেও মনে করার কোন যথেষ্ট কারণ আর বাকী থাকলো না।

আহমদী জামাত ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। এর প্রবর্তক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ) যথাসময়ে ঐশী নির্দেশে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা ইবনে মরিয়ম হবার দাবী করেন। কিন্তু তাঁর বিরোধিতায় ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই দন্ডায়মান হলো অথচ তিনি দুনিয়ার সামনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"স্মরণ রেখো কেউ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মারা যাবে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হ'তে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মারা যাবে, কিন্তু তাদের মধ্য হ'তেও কেউ আকাশ থেকে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হ'তে দেখবে না। অতঃপর সন্তানদের সন্তানেরাও মারা যাবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হ'তে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশের প্রাধান্যের যুগও অতিবাহিত হয়েছে আর পৃথিবীর অবস্থাও অন্য রকম হয়ে গেছে, কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) এখনও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। এমন কি আজ হতে তৃতীয় শতাব্দীপূর্ণ হবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা; কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে আর একই নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন ইহা বাড়বে ও বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না"-
(তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতায়েন)

মহাপুরুষের কথা কতইনা জাজ্বল্যমানভাবে পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় সহস্রাব্দ চলে গেলো অথচ কোন ঈসা বা যীশু আকাশ থেকে আসলো না। মহাপুরুষের দ্বিতীয় কথাটি হলো ইসলামের বিশ্ব বিজয় এ শতাব্দীতে আংশিকভাবে এবং পরবর্তী শতাব্দীতে পুরোপুরিভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। সুতরাং নতুন সহস্রাব্দী বা মিলেনিয়াম আমাদের জন্যে অনেক অনেক আশা ও আনন্দের বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে তা জোর দিয়েই বলা যায়।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ১৩তম সংখ্যা

২ মাঘ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ১৯ শাওয়াল ১৪২১ হিঃ কাঃ
১৫ সুলাহ ১৩৮০ হিঃ শাঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ডিসেম্বর ৮, ২০০০ তারিখ পবিত্র জুমুআর দিনে মসজিদে ফযল, লন্ডনে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে রীতিমত তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন। হুযূর (আইঃ) অসুস্থতার কারণে বিগত কয়েক সপ্তাহ পরে জুমুআর খুতবা দিতে মসজিদে আগমন করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তিনি বলেন, আজ আমি স্বয়ং এজন্যে উপস্থিত হয়েছি যে, 'আমার দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতির কারণে জামাত খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো এবং স্বয়ং আমিও উদ্বিগ্ন ছিলাম'। হুযূর (আইঃ) আর্থিক কুরবানীর প্রসঙ্গে কুরআন করীমের আয়াত ও পবিত্র হাদীসে নবুবী (সঃ) ও হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি পাঠ করার পরে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেন আর বলেন, ১লা নভেম্বর থেকে আমরা নতুন বর্ষে পদার্পণ করেছি। হুযূর (আইঃ) বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্তাআলার ফযলে তাহরীকে জাদীদের পদক্ষেপ প্রত্যেক পর্যায়ে বিগত বছর থেকে অগ্রবর্তী। সামগ্রিক আদায়েও ২ লক্ষ পাউন্ডের অধিক আদায় হয়েছে এবং তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদগণের সংখ্যায়ও সুস্পষ্ট প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৭টি নতুন দেশ এ বছর এই তাহরীকে যোগ দেয় এবং মুজাহিদের সংখ্যা ৩,১০,০০০-এ পৌছেছে।

এর পরে হুযূর (আইঃ) জামাতের বন্ধুগণকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র নির্দেশকেও কখনও ইহা মনে করে হেয় দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় যে, ইহা প্রাচীন যুগের সাথে সম্পৃক্ত, এখন এটা অচল। হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় নিজের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণও বর্ণনা করেন এবং জামাতের বন্ধুগণকে আরও দোয়া করার জন্যে তাহরীক করেন আর সকল সেবাকারীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এখন আমাদের দায়িত্ব আমরা যেন যথারীতি বেশী বেশী করে সামর্থ্যানুযায়ী তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা করি, বিশেষ করে আমাদের বুযূর্গ আত্মীয়-স্বজন, যারা প্রথম কাতারের মুজাহিদ ছিলেন, তাদের নামে চাঁদা দিয়ে তাদের নামগুলোকে জীবিত রাখি। এতদ্ব্যতিরেকে জামাতের বন্ধুগণকে নিজ প্রিয় ইমামের (আইঃ) পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সার্বিক সুস্থতার জন্যে এবং অসাধারণ দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবন প্রাপ্তিতে ঐশী সাহায্য লাভের জন্যে খাসভাবে দোয়া করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা আহমদীয়তের তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ পরিপূর্ণতা লাভ করার ঐশী প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। এর সব কিছু আরম্ভ হয়েছিলো তাহরীকে জাদীদের শুভ সূচনার মাধ্যমে। সুতরাং যারা এতে অবদান রাখবেন তারা নিঃসন্দেহে বড়ই সৌভাগ্যবান। এ মহান কাজে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকল আহমদীর স্বতস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়া আবশ্যক।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ তাওয়াক্কুল	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ রিয্‌কের অর্থ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ দোয়া কবুলের ঘটনাবলী হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫-১০
❑ জুমুআর খুতবা ঃ লায়লাতুল কদরের তাৎপর্য হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১১-১২
❑ যিক্‌রে হাবীব ঃ হুযূর আকদস (আঃ)-এর দোয়ার আশ্চর্য ফল	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - জনাব আহসান উল্লাহ্ সিকদার (মরহুম)	১৩
❑ কবিতা ঃ (১) দীন ইসলামের জয়	ঃ জনাব সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৪
(২) মরহুম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী স্মরণে	ঃ জনাব ডাঃ মীর্জা আলী আকন্দ	১৪
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৫-১৭
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৮-২১
❑ আগত দিনের আহমদীয়ত	ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী	২১-২২
❑ কাদিয়ান সফর ও কিছু ব্যক্তিগত কথকতা	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়	২৩-২৫
❑ নতুনদের পাতা ঃ		
(১) কাদিয়ান সফর ও অভিজ্ঞতা	ঃ সৈয়দ আব্দুল হান্নান	২৬-২৭
(২) তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও	ঃ মৌলবী শাহ্ আলম খান	২৮-২৯
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্‌তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩০
❑ হোমিওপ্যাথি ঃ সদৃশ বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৩১-৩২
❑ প্রশ্ন ও উত্তর	ঃ নির্বাহী সম্পাদক	৩২-৩৩
❑ ফতোয়া সমাচার	ঃ সংকলন - নির্বাহী সম্পাদক	৩৪-৩৬
❑ সংবাদ	ঃ	৩৭-৩৯

প্রচ্ছদ ঃ ৬-১-২০০১ তারিখ নতুন মিলেনিয়াম ও শতাব্দী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত "হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন এবং ৩য় মিলেনিয়ামের শুভ যাত্রা" শীর্ষক সেমিনারে মঞ্চের দৃশ্য।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর তত্ত্বপূর্ণ নির্দেশ

❑ "রমযানের পরে প্রত্যেক ঈদুল ফিতর আমাদের জন্যে যে বাণী বয়ে নিয়ে আসে তাহলো এই ঃ এখন থেকে তোমরা এ রোযা খোলার পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছো যাতে কেবল হালাল বস্তুসমূহ তোমাদের জন্যে হালাল আর সকল হারাম ও সব দোষণীয় দ্রব্য তোমাদের জন্যে হারাম" (আল্ ফযল, ৪-১-২০০০)।

ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা

❑ হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বিগত ৫ই জানুয়ারী, ২০০১ জুমুআর খুতবা প্রদানকালে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেছেন। জামাতের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব তারা যেন বর্তমান বছরের ওয়াদা সংগ্রহ করে তালিকা বাংলাদেশ কেন্দ্রে সত্বর পাঠিয়ে দেন যাতে তা যথাসময়ে হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে পেশ করা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে, জামাতের কেউ যেন এ চাঁদার ওয়াদা থেকে বাদ না পড়ে। এমন কি নও মুবায়েঈনদের কাছ থেকেও তাদের খুশীমত ওয়াদা গ্রহণ করতে হবে যেন এ তালিকায় তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খানের কঙ্গো গমন

❑ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন সদর ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান নুসরৎ জাহাঁ স্কীমে জামাতের সেবা করার জন্যে গত ১০-১-২০০১ তারিখে কঙ্গোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে নিরাপদে সেখানে পৌঁছেছেন। তিনি সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দান করবেন। উল্লেখ্য, তিনি একজন জীবন উৎসর্গকারী (ওয়াকফে জীন্দেগী)। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবন এবং সার্বিক সফলতার জন্যে দোয়া করি।

– আহমদী বার্তা

কুরআন মাজীদ

২৬। তিনি (পুনরায়) বললেন, এখানেই তোমরা জীবিত থাকবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং এখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে।[৯৬২] (রুকূ-২)

২৭। হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করে এবং (যা) সৌন্দর্যস্বরূপ; কিন্তু তাক্ওয়ার পোশাক[৯৬৩] তা-ই (যা) সর্বোত্তম। এটা আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর অন্যতম যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

২৮। হে আদম সন্তানগণ ! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিল, সে উভয়ের নিকট থেকে তাদের পোশাক হরণ করেছিল যেন তাদেরকে তাদের লজ্জার বিষয়গুলিকে দেখিয়ে দেয়। নিশ্চয় সে এবং তার গোত্র তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না।[৯৬৪] নিশ্চয় আমরা শয়তানকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি যারা ঈমান আনে না।

২৯। এবং যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে, 'আমরা তো আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই রকমই পেয়েছি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এরই আদেশ দিয়েছেন'। তুমি বল, 'আল্লাহ্ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এমন কথা বল যা তোমরা জান না ?'

৯৬২। সাধারণ অর্থে-এই আয়াতের ইঙ্গিত হচ্ছে, কোন মানুষ এই জড়দেহে আকাশে উঠতে পারে না। মানবকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে বাঁচতে হবে এবং এই পৃথিবীতেই তাকে মরতে হবে।

৯৬৩। ইহা ধার্মিকতার অর্থাৎ তাক্ওয়ার পোশাক ছিল যদ্দারা হযরত আদম (আঃ) 'জান্নাতে' তাঁর 'নগ্নতা' বা দুর্বলতা ঢেকেছিলেন।

৯৬৪। মন্দ বা অসৎ আত্মা যা শয়তানরূপে আখ্যায়িত এবং তার মত যারা তারা সাধারণতঃ দৃষ্টির আড়ালে থাকে। তারা অদৃশ্যভাবে তাদের প্রভাব খাটায় এবং মানুষের গুপ্ত দুর্বলতাসমূহ খুঁজে বেড়ায় যাতে তাকে কুপথে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আল্লাহ্‌তাআলা শয়তানকে মানবের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সংগ্রামে নিয়োজিত তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করাই শয়তানের কাজ। এই বাধার অর্থ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া নয়, বরং এর উদ্দেশ্য উক্ত প্রতিযোগিতায় অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে প্রতিযোগিতাকে তাদের প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ তেজোদ্বীপ্ত করে তোলা। এই সব প্রতিবন্ধকতায় যে সব অসাবধান ও গাফেল ব্যক্তি হোঁচট খায় এবং হেরে যায়, তারা নিজেরাই দোষী, কিন্তু যে বা যারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদের পথে বিঘ্ন করে তারা নয়।

হাদীস শরীফ

তাওয়াক্কুল

কুরআন ঃ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

অর্থাৎ, আর তিনি তাকে এমন দিক থেকে রিয্ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর করে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারণ করে রেখেছেন (*সূরা তালাক ঃ ৪*)।

হাদীস ঃ

আনিবনে আব্বাসিন ক্বালা হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল ক্বালাহা ইব্রাহীমু হীনা উলকিয়া ফিন্নারে ওয়া ক্বালাহা মুহাম্মাদুন (সঃ) হীনা ক্বালূ ইন্নান্নাসা ক্বাদ জামাউ লাকুম ফাখশাউহুম ফাযাদাহুম ঈমানাঁওয়া ক্বালূ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হ'ল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।' আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত (খন্দকের যুদ্ধ) হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর। তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল। তারা বলেছিল, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

এ পৃথিবীতে মানুষ সর্বদাই মহা শক্তির আশ্রয়ের সন্ধানে রয়েছে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা ও জীবিকার কারণেই নিজ হতে শক্তিশালী সত্তার সন্ধান করে আসছে। তাই আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, কখনও সূর্য, চন্দ্র, তারকা বা কখনও গাছপালা বা কখনও মাটির বিভিন আকৃতি বা মানুষকে মহাশক্তিধর বলে এদের পূজা অর্চনা করেছে, যাতে মানুষ বিভিন সমস্যার সমাধান পায়। অপর দিকে সব কিছুর মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলা এক লাখ চব্বিশ হাজার বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়ে মানব জাতিকে সংবাদ দিয়ে আসছেন। তোমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী তোমরা তার উপাসনা কর। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

খোদাতাআলা তাঁর মহাপরাক্রমশালী সত্তাকে যুগে যুগে মানবজাতির সামনে তাঁর ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা দিনের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন যারা তাঁর উপর ঈমান আনে ও তাঁর উপর ভরসা রাখে।

কুরআনের আয়াতটিতে আল্লাহ্‌তাআলা জানাচ্ছেন, যে খোদাতাআলার উপর ভরসা রাখে খোদা তার জন্য যথেষ্ট হন। তার সকল সমস্যার সমাধানকারী হন।

হাদীসে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী দু'জন মহান নবীর দু'টি এমন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যা হ'তে উত্তরণ লাভ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়। প্রথমটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আগুনে নিক্ষেপ করার ঘটনা, দ্বিতীয়টি খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা। দু'টি ঘটনাতে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার মুকাবেলায় শত্রুরা প্রবল ক্ষমতাধর ও নিজ ভাবনায় অপারেজয়। কিন্তু খোদার বান্দারা ঐ সময় যখন মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে বলে উঠলেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' আর খোদাও তা দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি উত্তম অভিভাবক ও তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য যথেষ্ট।

এই হাদীস আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা যেন আমাদের জীবনে কখনও খোদার উপর আস্থা না হারাই। আমাদের সব কিছুই তিনি। আমরা যদি তাঁকে সব কিছু মনে করি তবে তিনি আমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সবাই খোদার উপর পূর্ণ ভরসাকারী হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

রিয্‌কের অর্থ

'ওয়ামিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউনফিকূন' রিয্‌ক বলতে শুধু ধনকে বুঝায় নি। বরং যা কিছু তাকে দেয়া হয়েছে বিদ্যা, কলা-কৌশল, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, এ সব কিছু রিয্‌কের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্য থেকেই তাকে খোদার পথে ব্যয় করতে হয়। এই পথে মানুষকে ক্রমান্বয়ে এবং ধাপে ধাপে উন্নতি করতে হবে, ইঞ্জিলের ন্যায় যদি এই শিক্ষা দেয়া হতো যে, এক গালে চড় খেয়ে আরেক চড়ের জন্য অপর গাল এগিয়ে দিতে হবে তাহলে ফল এই দাঁড়াতো যে, মুসলমানগণও খৃষ্টানদের ন্যায় পালনের -অযোগ্য শিক্ষার কারণে পুণ্য অর্জনে বঞ্চিত থেকে যেতো।

মানুষের স্বভাবের অনুপাতে কুরআন ধীরে ধীরে উন্নতি দান করে

কিন্তু কুরআন তো মানুষের স্বভাবের অনুপাতে ধীরে ধীরে (ক্রমান্বয়ে) উন্নতি দান করে থাকে, ইঞ্জিলের তুলনা তো ঐ বালকের ন্যায়, স্কুলে ভর্তি হওয়া মাত্রই যাকে অতি কঠিন পুস্তক পাঠে বাধ্য করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা হলেন জ্ঞানী, তাঁর প্রজ্ঞার এই চাহিদা থাকাটাই সংগত ছিল যেন ক্রমোন্নতির ধারায় শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

এরপর মুত্তাকীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ অর্থাৎ "সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যে পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।" এ কাজও আনুষ্ঠানিকতাশূন্য নয়। ঈমান এখানো প্রছন্ন অবস্থায় হয়েছে। মুত্তাকীর চক্ষু আধ্যাত্মিক ও দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন নয়। তাকওয়ার মাধ্যমে শয়তানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এ পর্যন্ত সে একটি কথাকে জেনে নিয়েছে। বর্তমানে এরূপই আমার জামাতের অবস্থা। তারাও তাকওয়ার মাধ্যমে মেনে তো নিয়েছে কিন্তু এখনো তারা জানে না যে এই জামাত আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্যে কী পরিমাণ ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে! সুতরাং এটি হলো একটি বিশ্বাস, পরিণামে যা ফলপ্রসূ হবে।

সাধারণভাবে 'একীন' (দৃঢ়বিশ্বাস) শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর দ্বারা মর্যাদার নিম্নস্তর বুঝায়। অর্থাৎ জ্ঞানের তিনটি স্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের জ্ঞান, অর্থাৎ যুক্তিমূলক জ্ঞান। এই স্তরে খোদা-ভীরুদের অবস্থান। কিন্তু পরবর্তীতে তাকওয়ার (খোদা-ভীতির) সকল স্তর পেরিয়ে 'প্রত্যক্ষমূলক' ও 'অভিজ্ঞতামূলক, জ্ঞানের মর্যাদাও তারা অর্জন করে থাকে।

প্রত্যক্ষমূলক তাকওয়া কোন সামান্য জিনিষ নয়

তাকওয়া কোন সামান্য জিনিষ নয়। এর মাধ্যমে ঐ সমস্ত শয়তানের মোকাবেলা করতে হয় যা মানুষের প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ বল ও শক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এই সমস্ত শক্তি নাফ্‌সে আম্মারা (ভর্ৎসনাকারী আত্মা)-রূপে মানুষের মধ্যে অবস্থান করছে। সংশোধিত না হলে (শয়তান) মানুষকে গোলাম বানিয়ে নেবে। জ্ঞান-বুদ্ধিই অন্যায়মত ব্যবহৃত হয়ে শয়তানে রূপান্তরিত হয়। মুত্তাকীর কর্তব্য হলো ওগুলোর এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলোর সমন্বয় সাধন করা। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সকল ক্ষেত্রে প্রতিশোধ, শাস্তি ও বিবাহকে খারাপ জ্ঞান করে সে-ও ঐশী বিধানের বিরোধী এবং মানবীয় শক্তি ও গুণাবলীর মোকাবেলা করে।

সত্যধর্ম যা মানুষের শক্তি ও গুণাবলীর অভিভাবক

সেটাই হলো সত্যধর্ম যা মানুষের সকল শক্তি ও গুণাবলীর অভিভাবক ও রক্ষক, ধ্বংসকারী নয়। সাহসিকতা ও ক্রোধ যা খোদাতআলার তরফ থেকে মানুষের মধ্যে রাখা হয়েছে - এসবকে পরিত্যাগ করা হলো খোদার বিরোধিতা করা। যেমন দুনিয়া ত্যাগ করা অর্থাৎ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া। এসব কাজ আল্লাহ্‌র দাসগণের অধিকারকে বিনষ্ট করে। বিষয়টি এরূপ হ'লে মনে হয় যেন সেই খোদার ওপর অভিযোগ আরোপ করা হয় যিনি আমাদের মধ্যে এই শক্তি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই প্রকার শিক্ষা যা ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে এবং যার অনুসরণে শক্তির বিনাশ ঘটে, তা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্‌তাআলা ওগুলোর সদ্ব্যবহারের আদেশ দিচ্ছেন, তা নষ্ট করাকে পসন্দ করেন না। যেমন বলেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়-বিচার ও উপকার করার আদেশ দিচ্ছেন" (১৬ঃ৯১)।

ন্যায়-বিচার এমন এক জিনিষ যদ্বারা সবারই উপকৃত হওয়া উচিত। হযরত মসীহের এই শিক্ষা - "যদি কেউ কু-দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তার চোখ উপড়ে ফেলো।" এর মধ্যেও শক্তিকে ধ্বংস করার আদেশ রয়েছে, কারণ এরূপ শিক্ষা দেয়া হয় নি যে - "গয়ের মোহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ এমন) নারীর প্রতি কখনো তাকাবে না।" বরং এর বিপরীতে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তাকাবেতো ঠিকই কিন্তু ব্যভিচারের দৃষ্টিতে তাকাবে না। দেখতে তো কোনই বাধা নেই. অবশ্যিই দেখবে। এরূপ দেখার পর এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, এরফলে তার শক্তির উপর কী প্রভাব পড়ছে! কেন কুরআন শরীফের ন্যায় হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কাজনক প্রতিটি জিনিস দেখতে বাধা দেয়া হয় নি এবং চোখের মত উপকারী ও মূল্যবান বস্তুকে নষ্ট করে ফেলার জন্য অনুতাপ করা হয় না ?

ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য ঃ বর্তমানে পর্দা প্রথার ওপর হামলা করা হচ্ছে, কিন্তু এসব লোকেরা জানে না যে, ইসলামী পর্দার অর্থ বন্দীশালা নয় বরং তা এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যাতে করে অপরিচিত পুরুষ ও নারী একে অপরকে দেখতে না পায়। পর্দা অবলম্বন করলে হোঁচট থেকে রক্ষা পাবে। একজন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারবেন- এসব লোকদের মধ্যে অপরিচিত নারী-পুরুষ অবাধে অশালীনভাবে মেলামেশা ও ভ্রমণ করলে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে কেন তারা হোঁচট খাবে না ? কখনো শুনতে ও দেখতে পাওয়া গেছে –এইরূপ জাতি রয়েছে যারা অপরিচিত নারী পুরুষের একঘরে, এমনকি দরজা বন্ধ অবস্থায় নির্জনে রাত কাটানোকে কোন দোষই মনে করে না, এটা যেন তাদের সভ্যতা। এই মন্দ পরিণতিকে প্রতিরোধ করার জন্যেই ইসলামী আইন সেই কাজ করারই আদেশ দেয় না যা কারও হোঁচট খাবার কারণ হয়। এইরূপ অবস্থায় একথা বলে দিয়েছে যে, যেখানে দুই অপরিচিত নারী পুরুষ একত্রিত হয় সেখানে তৃতীয়টি হচ্ছে শয়তান। ওসব নোংরা পরিণতির বিষয় চিন্তা করে দেখুন যা আজ ইউরোপ এই বল্গাহীন শিক্ষার ফলে ভোগ করছে। কোন কোন স্থানে অতি লজ্জাজনকভাবে ব্যভিচারীর জীবন-যাপন করা হচ্ছে। এসব হলো ঐ সমস্ত শিক্ষার পরিণতি। কোন জিনিষকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাইলে তার হেফাযত করো। যদি হেফাযত না কর আর এটা মনে কর যে, মানুষটি ভাল (সে কোন ক্ষতি করবে না)। তাহলে স্মরণ রেখো নিশ্চয় ঐ জিনিষ নষ্ট হয়ে যাবে-ইসলামের শিক্ষা কত পবিত্র যা নারী পুরুষকে পৃথক রেখে হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে এবং মানুষের জীবন ধারণকে নিষিদ্ধ ও দুঃখপূর্ণ করে নি –আর যে কারণে ইউরোপ আগামী দিনগুলোতে সাংসারিক কলহ-বিবাদ ও আত্মহত্যা প্রত্যক্ষ করবে। অপরিচিত নারীদেরকে দেখার অনুমতি দানের বাস্তব পরিণতিতেই অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েরা সেখানে ব্যভিচারী জীবন যাপন করছে। (চলবে)

অনুবাদ - মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

দোয়া কবুলের অলৌকিক ঘটনাবলী

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৬ অক্টোবর, ২০০০ইং, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ মু'মিন-এর ৬৬তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝

অতঃপর বলেন ঃ অর্থাৎ "তিনিই জীবিত যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; অতএব তাঁকে ডাক তাঁরই জন্য ধর্মকে একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করে; সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্রই"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়ত সম্পর্কে তাঁর সাহাবার 'রিওয়ায়াত' (বর্ণনা)-সমূহ (যা আমি এখন উপস্থাপন করতে চাই) সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে **হযরত চৌধুরী আমীর খান** সাহেবের, যিনি জিলা ও তহসীল হুশিয়ারপুরের অন্তর্গত আহ্রানার অধিবাসী। তিনি বলেন, " মাহ্তাব খান নামক এক ব্যক্তি, যে পঞ্চায়েত-প্রধান ছিল এবং সামান্য কিছু লেখা-পড়া জানার দরুন চরম পর্যায়ের দাম্ভিক এবং সবজান্তা হবার দাবীদার ছিল। সে আমার বিরোধিতায় তৎপর হয়ে ওঠলো এবং গালি-গালাজে সীমা লঙ্ঘন করে গেলো। কিন্তু আমি ধৈর্য ধরে থাকলাম। অবশেষে তার পরিবারের মধ্যে প্লেগ দেখা দিলো এবং তাতে এতো ধ্বংস সাধিত হলো যে, তার স্ত্রী, পুত্র-বধু, ভাবী এবং একমাত্র যুবক পুত্র –সবাই কয়েক দিনের মধ্যে প্লেগের গ্রাসে পরিণত হলো এবং তাকে রেঁধে খাওয়াবার মত কেউ থাকলো না। তার এক মেয়ে ছিল। নিকটেই অন্য এক গ্রামে তার বিয়ে হয়েছিল–সেখানে গিয়ে মাহ্তাব খান দৈনিক আহার করতো কিন্তু শরীকদের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ তার জন্য মৃত্যুর চে'-ও জঘন্য বোধ হতো। মাহ্তাব খানের বয়স তখন ষাট বছরের কিছু বেশী ছিল এবং অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে মাত্র দেড় একর জমি তার অবশিষ্ট ছিল। একদিন সকাল বেলায়– ফযরের নামাযের পর সে আমার কাছে আসলো এবং বললো, 'দেখ, আমার কী (করুণ) অবস্থা!' আর কা'বার দিকে হাত তুলে বলতে লাগলো, "মির্যা সাহেবের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। পূর্বেকার নবীরা 'মু'জিযা' অর্থাৎ অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ দেখিয়ে এসেছেন। কিন্তু মির্যা সাহেবও যদি আমাকে কোন মু'জিযা দেখান তাহলে তাঁকে আমার মেনে নিতে কী আপত্তি থাকতে পারে!–তিনি দোয়া করুন, যদি আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং ঘর-সংসার সজীব হয়ে ওঠে, তাহলে আমি তাঁকে মেনে নেবো।" তার ঐ করুণ অবস্থা দেখে আমার দয়া হলো।

আমি সেদিনই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সমীপে পত্র লিখলাম, "একব্যক্তি এরূপ বলছে, হুযূর দোয়া করুন যেন তার বিয়ে হয়ে যায়। হতে পারে, এভাবে সে নাজাত পেয়ে যাবে"। হযরত আকদস (আঃ) সে পত্রের উত্তরে মৌলভী আব্দল করীম সাহেব (রাঃ)-এর মাধ্যেমে জানালেন, " দোয়া করা হয়েছে। সে যেন তওবা ইস্তিগফার করে। খোদা সর্বশক্তিমান, তিনি তার কাজ সমাধা করে দিন। কিন্তু সচেতন মানুষের কাজ মু'জিযা চাওয়া নয়। মু'জিযা তো বহু প্রকাশিত হয়েছে।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই পত্রালাপের সময় আহ্রানা জামাতের বর্তমান সেক্রেটারী চৌধুরী মোহাম্মদ ওসমান খান সাহেব তখনও আহমদী হন নি –তাঁরে এবং তাঁর ভাই শের মোহাম্মদ খানের এই পত্রালাপের বিষয়টি জানা ছিল। পত্রটি আসার কিছুকাল পরেই উল্লেখিত মাহতাব খানের বার্ধক্য এবং সম্পত্তির স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও জলন্ধর জিলার অন্তর্গত কড়িওয়ালা গ্রামে বিয়ে হয়ে গেল। তখন আমি তাকে তার অঙ্গীকার স্মরণ করালাম না। তারপর যখন তার এই বৃদ্ধ বয়সে ছেলের জন্ম হ'ল তখন আমি তাকে পত্র মারফত তার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করালাম। কিন্তু তখন ওসমান খান প্রমুখের কাছে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সম্পর্কে সে কিছুই জানে না বলে প্রকাশ করলো এবং সম্পূর্ণ ঘটনাই অস্বীকার করে বসলো। তাতে ওসমান খান, যিনি তাকে অগাধ ভক্তি করতেন, সত্যের প্রতি তার সেই অস্বীকারমূলক আচরণ দেখে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট বয়াত করে ফেল্লো। আর আমি তার ঐ অবস্থা দেখে মাহতাব খানকে একটি উপদেশমূলক তবলিগী চিঠি লিখলাম, যার শেষে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই ইলহামী পংক্তি দু'টি লিখা ছিল ঃ "কাদের হ্যায় উওহ্ বারগাহ্, টুটা কাম বানায়ে।

বানা-বানায়া তোড় দে, কোই উস্কা ভেদ না পায়ে॥"

[অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান ঐ সত্তা, যিনি ভেঙ্গে পড়া কাজ সমাধা করেন। সমাধাকৃত সুষ্ঠু কাজকে আবার ভেঙ্গেও দেন –তার গোপন রহস্য কেউ আর খুঁজে পায় না।] খোদার কী শান! মাহতাব খান তার পুত্রকে কোলে নিয়ে যখন তার পীরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তখন ওসমান খান উল্লেখিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করায় মাহতাব খান তার পীরের সম্মুখেই বললো, "যদি এই ঘটনা সত্য হয়ে থাকে তা'হলে আমি যেন এই পুত্রকে হারাই।" অবশেষে ক'দিন পরই সে-পুত্রটি মারা গেল। ইতোমধ্যে তার একজন পাওনাদার খোর-পোষের ওপর তার বিরুদ্ধে নালিশ করে তাকে কারাগারে ঢুকালো। তদুপরি, আরও এক লজ্জাকর ঘটনায় সে অত্যন্ত লাঞ্ছনার সম্মুখীন হলো। তাতে যখন কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর সে বেরিয়ে আসলো তখন তার স্ত্রী মারা গেল (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত নং–১ পৃঃ ১২৬–১২৯)।

দ্বিতীয় রিওয়ায়াত হচ্ছে **হযরত মিয়াঁ জান মুহাম্মদ সাহেব** (রাঃ)-এর । (তিনি গুজরাত জিলার অন্তর্গত হীলাঁ-এর অধিবাসী) ঃ "একরাত আমরা অর্থাৎ আমার চাচা মৌঃ ফযলুর রহমান সাহেব এবং আমি কাদিয়ানে অবস্থান করি। এর পরের দিন সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দুপুর ১১টায় গুরুদাসপুর যাই। গুরুদাসপুরে হুযূর (আঃ) -এর হাতে আমরা চাচা-ভাতিজা উভয়ে বয়াত হই। আমার বয়স তখন যথাসম্ভব ২৪ বছর ছিল। এরপরও প্রতি বছর তাঁর (আঃ) দর্শন ও সাক্ষাৎ লাভের আমার সৌভাগ্য হতে থাকে। সুতরাং প্রথমবার গুরুদাসপুরে যখন দেখা করেছিলাম তখন আমার চাচা মৌঃ ফযলুর রহমান মরহুমের সব সন্তান–দুই ছেলে এবং এক মেয়ে প্লেগে মারা যাবার দরুন অত্যন্ত বিষন্ন ও অস্থির থাকতেন। ভবিষ্যতে তাঁর আর সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা ও আশা ছিল না।

সেজন্য আমার চাচা হুযূর (আঃ)-এর খিদমতে অত্যন্ত সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "হুযূর! আমার ছেলেরা মারা গিয়েছে। এখন আর কোন আশা নাই– অর্থাৎ দোয়া করুন।" তখন যে কথাগুলি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন, তা এখনও আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে–তিনি বলেন, "আপনি ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে বিনিময়ে আরও উত্তম সন্তান দান করবেন। আপনি 'ইস্তিগ্ফার' পাঠ করতে থাকুন।" সুতরাং আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর খিদমতে দু'দিন থাকার পর তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে স্বীয় গ্রাম হীলাঁ ফিরে যাই। আল্লাহ্তাআলার ফযলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ফলশ্রুতিতে সে বছরই দশ মাস পর আমার চাচা মৌঃ ফযলুর রহমানের এক পুত্র-সন্তান জন্ম লাভ করলো। এরপর আরও দুই ছেলে হয়। যারা খোদাতাআলার ফযলে এখনও বেঁচে আছে" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত নং–৬, পৃঃ ১২,১৩)।

হযরত মদদখান সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "আমি কাদিয়ানে বসবাস করা মনস্থ করলাম। এখানে থাকাকালে আমার নিত্যকার রীতি হয়ে গেলো যে, দৈনিক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর খিদমতে দোয়ার জন্য একটি চিঠি আমি তাঁর দ্বারে উপস্থিত হয়ে কারও হাতে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার ওরূপ করায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এই ভেবে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন যে, আমি সবসময়ই তাঁকে বিরক্ত করতে থাকি সেজন্য মনে মনে আমি নিজেকে শংকিত বোধ করতাম। কিন্তু আমার ঐ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। তা এজন্য যে, একদিন হুযূর আমাকে লিখিতভাবে উত্তরে জানালেন, 'আপনি এটা খুবই ভাল নিয়ম অবলম্বন করেছেন যে, আপনি আমাকে স্মরণ করাতে থাকেন। এবং ইনশাআল্লাহ্ আরও করতে থাকবো। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে নিশ্চয় দীন ও দুনিয়ায় সফলকাম করবেন এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর আপনার বিবাহ্ নিশ্চয়ই করিয়ে দিবেন। আপনি আমাকে স্মরণ করাতে থাকুন। আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।"

এই অধম হুযূর (আঃ)-এর উক্ত চিঠি নও-মুসলিম শেখ গোলাম আহমদ সাহেবকে দেখালাম এবং বল্লাম, ' হুযূর আমাকে আজ এই পত্র দিয়েছেন।' তারপর বল্লাম, 'আমি তো কখনও কোন উপলক্ষ্য করে হুযূর আলায়হিস্ সালামকে আমার বিয়ে করার বা করিয়ে দেয়ার সম্পর্কে ইঙ্গিতও করি নি–এটা কী বিষয় ?' তাতে শেখ সাহেব হেসে বলতে লাগলেন, 'এখন তো আপনার বিয়ে খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে কেননা, হুযূরের কথা বিফলে যায় না। আপনি অবশ্যই তৈরী থাকুন'। খোদা সাক্ষী রয়েছেন, হুযূরের বলার পর প্রায় দু'মাসের মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ইতঃপূর্বে আমার কোথাও বিয়ে হয় নি। আমার দু'টি বিয়ে হুযূর (আঃ)-ই করিয়েছিলেন। নইলে, আমার মত প্রবাসীকে কেইবা জিজ্ঞেস করতো! এ ছিল কেবল হুযূর (আঃ)-এরই দোয়া ও সদয়দৃষ্টির ফল" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত ঃ নং ৪ পৃঃ ৯৬, ৯৭)।

হযরত মুহাম্মদ রহীমুদ্দীন সাহেবের (রাঃ) রিওয়ায়াত ঃ "জুন ১৮৯৪ইং সালে যখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট বয়াত করি তখন গরমের দিন ছিল। আমার ফজরের নামায কাযা হয়ে যেতো। আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট দোয়ার জন্য চিঠি লিখি, "আমার ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়, আমার জন্য দোয়া করুন।" উত্তরে হযরত সাহেব লিখেন, " আমি দোয়া করেছি। তুমি ক্রমাগতভাবে ইস্তিগফার এবং দুরূদ শরীফ বেশী বেশী পাঠ করতে থাক।" সে দিন থেকে সর্বদা সময়মত চোখ খুলে যেত। আজ পর্যন্ত ফজরের নামায আর কখনও কাযা হয় নি তবে বিরলভাবে সফর অথবা অসুস্থতার সময় কোন নামায যদি কাযা হয়ে থাকে তদ্ব্যতীত। ইহা দোয়া কবুলের নিদর্শন এবং আমার জন্য এক মু'জিযা" (রেজিষ্টার রিওয়াত নং– ৬, পৃঃ ৪৩)।

মরহুম নযীর হুসেন সাহেব ('মরহমে ঈসা' নামক ঔষধ প্রস্তুতকারী) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশক্রমে আমার পিতা হেকীম মোহাম্মদ হুসেন সাহেব 'মরহমে' ঈসা নামক ঔষধ তৈয়ার করেন এবং ঐ সময় ব্যাপকভাবে তার বিজ্ঞাপন দেন। এর ফলশ্রুতিতে খ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে এক সঙ্গীন মকদ্দমা আমার পিতার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়। হুযূর (আঃ) সফলতা লাভের জন্য দোয়া করতে থাকেন। মকদ্দমাটির বিভিন্ন আদালতে শুনানি হবার পর অবশেষে পাঞ্জাব চীফ কোর্টে (যা বর্তমানে হাইকোর্ট) লাহোরে মকদ্দমাটি চলে যায় এবং সমূহ আশংকার সৃষ্টি হয়, এ মকদ্দমায় আমার পিতার কোন কঠিন শাস্তি হয়ে যাবে। একদিন কোর্টে পেশীর পর যখন আমার দাদা মিয়া চেরাগ দীন সাহেব মরহুমও মকদ্দমার গতিবিধি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েন এবং সমস্ত পরিবারের মধ্যে কান্নার রোল উঠে তখন আমার পিতা মহোদয় হযরত আকদসের খিদমতে দোয়ার জন্য উপস্থিত হন। হুযূর সেদিন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি (আঃ) আমার পিতাকে সেদিন রেখে দেন এবং অনেক দোয়া করেন। অবশেষে হুযূর (আঃ) আমার পিতাকে চিঠি লিখে পাঠালেন, আপনার এই মকদ্দমার সম্পর্কে আমাকে ইলহাম করা হয়েছে, "হুসেনকে টিপুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে।" কাজেই আপনি এই মকদ্দমা সম্বন্ধে চিন্তা করবেন না। আপনি খ্রীষ্টনদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবেন। সুতরাং সেরূপই হয়। মকদ্দমার সকল আশংকা দূর হয়ে খোদাতাআলা আমাদেরকে ঐ মকদ্দমায় বিজয়ী করেন, সেজন্যে সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত নং- ৭, পৃঃ ৬০,৬১)।

হযরত ভাই মাহ্মুদ আহমদ সাহেব (পিতা হেকীম পীরবখ্শ সাহেব) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ 'একবার দীর্ঘ অনাবৃষ্টির দরুন মানুষ অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। কয়েকজন বন্ধু চাচ্ছিলেন হুযূর (আঃ)-এর খিদমতে 'নামাযে ইস্তিস্কা'–এর জন্য নিবেদন করা হোক।

সুতরাং একজন বন্ধু আবেদন জানালেন। হুযূর ইরশাদ করলেন, 'আচ্ছা, আল্লাহ্ কাল যা মঞ্জুর করেন তা-ই হবে।' সুতরাং পরের দিন বারি বর্ষণের ধারা শুরু হ'ল যা অবিরত সাত দিন অব্যাহত থাকে। এমন কি মানুষ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, 'ইলাহী! এখন বৃষ্টিপাত বন্ধ কর' (রেজিস্টার রিওয়ায়াত ঃ নং ৮, পৃঃ ৮০)।

সেঠী গোলাম নবী সাহেব বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ আমার ঘরে 'আঠরা' (শৈশবকালেই সন্তানের মৃত্যু ঘটার) রোগ ছিল। আমি স্ত্রীসহ দারুল আমান কাদিয়ানে গেলাম সেখানে হযরত হেকীম মৌলবী নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ্ আওয়ালের (রাঃ) নিকট চিকিৎসা করাবার উদ্দেশ্যে। একদিনের ঘটনা, হুযূর (আঃ) বাগানে গেলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সাহাবা এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ)-ও ছিলেন। হুযূর (আঃ) মালিকে বল্লেন, 'শাহ্তুত' (একপ্রকার সুমিষ্ট ফল) পেড়ে আন যাতে এঁরা সবাই খান।' আমার স্ত্রী গাছে উঠে কিছু শাহ্তুত নিজ হাতে পেড়ে হুযূরের সামনে পেশ করলো। হুযূর বললেন,'মালি যা এনেছে সেগুলো পরিষ্কার না, এগুলো পরিষ্কার।' তখন হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ) বল্লেন, 'এগুলো গোলাম নবীর স্ত্রী নিজের হাতে পেড়ে আপনার সামনে রেখেছে।' হুযূর উপরের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'খোদা তাকে পুত্র দান করুন।'

আমি হযরত মৌলবী সাহেবের চেম্বারে বসা ছিলাম। তিনি ভিতর থেকে এসে আমাকে মোবারকবাদ দিলেন এবং বললেন, 'এখন কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। কেননা হুযূর (আঃ) এ কথা বলেছেন, অর্থাৎ খোদা তাকে পুত্র সন্তান দান করুন–যা পূর্ণ হবে।' এর ক'দিন পর ফিরে যাওয়ার জন্য আমি হুযূরের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলাম এবং রওয়ানা হবার জন্য তাঁর সাথে 'মুসাফাহা' (করমর্দন) করলাম। হুযূর আমাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য সঙ্গে আসলেন। যখন ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করতে যাচ্ছি তখন হুযূর বললেন, 'আরও কয়েক দিন থেকে যাও'। আমি ঘোড়া-গাড়ীর কথা বললাম–তিনি বল্লেন, 'দু'চার আনা আমি গাড়োয়ানকে দিয়ে দিব, সে সন্তুষ্ট হয়ে মেনে নেবে।' অতএব আমরা ফিরে এসে আরও কয়েক দিন থাকলাম। তারপর অনুমতি চেয়ে বল্লাম, "ফিরে যেতে তো মনে চায় না কিন্তু অংশীদারিত্বের ব্যবসায় আছে।' এবার তিনি অনুমতি দিলে রাওয়ালপিন্ডি ফিরে এলাম। স্বল্পকাল পরই আমার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করলো। সে দেড় বছরের হয়ে মারা গেল। তখন আমি হুযূরের খিদমতে লিখলাম, 'হুযূর! এই পুত্রসন্তান তো আপনার মু'জিযা ছিল এবং আশা ছিল সে দীর্ঘজীবী হবে এবং পুণ্যবান ও সৌভাগ্যশালী হবে।' হুযূর (আঃ) উত্তরে চিঠি লিখলেন (যা এখনও আমার নিকট মজুদ রয়েছে), 'তার মৃত্যুতে তো ধৈর্যধারণ করে পুরস্কার লাভ কর এবং অপরটির জন্য অপেক্ষা কর।' তারপর আমি সমস্ত পরিবার ও পরিজনদেরকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলাম, 'আল্লাহ্ চাইলে ধরে নিন অপর সন্তানটি এসেই গেছে।' সুতরাং এরপর সেই পুত্র জন্ম লাভ করলো যার নাম 'করম এলাহী' এবং এখন সে জীবিত। আল্লাহ্ তাকে পুণ্যবান সৌভাগ্যশালী এবং দীর্ঘজীবী করুন" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত নং ৬, পৃঃ ৩৩৪, ৩৩৫)।

হযরত খাজা আব্দুর রহমান সাহেব (কর্মচারী, আল্ ফযল দফতর) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "আমি একবার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর গৃহে বাস করতাম–'গোল কামরা'-এর সামনের কামরায়। বাঁচার কোন আশা ছিল না। আমার চিকিৎসা হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এবং মুফতি ফযলুর রহমান (রাঃ) করতেন। ঐ দিনগুলোতেই হযরত সাহেবের নিকট ইলহাম হয়েছিল, 'একটি শবদেহকে কম্বল দিয়ে আবৃত করা হ'ল'। আমার ওপর কালো কম্বল দেয়া ছিল সেজন্যে সাধারণভাবে (সবার) ধারণা এই ছিল যে, এই ইলহাম আমার ওপরই ফলবে। অন্য দিকে হযরত (আঃ) বলতেন, 'আমি দোয়া করছি, আব্দুর রহমান ভাল হয়ে যাবে।' অবশেষে আমার বাবা-মা অশ্রুপাত করে ধরে নিয়েছিলেন যে, এখন নির্ঘাৎ আমার মৃত্যু ঘটেছে। খোদার কী শান! অর্ধেক রাত অতিবাহিত হবার পর আমার 'মৃত দেহে' স্পন্দনের সৃষ্টি হলো, তখনই আমার বাবা-মা সিজদাবনত হয়ে শোকর আদায় করলেন এবং আমি খোদাতাআলার ফযলে এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার কল্যাণে ভাল হয়ে ওঠলাম। এখনও জীবিত আছি" রেজিষ্টার রিওয়ায়াত সাহাবা ঃ নং ৫ পৃঃ ১২০, ১২১)।

হযরত শেখ আহমদ দীন সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "আমার পিতা মহোদয় শেখ আলী মোহাম্মদ সাহেব (রাঃ) বহু আগে থেকে আহমদী ছিলেন। আমাকে আল্লাহ্তাআলা ১৮৯৭ইং কাদিয়ানে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সকাশে পৌছালেন–এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, আমার ধ্যান-ধারণা সঙ্গদোষে বদলে গিয়েছিল– আমি খ্রীষ্টান হ'তে চলেছিলাম। আমার পিতা তা অবগত হয়ে আমাকে তিনি কাদিয়ান পৌছিয়ে দেন। আমার দাদা সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং হযরত সাহেবের খিদমতে আমাকে পেশ করে নিবেদন করেন, 'হুযূর! দোয়া করুন এবং এর প্রতি বিশেষ খেয়াল করুন।' হুযূর (আঃ) আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বলেন, 'আমি দোয়া করবো।' অতঃপর বলেন, 'তাকে মৌলবী সাহেব মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করুন।' তারপর প্রতিনিয়ত আমার ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ারই ফলশ্রুতি, সর্বদা তিনি এই অধমের সাথে সদয় ব্যবহার করতে থাকেন। যে ছেলেটা আমাকে খৃষ্টধর্মের দিকে প্রলুব্ধ করতো তাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসতাম। একবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খিদমতে নিবেদন করলাম, 'হুযূর দোয়া করুন, যেন সে-ও মুসলমান হয়ে যায়।' সুতরাং কিছুদিন পর সে-ও বয়াত করে মুসলমান হলো' (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৮, পৃঃ ১০৮, ১০৯)

হযরত মদদখান সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "আমার স্ত্রী হুযূর (আঃ)-এর ওখানে দেখা-সাক্ষাতের জন্যে চলে যায়। তার যাওয়ার তিন/চার দিন পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার অসুস্থতার সংবাদ কোন ব্যক্তি হযরত উম্মুল মু'মিনীনের (রাঃ) নিকট পৌছে দেয়। অবগত হওয়া মাত্র হযরত উম্মুল মু'মিনীন আমার স্ত্রীকে আমার অসুস্থতার কথা জানিয়ে তাকে বলেন, 'তুমি শীঘ্র চলে যাও।' ইত্যবসরে হুযূর (আঃ)-ও বাইরে থেকে অন্দরমহলে আসেন এবং বলতে লাগেন, 'এখন আসরের সময় হয়ে গেছে। আগামীকাল আমি যখন রথে করে তার গ্রামের দিকে ভ্রমণে যাব তখন তাকেও আমাদের সাথে রথে বসিয়ে নেবো।' তাতে উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ) হুযূরকে বলেন, 'হুযূর! কুলসূমকে এক্ষণই বিদেয় করে দেয়া দরকার, কেননা আমি শুনেছি মদদখান অত্যন্ত অসুস্থ সেজন্যে এর পক্ষে এখনই চলে যাওয়া জরুরী।' তখন হুযূর (আঃ) তৎক্ষণাৎ

আমার স্ত্রীকে যাবার অনুমতি দিলেন এবং গৃহকর্মচারী (খাদেম) নূর মুহাম্মদ সাহেবের স্ত্রী গওস বিবিকে রথে আমার স্ত্রীর সাথে দিয়ে বললেন, 'কলসূমকে তুমি পৌছে দিয়ে এসো।' আর সেই সাথে বললেন, 'কুলসূম! চিন্তা করো না, ইনশাআল্লাহ্ সবই ঠিক হয়ে যাবে, কল্যাণ হবে, আমিও দোয়া করবো-ইনশাআল্লাহ্ খোদাতাআলা রহম করবেন। এই নাও খরবুযা (তরমুজের ন্যায় এক প্রকার ফল), এটা মদদখানকে দিয়ে দিও, খোদা তাকে আরোগ্য করবেন।'

ঐ খরবুযা আমার স্ত্রী ফিরে এসে আমাকে দিলো এবং বললো, 'হুযূর এই খরবুযাটি আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন।' আমি বল্লাম, 'হুযূর কি আমার নাম নিয়ে এই খরবুযা তোমাকে দিয়েদিলেন?' আমার স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, এই খরবুযা হুযূর আপনারই নাম নিয়ে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। আর সেই সাথে বলেছিলেন, 'তিনি যেন এই খরবুযাটি খেয়ে নেন, আল্লাহ্তাআলা তাকে শিফা (আরোগ্য) দান করবেন।' আমি ঐ খরবুযা আমার স্ত্রী থেকে নিয়ে খেয়ে ফেললাম। ঐ খরবুযাটি প্রায় তিন পোয়া ওজনের ছিল। খরবুযা খেতে গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বল্লাম, 'হুযূরের দেয়া এই 'তাবারুক' গোটাটি আমি একাই খাব, অন্য কাউকে দেব না।' তখন আমার স্ত্রী বললো, 'হুযূরও এ কথাই বলেছিলেন, আমার 'তাবারুক' (কল্যাণমন্ডিত) তোমার স্বামীকে দিও এবং তাকে বলো, যেন খেয়ে নেয়–খোদা শিফা দান করবেন।' তারপর সে বলতে লাগলো, 'আমরা তো অনেক খরবুযা খেয়েছি। এটা হুযূর কেবল আপনার জন্যেই দিয়েছেন।' আমি ঐ খরবুযা সবটাই খেয়ে নিলাম। তা খাওয়াতে আমার তীব্র মাথা ব্যথা চলে গেল এবং আমার রোগ নিরাময়ও হলো। এথেকে প্রতীয়মান হয়, খোদাতাআলার পবিত্র বান্দারা তাঁদের হস্তে শিফার (আরোগ্য) প্রভাব এবং তাঁদের দোয়াতে কবুলীয়তের মর্যাদা রাখেন" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৮ পৃঃ ৯৪, ৯৫)

কাদিয়ানে হিজরতকারী হযরত আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "১৯০৫ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিল্লী থেকে ফিরার পথে লুধিয়ানায় রমযান মাসে ভাষণ দান করেন। মানুষে অত্যন্ত খুশীর সাথে শ্রবণ করে। তখন এই অধম সামরালা থেকে লুধিয়ানা পৌছে গিয়েছিল। হুযূরের খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আমার স্ত্রীর দীর্ঘ চার বছর থেকে গর্ভধারণের চিহ্নাবলী দেখা দিতে থাকে, কিন্তু কোন কিছু প্রসব হয় নি। হুযূর দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তাআলা এই রোগ থেকে তাকে মুক্তি দেন।' হুযূর বলেন, 'অবশ্যই আমি দোয়া করবো।' এই দোয়ার ফলশ্রুতিতে ছেলে জন্মগ্রহণ করলো। তার নামের জন্যে পত্র লিখা হলো। হুযূর (আঃ) এ পুত্রটির নাম রাখলেন আব্দুল আযীয" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৫, পৃঃ ১৫৬, ১৫৭)।

হযরত মুহাম্মদ রহীমুদ্দিন সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "১৯০১ইং সালে আমার মেয়ের কঠিন কাশি হলো। বেশ ক'জন ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ানো হলো। নিরাময় হলো না। আমি হুযূর (আঃ)-এর কাছে দোয়ার জন্য আবেদন করলাম। হুযূর আমাকে উত্তর পাঠালেন, 'আমি দোয়া করেছি, ইনশাআল্লাহ্ আরোগ্য হয়ে যাবে। আপনি দুরূদ শরীফ এবং ইস্তিগ্ফার পাঠ করতে থাকুন।' ঘটনাচক্রে ডঃ খলীফা রশীদুদ্দিন সাহেব একটি ব্যবস্থাপত্র ইংরেজীতে লিখে দিলেন। তা দেয়া মাত্র আরাম হয়ে গেল। আসলে হুযূরের দোয়াতেই আরোগ্য হয়েছিল" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৫, পৃঃ ১৬২)।

কাদেরাবাদ নওয়াঁ পিন্ড নিবাসী হযরত মিয়াঁ চেরাগদীন সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ " আমার বাবা-মা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর প্রথম দিকে তার বয়াতভুক্ত ছিলেন। আমি ঐ সকল অবস্থার পরে মসজিদ আকসায় বয়াত করি। তার কিছুকাল পরই আমার ভাই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আজকাল আম্মাজান (রাঃ)-এর দালানের নিকটবর্তী যে রাস্তাটি আছে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সে-দিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, হযরত (খলীফাতুল মসীহ আওয়াল) মাওলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)-ও সঙ্গে ছিলেন। আমার মা আমাকে বলেছিলেন, " যাও এবং মৌলবী (নূরুদ্দীন) সাহেবকে বলো, তিনি যেন আমাদের ঘর হয়ে যান। কেননা আমার ছেলে অত্যন্ত অসুস্থ।' সুতরাং আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁদের পূর্বেই রাস্তায় দাঁড়ালাম। তখনই হুযূর (আঃ)-ও আসলেন এবং বাঁ হাতের দিকে ছিলেন মৌলবী সাহেব। যখন মৌলভী সাহেব আমাকে দেখলেন, তিনি শীঘ্র শীঘ্র আমার নিকট এসে নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?' আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, 'তুমি যাও, আমরা আসছি।' এরপর মৌলবী সাহেব দৌড়ে গিয়ে হুযূর (আঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। কেননা হুযূরের হাঁটার গতিবেগ দ্রুত হতো কিন্তু আপাতঃ বুঝা যেত না। এবং তাঁর সাথীরা দৌড় দিতে দিতে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হতেন।

তারপর আমি ঘরে ফিরে গেলাম। অতএব প্রায় এক মাইল ব্যবধান অতিক্রম করার পর [হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সাথীদেরসহ ফেরার সময়] আমাদের ওখানে আসলেন। আমরা আগে থেকে চারপাই (খাটিয়া) বিছিয়ে রেখেছিলাম। আমার মা ছেলেকে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক পা চারপাইয়ের কাঠের ওপর রাখলেন, ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন এবং আমাদের মাকে বললেন, 'মাই জী! ছেলের কষ্ট নেই। চিন্তা করো না।' আর মৌলবী সাহেবকে ওষুধ দিতে বললেন। এরপর শহরের দিকে চলে আসলেন। হুযূরের চলে যাবার পনের মিনিট পর আমার ভাই আরোগ্য হয়ে যায়। এরপর আমি মৌলবী সাহেবের নিকট ওষুধের জন্য যাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাচ্চাটির কী অবস্থা ?' আমি বললাম, 'এখন কোন কষ্ট নেই।' তিনি বললেন, 'হুযূরের মুখ থেকে দোয়া বের হতেই ছেলেটিকে খোদাতাআলা আরোগ্য করে দিয়েদিলেন" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৬, পৃঃ ৩৬,৩৭)।

গুজরাত জিলার অন্তর্গত রাজেকীর অধিবাসী মিয়াঁ করম দীন সাহেবের পুত্র হযরত গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "হাফেযাবাদ এলাকার একটি গ্রাম। সেখানে ইলাহী বখ্শ নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। তাকে একবার কয়েকজন আহমদী কাদিয়ান নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী করলেন। সে তৈরী হয়ে গেল। জ্বরের অবস্থাতে সে বাটালা স্টেশনে এসে ট্রেন থেকে নেমে এলে সামনে মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবীর সাথে দেখা। তিনি দেখলেন, এই ব্যক্তি জ্বর নিয়েও কাদিয়ান যাচ্ছে। তার অন্তরে তিনি কুমন্ত্রণা দিলেন এই বলে, 'যদি মির্যা সাহেব সত্য হতেন তাহলে তো রাস্তাতেই তোমার জ্বর আসতো না।' আরও বললেন, 'সেখানে তো দোকানদারী। সেখানে কখনও যেও না।' কিন্তু সে বললো, ' একবার তো নিশ্চয়ই যাব।' সুতরাং সে কাদিয়ানে

পৌছুলো। তারপর হযরত আকদসের মজলিসে যখন সে এসে বসেই ছিল, তখন হুযূর আকদস (আঃ) বলেন, 'আমাদের কোন কোন বিরুদ্ধবাদী এ-ও বলে থাকে যে, এখানে রয়েছে দোকানদারী। অবশ্যই এটা দোকান বটে, কিন্তু এখানে খোদা এবং তাঁর রসূলের (সঃ) সওদা মিলে থাকে।' একথা শুনে তার চোখ খুলে গেল, ঈমান জ্বলে ওঠলো। আর সেই সাথে তৎক্ষণাৎ তীব্র জ্বরও নেমে গেল" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং, পৃঃ ১৪০)।

হযরত শেখ আহমদ দীন সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জামাতের বন্ধুদের সাথে একত্রে বসে আহার করতেন। কোন সময় 'গোল কামরায়' বসে খেতেন, কোন সময় মসজিদ মুবারকে। পরবর্তীতে কোন কারণবশতঃ অন্দরমহলে (পৃথকভাবে) খেতে আরম্ভ করেন। ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর বেঁচে থাকার কোন আশা ছিল না। হযরত (খলীফাতুল মসীহ আওয়াল) মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-ও বলেন, 'এখন আর কোন আশা নেই।' অথচ ওটা তাঁর স্বভাবের ব্যতিক্রমধর্মী কথা ছিল। তবুও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খিদমতে দোয়ার জন্যে নিবেদন করা হলো। হুযূরের দোয়াতে ভাই সাহেব ক্রমান্বয়ে সুস্থ হতে আরম্ভ করেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৮, পৃঃ ১০৮)।

হযরত শাহ আলম সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "একবার সূফী সাহেব জ্বরাক্রান্ত হলেন। আমি এবং আমার মা হুযূরের নিকট যাই। হুযূর (আঃ) তখন গ্রন্থাগারের বালাখানায় (উঁচু কামরা) ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর গৃহে যাবার যে গলিটি দ্বিতীয় বাজারের দিকে যায় সে গলিতে ঐ গৃহে যাওয়ার উর্ধমুখী সিঁড়ির নীচে অবস্থিত দুয়ারটিই ছিল গ্রন্থাগারের এবং মীর মেহদী হুসেন সাহেব ছিলেন এর অধ্যক্ষ-এ গ্রন্থাগারের উপরেই ছিল বালাখানা-যেখান থেকে গলির দিকে রয়েছে তার জানালাটি সেখানটিতেই হুযূর (আঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানে তিনি সবসময় লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

আমার মা নিবেদন করলেন, 'হুযূর! সূফী সাহেবের জ্বর উঠেছে।' হুযুর (আঃ) তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং বলতে লাগলেন, 'অস্থিরতা তো বেশী নয়? পিপাসার কী অবস্থা? এবং আরও অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। আমার মাকে অনেক প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেন এবং নগ্ন পা ও নগ্ন মাথায় হুযূর (আঃ) উম্মুল-মু'মিনীন (রাঃ)-এর কামরার দিকে চলে যান। আমার খুব স্মরণ আছে, জুন মাসের দিন ছিল এবং বেলা ছিল ভর দুপুর দুই ঘটিকা। মাটি তেঁতে উঠেছিল। কিন্তু হুযূর (আঃ)কোনও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। উম্মুল-মু'মিনীনকে এসে বললেন, 'বেগম সাহেবা! সূফী সাহেবের জ্বর হয়েছে, তাঁর স্ত্রী এসেছেন। জলদি করুন- তাকে গোলাপের 'আরক' এবং আলুবুখারা দিন।' কোন খাদেম নীচে গিয়ে এক বোতল অতি উত্তম 'গোলাপের আরক' ও এক থলে আলুবুখারা স্টোর থেকে নিয়ে আসে। হুযূরের হাতে সে বোতলটি দেয়। হুযূর পুরো ভর্তি সে বোতলটি আমার মায়ের হাতে তুলে দেন। আলুবুখারার থলে কাজের মেয়েটির হাতে ছিল। আমাকে হুযূর বলেন, 'তোমার কুরতার আঁচল পাত।' আমি কুরতা ছড়িয়ে সামনে তুলে ধরি। হুযূর (আঃ) থলের মুখ খুলে দু'হাত ভরে অর্থাৎ এক অঞ্জলি আলুবুখারা আমার আঁচলে ঢেলে দেন এবং বলেন, 'গোলাপের আরক' আধ পোয়া পরিমাণ কোন পেয়ালায় নিয়ে তাতে পনেরটি দানা আলুবুখারা ঢেলে তা কিছুক্ষণের জন্য রেখে দাও। তারপর কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে তাতে চিনি বা গুড় মিলিয়ে সূফী সাহেবকে পান করাও। আল্লাহ্ 'শিফা' (আরোগ্য) দান করবেন। তাঁকে আমার 'সালাম' বলবে। আমি দোয়াও করবো। আশা করি খুব শীঘ্র আরাম এসে যাবে।'

আমি এবং আমার মা বাড়ী চলে আসি এবং তাঁর নির্দেশানুযায়ী পরিবশন করি। একবার মাত্র পান করানোতেই আমার পিতা সুস্থ হয়ে ওঠলেন। সুবহানাল্লাহ্ কী আখলাক- মহান চরিত্র ছিল এবং কী মহানুভবতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং গভীর ভালবাসার অসাধারণ বহির্প্রকাশ!" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৮, পৃঃ ৮৫, ৮৫)।

হযরত মালেক আযিয আহমদ সাহেব (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ এক দিন রাতে যখন আমি (স্কুলে) পড়তে যাচ্ছিলাম, একটি জায়গায় যেখানে এখন আকমল সাহেবের বাড়ী, বেশ ভয় লাগলো এবং সে কারণে ক্লাসরুম পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে আমার দেহে এতো কম্পন সৃষ্টি হলো যে, জনাব নাইয়ার সাহেব দু'তিনজন ছাত্রকে আদেশ দিলেন আমাকে বাড়ী পৌছে দিতে। সুতরাং আমি বাড়ী পৌছার পর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লাম। দু'তিন দিন পর্যন্ত সম্বিত ফিরে পাই নি। আমার মা আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর ধকল তখনও শামলে ওঠতে পারেন নি-তিনি আমার অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন আরও ঘাবড়ে গেলেন। সুতরাং তিনি তখনই রাত প্রায় ১০টা কি ১১টার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল মাওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর নিকট ছুটে গেলেন। এক্ষেত্রে আমি উল্লেখ করে দেয়া সমীচীন বলে মনে করি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এবং আমার নানা হযরত হাফেয গোলাম মুহিউদ্দীন সাহেব (মরহুম), যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে ডাক বিভাগের কাজ করতেন- পরস্পর দুধভাই ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল সে সম্পর্কের কারণেই অথবা ঐ সহানুভূতির দরুন যা সর্বসাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর মাঝে নিহিত ছিল- তৎক্ষণাৎ আমার মায়ের সাথে এসে আমাকে দেখলেন, মাকে সান্ত্বনা দেন, কিন্তু সেই সাথে ফিরে গিয়ে আমার প্রভুকে (ফিদাহু রূহী- তাঁতে আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক) গিয়ে অবহিত করলেন। হুযূর (আঃ)-ও স্নেহ ও দয়া পরবশ হয়ে হযরত খলীফা আওয়ালের সাথে আমাদের বাড়ীতে আসেন। হুযূর তাঁকে বলেন, 'মৌলবী সাহেব! আপনি ওষুধ দিন, আমি দোয়া করি।' সুতরাং হুযূর (আঃ) তখন আমাদের বাড়ীতেই দোয়া করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) আমাকে ঔষধ ইত্যাদি ক্রমাগত দিতে থাকেন। আমার এই অসুস্থতা চার দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়, কিন্তু আমার প্রতি হুযূরের খেয়াল থাকে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়ালের নিকট আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকেন। এটা কেবল আল্লাহ্‌তাআলার ফযল এবং হুযূর (আঃ)-এর দোয়ার ফলশ্রুতি ছিল যে, আমি সুস্থ হয়ে ওঠলাম। অন্যথা, রোগ এই ধরনের ছিল যেমন কিনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ পরবর্তীতে বলেন যে, আমার আরোগ্য হওয়া দুষ্কর ছিল" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৭, পৃঃ ৩৭, ৩৮)।

হযরত মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব ভেরবী (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ "পরলোকগত আমার প্রথমা স্ত্রীর প্রথমে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং পরে দুই পুত্র। এই দু'জনেই না

শুনতে পেত, না কথা বলতে পারতো। বড় ছেলেটি চার বছরের হয়ে মারা যায় এবং ছোটটি– যে শুনতোও না এবং বলতোও না কিন্তু হুশিয়ার ও বুদ্ধিমান ছিল তাকে আমি খুবই ভালবাসতাম। হুযূর (আঃ) গুরুদাসপুরে মকদ্দমার তারিখগুলোতে যখন যেতেন তখন আমাকে অবশ্যই তাঁর সহকারীদের অন্তর্ভুক্ত করতেন। ঐ যুগে ঘোড়ার গাড়ী–এক্কা প্রচলিত ছিল। যখন তিনি ভোরবেলায় রওয়ানা হবার জন্য আসতেন তখন বলতেন, 'মিয়া ফযলুর রহমান কোথায়' ? যদি আমি উপস্থিত থাকতাম তাহলে বলতাম, নইলে মানুষ পাঠিয়ে আমাকে বাড়ী থেকে শীঘ্র আসার জন্য তলব করতেন। হুযূরের 'এক্কা' সবসময় আমিই ড্রাইভ করতাম। এক্কা চালকের চালাবার আদেশ ছিল না। আমি ড্রাইভারের আসনে বসে পড়তাম এবং মিয়াঁ শাদী খান মরহুম আমার সঙ্গে সামনে বসতেন এবং এক্কার ভেতর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একা।

ঐ সময়টাতেই আমার দ্বিতীয় সে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার টাইফয়েড হয়। হুযূর প্রায়শঃ তাকে দেখতে আসতেন। মকদ্দমার তারিখের একদিন পূর্বে আমার স্ত্রী বললো,'হুযূরকে দোয়ার জন্য লিখুন।' আমি বল্লাম, 'যখন তিনি দৈনিক তাকে দেখতে আসেন তখন লিখার কী প্রয়োজন'? কিন্তু সে জেদ ধরলো। তখন আমি দোয়ার আবেদনপত্র লিখে দিলাম। হুযূর (আঃ) তার উত্তরে লিখলেন, ' আমি তো দোয়া করি, কিন্তু যদি 'তকদীরে মুবরাম' (অনতিক্রম্য নিয়তি) হয়ে থাকে তাহলে টলতে পারে না।' এ কথাগুলো পাঠ করে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে পড়লো। আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ?' আমি বল্লাম, 'এখন এই অসুস্থ ছেলে আমাদের কাছে আর থাকতে পারে না। যদি সে আরোগ্য হবার হতো তাহলে তিনি (আঃ) এ কথা লিখতেন না।'

যাই হোক, পরের দিন সকালে হুযূরের সাথে (সফরে) রওয়ানা হবার পালা ছিল। সবাই অপেক্ষমান। তখন হুযূর আসলেন এবং কারও সাথে কোন কথা বল্লেন না , সোজা আমার ঘরে গেলেন। আমার ছেলেটিকে দেখলেন, দম করলেন এবং আমাকে বললেন, 'তুমি এখানে থাকো, আমি কাল ফিরে আসবো। বাচ্চাটির অবস্থা শোচনীয়।' সুতরাং আমি থেকে গেলাম। হুযূর (আঃ)-এর সমস্ত সফরগুলোর মধ্যে ঐ একটিই দিন ছিল যে, আমি তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে যেতে পারলাম না। বিকেল চারটায় ছেলেটি মারা গেল এবং সন্ধ্যা নাগাদ তাকে দাফন করা হলো। পরের দিন সকাল প্রায় ১০টার সময় হুযূর আসলেন। ঐ ছেলের পর একটি শিশু মেয়ে ছিল যাকে আমি কোলে তুলে রেখে ছিলাম। মেহমানখানার বারান্দায় গিয়ে আমি 'মুসাফাহা' করলাম (হুযূরের সাথে হাত মিলালাম)। বল্লেন, ' তোমার পুত্রের মৃত্যুতে আমার অত্যন্ত আফসোস হয়েছে। আমি তোমাদের এবং তার জন্য অনেক দোয়া করেছি। আল্লাহ্তাআলা 'উত্তম বদল' দান করুন, সে শুনবেও এবং কথাও বলবে।' আমি নিবেদন করলাম, 'হুযূর! আমার ঘরে প্রথমে দুই মেয়ে হয়, তারপর দুই ছেলে, তারপর এক মেয়ে। এরপরে যদি মেয়ে জন্ম হয় তাহলে 'উত্তম বদল' কীরূপে? তবে যদি ছেলে হয় তাহলে নে'মুল বদল হবে।' হযরত কিবলা মৌলবী সাহেব [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)] এগিয়ে এসে আমার বক্ষে চপেটাঘাত করে বলেন, 'গুস্তাখি (-ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও বেয়াদবি) করছো। ' হুযূর (আঃ) মৃদু হেসে বলেন, 'মিয়াঁ! আমাদের খোদার মাঝে ভবিষ্যতে কন্যা জন্মের ধারা-ই ছিন্ন করে দেয়ার শক্তি রয়েছে।' সুতরাং, এরপর মরহুমা স্ত্রীর সাত সন্তান হয় যারা সবাই ছিল পুত্র, কোন কন্যা জন্ম হয় নি" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত-নং ৭, পৃঃ ৪৪৬, ৪৪৮)।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "চলুন, এখন আমরা সর্বসাধারণের উপকারার্থে দোয়া মঞ্জুর বা কবুল হওয়া বলতে কী বুঝায় তা তলিয়ে দেখি। একথা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া দরকার, দোয়া মঞ্জুর বা কবুল হবার ব্যাপারটি দোয়ার সামগ্রিক বিষয়টির একটা অংগ মাত্র। অতএব, নিয়ম অনুযায়ী দোয়া কী উহাই প্রথম বুঝা দরকার, তা-না হলে দোয়া কবুল হওয়া কী তা-ও আমরা বুঝতে পারবো না। কেবল অস্পষ্টতা ও ভুল-ভ্রান্তিই মাথা চাড়া দিবে এবং আমাদের বুঝবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

দোয়া কী? আল্লাহ্ এবং তাঁর সরল, পুণ্যবান বান্দার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণমূলক ইতিবাচক সম্পর্কের অপর নাম দোয়া। আল্লাহ্র করুণা ও কল্যাণ বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে আকর্ষণ করে। বান্দা যতই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকতার পথে তাতে সাড়া দেয়, আল্লাহ্ ততই তার আরও নিকটে আসেন। দোয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌছায় এবং এমন এক বিশিষ্ট গুণ ধারণ করে, যা আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে।

ধরুন, একজন লোক ভীষণ বিপদে পড়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি, আনুগত্য, সৎসাহস ও ভরসা সহকারে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করলেন– তিনি এক অসাধারণ অনুভূতি ও চৈতন্য লাভ করবেন। তার উদাসীনতা ও মনভোলাভাব কেটে যাবে। অকর্মণ্যতা ও কিংকর্তব্যবিমুঢ়তার পর্দা ভেদ করে তিনি আত্ম-বিলীনতার ময়দানে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবেন এবং পরিণামে নিজেকে আল্লাহ্র নিকটে পাবেন। সেখানে আল্লাহ্র কাছে অন্য কাকেও বা অন্য কোন বস্তুকে দেখা যাবে না –দেখা যাবে কেবল আল্লাহ্কে। তার আত্মা আল্লাহ্র আস্তানায় প্রণত হবে। যে আকর্ষণ শক্তি তাঁকে দেয়া হয়েছিল, তা-ই আল্লাহ্তাআলার মধ্যেও শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তিনি আল্লাহ্র করুণারাশিকে নিজের দিকে আকর্ষিত হতে দেখতে পাবেন। প্রথম ফল হবে এই যে, অভীষ্ট হাসিলের জন্যে যে যে উপায়-উপকরণ প্রয়োজন সেগুলো একত্রিত হতে আরম্ভ করেছে। যদি বৃষ্টির জন্যে দোয়া করা হয়ে থাকে তাহলে দোয়া বৃষ্টির উপায়-উপকরণের সমাবেশ ঘটাবে। দোয়ার কাজ স্বাভাবিক উপায়গুলোর সন্নিবেশ ঘটানো। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্যে যে সব সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন সেই অবস্থাগুলোর সমাবেশ করবেন। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাঁরা আধ্যাত্মিক সফলতা লাভ করেছেন, তারা পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতার মাধম্যে জেনেছেন যে, পূর্ণবিশ্বাসী ব্যক্তির কামেল দোয়াতে সৃজনীশক্তি দান করা হয়। আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমে তাঁর দোয়া জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন বায়ু, অগ্নি, পানি, মাটি, আকাশমালা, মানব-হৃদয় সবাই প্রার্থীত আকাঙ্ক্ষার পথে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্র পবিত্র কিতাবসমূহে এইরূপ ঘটনাবলীর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যে সকল ঘটনাকে আমরা মু'জিযা বলে থাকি সে সকল ঘটনার অধিকাংশই দোয়া মঞ্জুর ও কবুল হবার দৃষ্টান্ত।" (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, তাং ১৭/২৩ নভেম্বর,২০০০ইং)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

লায়লাতুল কদরের তাৎপর্য

পবিত্র রমযান মাসের শেষ দশকে একটি মহামহিমান্বিত রাত লায়লাতুল কদর। এ পবিত্র রাতে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে ঐশী নূর নিয়ে ফিরিশ্‌তারা নাযেল হন।

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২২ডিসেম্বর, ২০০০ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরাতুল কাদ্‌র পাঠ করে খুতবা এরশাদ করেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

এটা পবিত্র রমযানের শেষ দশক চলছে। এরই মধ্যে একরাত "লায়লাতুল কদর"-এসে থাকে। লায়লাতুল কদর এমন এক রাত যা সমস্ত জীবনের রাতগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাত। অনেকে মনে করেন, লায়লাতুল কদরে কোন স্বপ্ন দেখতে হয়। তারা স্বপ্নের অপেক্ষাও করে। অথচ ঐ রাতে স্বপ্ন দেখার কোন আবশ্যকতা নেই। কিন্তু ঐ রাত মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। রূহুল কুদুস অবতরণ করেন। চিরদিনের জন্য জীবনকে পরিবর্তন করে দেন।

আজ লায়লাতুল কদর সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-এর কয়েকটি হাদীস পড়ে শোনাব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে পড়ে শোনাব। প্রথমে সরল সহজ অনুবাদ পড়ছি।

'নিশ্চয় আমরা একে (অর্থাৎ কুরআন শরীফকে) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। তোমরা কি জান যে, কদর এর রাত কী ? কদর এর রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। (হাজার মাস অর্থ সারা জীবন। হাজার মাস উপমাস্বরূপ বলা হয়েছে।) এ রাতে অসংখ্য ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন এবং রূহুল কুদুস, নিজ প্রভুর আদেশে; প্রত্যেক বিষয়ে অসংখ্য) ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে সালাম বা শান্তি। এ ধারা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত প্রবাহ্‌মান থাকে।'

কদর এবং লায়লাতুল কদর সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এরশাদ করেছেন, 'গুনাহে কবীরা'– বা বড় বড় পাপ থেকে নিজকে রক্ষা করা, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআর নামায পরবর্তী জুমুয়া পর্যন্ত, এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হতে পারে।'

রমযান মাসের শেষ জুমুআ অনেক সময় প্রচুর মুসল্লীকে মসজিদে দেখা যায়। অথচ অনেকে সারা বছর মসজিদে আসে নি। তারা মনে করে রমযানের শেষ জুমুআয় হাজির থাকলেই সারা বছরের জন্য যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'কবীরা গুনাহ্ থেকে নিজকে রক্ষা কর, নামায, এক জুমুআ পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত, এক রমযান পরবর্তী রমযান পর্যন্ত যথেষ্ট হতে পারে। অতএব, এ সমস্ত পুণ্যকর্ম সারা বছরই করে যেতে থাকা উচিত।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রমযান মাসের শেষ দশকে আঁ হযরত (সঃ) এত বেশী ইবাদত করতেন যে, অন্য সময় আমরা তেমন দেখতাম না। এ চেষ্টা দু' প্রকারে হোত। প্রথমতঃ লায়লাতুল কদরের রাতের ইবাদত অনেক বেশী গুরুত্ব বা মনোনিবেশ সহকারে পড়তেন, যেমন সামনে আল্লাহ্‌তাআলাকে দেখতেন। অপরটি এভাবে যে, অনেক বেশী সদকা-খয়রাত প্রদান করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'সাধারণত সারা বছরই আঁ হযরত (সঃ) দান খয়রাত করতেন। কিন্তু রমযান মাসে যেমন প্রবল বেগে ঝড় বয়ে যায় তেমন করে দান খয়রাত করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন, "শেষ দশকে প্রবেশের সময় আঁ হযরত (সঃ) কোমর বেঁধে ইবাদতে নামতেন, রাতগুলোকে উজ্জীবিত করতেন। গৃহবাসীদের সকলকে শেষ রাতে জাগিয়ে দিতেন। আমি একবার আঁ হযরতের (সঃ) খেদমতে জানতে চেয়েছিলাম, 'যদি আমি বুঝতে পারি যে, আজ লায়লাতুল কদর, তখন আমি কী দোয়া করব ? আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, বল,

"আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউবুন, তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া, ফাফু'আন্নী"

'হে আল্লাহ্। নিশ্চয় তুমি মূর্তিমান ক্ষমা। তুমি ক্ষমা করাকে পসন্দ কর, অতএব, আমাকে ক্ষমা কর।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে লিখেছেন,

"যদিও মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে সবারই বিশ্বাস এই যে, 'লায়লাতুল কদর' একটি বরকতময় রাতের নাম। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে যে গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেছেন তা এই যে, 'লায়লাতুল কদর' এর অর্থ এমন এক অন্ধকার যুগ, যখন পৃথিবী ধর্মীয়ভাবে অন্ধকারে ডুবে যায়। চারিদিকে কেবল অন্ধকারই অন্ধকার। অতএব, এমন অন্ধকার যুগের প্রকৃতিগত দাবী এই হয়ে থাকে যে, তখন আকাশ থেকে যেন জ্যোতিঃ নাযেল করা হয়। আল্লাহ্‌তাআলা এমন সময় পৃথিবীতে নূরানী (আলোময়) ফিরিশ্‌তাগণকে এবং রূহুল কুদুসকে নাযেল করেন। ... তখন রূহুল কদুস ঐ যুগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ ও মুসলেহ্-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নেন যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ...সত্যের প্রতি আহ্বানের জন্য আদিষ্ট হন। ফিরিশ্‌তা ঐ সময় সমস্ত মানুষকে ধরে নিয়ে আসেন সত্যের পথে যারা এর জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তাদের পুণ্যকর্মের শক্তি প্রদান করেন। এভাবে পৃথিবীতে আস্তে আস্তে শান্তির পথ প্রশস্ত হতে থাকে। ততকাল এমন চলতে থাকে যতকাল না সত্য ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে যা এর জন্য অবধারিত ছিল।"

এ সমস্ত নসীহতের পরে বলতে চাই যে, আজ আমরা লায়লাতুল কদরের সম্ভাবনাময় শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করছি। এমন সময় আমি আপনাদের দৃষ্টি কুরআন শরীফের একটি শুভ সংবাদের দিকে আকর্ষণ করছি যা আমি নিজের জন্যে সর্বদা অবশ্য-কর্তব্য করে রেখেছি। আমি সদা-সর্বদা, কেবল আমার নিজের জন্য নয়, বরং আমার পরবর্তী বংশধরদের জন্য, তার পরবর্তীদের জন্য দোয়া করে আসছি। আমি মনে করি আপনারাও এ দোয়া করুন। আমার জন্যও এ দোয়াই করুন। যাকে বলে শুভ পরিণতির, (আনজাম বাখায়র)-এর দোয়া। মানুষের কোন নিশ্চয়তা নেই, কে কখন চলে যাবে, কারো স্ত্রী প্রথমে মারা যায়, কারো স্বামী প্রথমে মারা যায়। মৃত্যুতো অবধারিত। কোন কোন শিশু সন্তান বাল্যকালেই মারা যায়। আজ যখন আমরা 'লায়লাতুল কদর'-এর অপেক্ষায় আছি, এমন সময় আমি আপনাদিগকে একটি তোহফা (উপহার) পেশ করছি তা হচ্ছে কুরআনের এ আয়াতের শুভ সংবাদ –

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝
وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

অনুবাদ ঃ হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা ! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে" (সূরা ফজর - ২৮-৩১)।

এ আয়াতে অতি সূক্ষ্ম একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। রূহ্‌কে না স্ত্রী লিঙ্গ বলা হয়েছে, না পুংলিঙ্গ বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষ অযথা জান্নাত সম্পর্কে এ ধরনের কল্পনা করে রেখেছে যে সেখানে নারী হবে পুরুষ হবে–। অথচ এ আয়াতে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে– ইয়া আইয়্যাতুহান লাফ্‌সিল মুতমাইন্না! হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা! ইরজেয়ী ইলা রব্বিকি রাযিয়াতাম মারযিয়াহ্– তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও, এমন অবস্থায় যখন তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব, তুমি আমার –ফাদখুলী ফী ইবাদী– বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর।' এখানে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াদ্‌খুলী জান্নাতী। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

আমার আবেদন এই যে, নিজেদের জন্য, নিজ সন্তানদের জন্য, পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের জন্য, যারা পরবর্তীতে আসছেন তাদের জন্য এ দোয়া করবেন। আমার জন্যও এ দোয়া করবেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে নিজ বান্দাদের মধ্যে এবং নিজ জান্নাতের প্রবিষ্ট করুন।' (এম, টি, এ, থেকে ধারণকৃত)

অনুবাদ–মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নতুন সহস্রাব্দ বরণ উপলক্ষ্যে

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম পালন

নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বিশ্বব্যাপী তাঁর জামাতের সদস্যদেরকে ১০০% নামাযী হয়ে খৃষ্টীয় একবিংশ শতাব্দী ও ৩য় সহস্রাব্দে অর্থাৎ ২০০১ খৃষ্টাব্দে প্রবেশের নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি সতর্ক করে দেন যে, কোন আহমদী মুসলমান যেন বেনামাযী অবস্থায় নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ না করে। উপরোক্ত নির্দেশের আলোকে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল শাখায় আহমদীয়া মসজিদগুলিতে আহমদীর ২০০১ সনের ১লা জানুয়ারী ভোর রাত চারটায় বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দ বরণ করে এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
প্রচার সম্পাদক
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে ১ম ওয়াকফে নও সম্মেলন,২০০০ইং

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামে ১ম ওয়াকফে নও সম্মেলন, ২০০০ইং সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ১৮ নভেম্বর রোজ শনিবার সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত উক্ত সম্মেলনে সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম সাদেক দূর্গারামপুরী ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেক্রেটারী মোহতরম মোহাম্মদ ইদ্রিস মহোদয়ের আগমনে সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রামে অবস্থানরত মোহতরম মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্ ও মোয়াল্লেম শাহ আলম খান অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান করেছেন। সম্মেলনে উপস্থিত ২০ জন প্রতিযোগীর মাঝে তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয় বয়সভিত্তিক এবং অভিভাবকদের মাঝেও ১টি লিখিত পরীক্ষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কৃতকার্যদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

শাহ্ আলম খান, মোয়াল্লেম

সন্তান লাভ

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বেরকে (মোয়াল্লেম) ১৪.১২.২০০০ইং তারিখ বেলা ১০টায় বলিভদ্র শমশের প্লাজার আলিফ ক্লিনিকে স্বাভাবিক ডেলিভারীতে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতক ও তার মাতা ফিরদৌসী মোবাশ্বের রত্নার সুস্থতার জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য, সন্তানটি হুযূর (আইঃ) ওয়াকফে নও হিসেবে গ্রহণ করেছেন (সূত্র নং ১০৩৭৬ তাং ২২.৮.২০০০)। আর তার নাম রেখেছেন 'হাশের আহমদ'।

আরও উল্লেখ্য, নব জাতক ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত আব্দুল জলিল ও ফাতেমা জলিলের বড় মেয়ের ঘরের নাতি। আল্লাহ্‌তাআলা যেন নবজাতককে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করেন এবং সঠিকভাবে দীন-ইসলামের সেবা করার সৌভাগ্য দান করেন. আমীন।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক
ও সাদেকা রহমান

যিকরে হাবীব

হুযূর আকদস (আঃ)-এর দোয়ার আশ্চর্য ফল

(পূর্ব-প্রকাশিত অংশের পর)

মিয়াঁ শরীফ আহমদ নামে আমার এক ফুফাতো ভাই ছিলেন। তার কোন সন্তানাদি হতো না এবং আর্থিক দিক দিয়ে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতো। ১৯০২ইং সালে হুযূর বাটালা গেলে ঐ ভাইয়ের অনুরোধে আমি হুযূরের খেদমতে তার জন্যে দোয়ার দরখাস্ত করি যেন তার সন্তান লাভ হয় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে। হুযূর তাঁকে তেজারতি (ব্যবসায়) করার জন্যে বলেছিলেন। পরে আমার ভাই তেজারতি শুরু করেন ও পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মালিক হন। তিনি কয়েকটি সন্তানেরও জনক হন। অতঃপর লোকটির মস্তিষ্ক বিগড়ে যায় এবং তিনি আহমদীয়তের বিরোধিতা করা শুরু করেন। এমনকি এদিক দিয়ে তিনি চরমে পৌছান। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে পূর্বের ন্যায় আর্থিক অনটনে ফেলে দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় মসীহ্ (আঃ)-এর বিরোধিতার ফলে সম্পদ কেড়ে নিতেও সক্ষম।

বাটালা নিবাসী জনাব মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী ছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্যতম বিরোধিতাকারী এবং সর্বপ্রথম কুফরী ফতোয়াদাতা। মৌলভী বাটালবী বলতেন, আমিই মির্যা সাহেবকে উঠিয়েছি, আমিই পুনরায় তাকে ভূপাতিত করবো। তাঁর এই কথার অর্থ এই ছিল যে, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়া সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা সম্বলিত পর্যালোচনা লিখেছিলেন তার ইশা-আতুস্‌সুন্নাহ্ নামক পত্রিকায়। হুযূর (আঃ)-এর খ্যাতি যখন চারদিকে প্রসারিত হ'তে শুরু হয়েছে, তখন তাঁর ধারণা জন্মে যে, আমার পর্যালোচনা লেখার কারণেই এরূপ হচ্ছে। আল্লাহ্তাআলা তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে ইলহাম দ্বারা জানালেন, "যে ব্যক্তি তোমার সাহায্য করবে আমি তাঁকে, সাহায্য করবো। যে ব্যক্তি তোমাকে অসম্মান করবে আমি তাকে অসম্মান করবো"।

মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেব আমাদের শহরের শীর্ষ স্থানীয় আলেম ছিলেন। শহরে তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল।

কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত ইলহাম প্রাপ্তির পর আমরা তাঁর পতনের ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর মধ্যে একটি ঘটনার কথা আহমদীয়া সাহিত্যে বহুবার বর্ণিত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ও খৃষ্টানদের পক্ষে সাক্ষ্য দানের জন্যে তিনি আদালত কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পান, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) চেয়ারে উপবিষ্ট। এই দৃশ্য দেখে তার সীমাহীন ক্রোধের উদ্রেক হয়। প্রবল উত্তেজনায় তিনি নিজের জন্যেও চেয়ার দাবী করেন। আদালতে তাকে চেয়ার দেয়াতো হলোই না বরং তাকে আদালত কক্ষ থেকে বের করে দেয়া হলো। আদালত কক্ষে উপস্থিত না থাকাতে আমি সেখানকার ঘটনা বলতে পারবো না, তবে তিনি বাইরে এসে জনৈক উকিলের চেয়ারে বসা মাত্র একজন সরকারী কর্মচারী তাকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন যে, আপনার কোন অধিকার নেই এই চেয়ারে বসার। তারপর তিনি এক ব্যক্তির চাদরে বসার পর চাদরের মালিক তার চাদর টেনে নিলেন এবং এভাবে তিনি চক্র বৃদ্ধিহারে বেইজ্জত হতে থাকলেন। আর আদালত প্রাঙ্গণে তাকে নিয়ে চললো বিভিন্ন তামাসা ও হাসি-বিদ্রূপ। কেউ বলতে থাকেন, তিনি খৃষ্টানদের পক্ষের গাওয়াহি বা সাক্ষী! আবার অপর একজন বলছেন, আরে সাহেব, 'গাওয়াহ গুহ্ হ্যায়' (গুহ্ বলা হয় বাংলাদেশের গুই সাপকে)।

কেবল বাইরেই নয়, বরং ঘরেও মৌলভী সাহেবের কোন শান্তি ছিল না। তার ছেলেরা মোটেও তাকে সহ্য করতে পারতো না, যাচ্ছে-তাই বলতো এমনকি গালি পর্যন্ত দিতো।

জনাব মৌলভী বাটালবী সাহেব আর্থিকভাবে ভীষণ জর্জরিত হয়ে পড়লেন। চার দিকে ধার-কর্জ শুরু করলেন। আমার পিতাও তার কাছে ৫০০/= (পাঁচশ' টাকা) পাওনা ছিলেন। আমার পিতার ইন্তেকালের পর আমি পাওনা টাকার জন্যে তাগাদা শুরু করি এবং তিনিও টালবাহানা শুরু করে দেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তোমার পিতার নিকট আমিও "ইশায়াতুস্‌সুন্নাহ্" বাবদ দু'শ টাকা পাব। এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের পর ১০০/- (একশ') টাকা ধার্য করা হ'ল। অবশিষ্ট রইলো ৪০০/- টাকা। এ টাকা দিয়ে নতুন রাস্তা বের করলেন। তিনি বললেন, তোমাকে শুধু তোমার অংশের টাকা দিব। তোমার ভাইদের অংশের টাকা তুমি পাবে না। অতঃপর আমার অংশের টাকা কোন প্রকারে আদায় করি। আমার ভাইদের কাছে টাকা মাফের জন্য ক্ষমা চান এবং তাঁরা সবাই মাফ করে দেন। মোটকথা, হুযূরের (আঃ) উপর ইলহাম নাযিল হওয়ার পর মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর অবস্থা সবদিক দিয়ে ক্রমাবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি তিনি এমন সব কাজ করতেন বা এমন সব কথাবার্তা বলতেন, যা ছিল তার ব্যক্তিত্বের পক্ষে অশোভনীয় ও সামঞ্জস্যহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করতে ইচ্ছুক।

তখনকার দিনে প্রতি সের গোশ্‌ত বিক্রি হতো আড়াই আনা বা দশ পয়সা দরে। জনাব বাটালভী সাহেব প্রত্যহ আমার বাবার মারফত তিন পোয়া মাংস ক্রয় করাতেন। এর বিপরীতে তিনি ছয় পয়সা পাঠাতেন এবং বলে দিতেন যে, দেড় পয়সা বাকী থাকলো হিসেব রাখবেন। আমার পিতা বলতেন, তিন অর্ধ পয়সার হিসেব রাখা সম্ভব নয়। আপনি সাত পয়সা পাঠাবেন। শুধু এক অর্দ্ধ পয়সার হিসেব বাকী থাকবে। কিন্তু তিনি তা অনুসরণ করতেন না এবং আমার পিতাও তাকে বুযূর্গ মনে করে আর কিছু বলতেন না। ঘটনাচক্রে একদিন মাংসের মধ্যে হাড্ডির পরিমাণ বেশী ছিল এবং মৌলভী সাহেব ঘরে রান্না গোশ্‌তে হাড্ডির পরিমাণ বেশী দেখে ঐ গোশ্‌তের পাত্র আমার পিতার নিকট এই বলে ফেরত পাঠান, আপনি আজ কেবল হাড্ডি খরিদ করেই পাঠিয়েছেন। আমার পিতা হাড্ডির এই পাত্র দেখে খুব দুঃখিত ও মর্মাহত হন এবং চার আনা পয়সা এই বলে মৌলভী সাহেবের বরাবরে পাঠিয়ে দেন যে, আপনি আর কখনো গোশ্‌ত ক্রয়ের জন্যে আমার নিকট পয়সা পাঠাবেন না। মোটকথা, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর অবস্থা যে পর্যায়ে পৌছেছিল তা ছিল বর্ণনাতীত।

[আল্ হাকাম, কাদিয়ান, ৩৯ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা]।

সংকলন ও অনুবাদ - মরহুম আহসান উল্লাহ্ সিকদার

দীন ইসলামের জয়

আহমদী মুসলিম মোদের
বিশ্বজোড়া খ্যাতি,
জ্বালিয়ে চলি দিকে দিকে
দীন ইসলামের বাতি ॥
সবাই যখন ঘুমের ঘোরে
অজ্ঞান অসার।
আল্লাহ্ দিলেন মোদের স্কন্ধে
দীনের বোঝার ভার ॥
বুকে দিলেন শক্তি-সাহস
ঈমান মোদের বল।
খলীফা বিশ্বে সিপাহসালার
মোরা সৈন্যদল ॥
মোদের চোখে নাই কোন ভেদ
হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদী-খ্রীষ্টান।
আল্লাহ্র বান্দা সবাই ভূমে
এক আদমের সন্তান ॥
শত্রু নাহি কেউ ভুবনে
সকলেরে জানি ভাই।
মহব্বতের গভীর বাঁধনে
করবো এক ঠাঁই ॥
নাইবা থাকুক কামান-বন্দুক
করিনাকো ভয়।
প্রীতি-প্রেমের অস্ত্র বলে
বিশ্ব করবো জয় ॥
দীন ইসলামের মহান শিক্ষায়
গড়বো ধরাধাম।
ধন-সম্পদ জীবন পণে
ঘুঁচাবো বদনাম ॥
রবে না যেথায় দ্বন্দ্ব-কলহ
স্বার্থের হানাহানি
শান্তি সুখের ছায়াতলে
আনবো মোরা টানি ॥
অলসতা নাইকো মোদের
বিশ্রাম নাহি আজ।
বাধা-বিপদ পায়ে ঠেলি
করবো দীনের কাজ ॥
পিছনে থেকে কে কি বলে
তাকাবার সময় নাই।
ঝড়-তুফানের ভয় করি না
দ্রুতগতিতে ধাই ॥
আজো যারা ঘুমের নেশায়
অজ্ঞান অসার।
বলছি ডেকে জাগো, ওঠো
ঘুমিও না আর ॥
এক কাতারে এসো সবাই
বেহেশ্‌ত গড়ি ভূমে
পোহায়েছে রাতি তোমার
থেকো না আর ঘুমে ॥
বিফল হবে সকল শক্তি
কল্পনা ও কৌশল।
এখনও সময় আছে ওরে
দীনের পথে চল ॥
আল্লাহ্র দেওয়া পথে চলো
রজ্জু ধর কষি।
দেখবে তোমার পায়ের তলায়
পড়বে লুটে রাজা-বাদশা আমি
বলছে ডেকে আকাশ বাতাস
সেদিন দূরে নয়।
বিশ্ববাসী গাইবে যেদিন
দীন ইসলামের জয় ॥

– সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মরহুম ডাক্তার আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী স্মরণে

ভুলব না তোমায়, ভুলি নাই,
এ যুগের হে মহান হাতেমতাই !
অশ্রু লোচনে তোমায় সালাম জানাই ॥
দান করেছ, হাজারে, শত শত,
গোপন, জানা অজানা, লিখব কত।
দীন-দুঃখী আসত দৌড়ে,
আশ্রয় তরে,
খোঁজ নিতে যেতেন দৌড়ে
তাদের ঘরে,
ভুলব না তোমায়, ভুলি নাই
এ যুগের হে মহান হাতেমতাই !
দুঃখী অভাবীদেরকে কে খুঁজিবে ?
আজ প্রকাশ্যে ও গোপনে
এরূপ মহান আত্মা আছে কতজন
এ বিশ্বভুবনে ?
চারদিক হ'তে আসে জবাব,
শুধু নাই নাই নাই।
ভুলব না তোমায়, ভুলি নাই
এযুগের মহান হাতেমতাই !
খোদা-প্রেমিক, আত্মত্যাগী,
সদালাপি ধীর,
ছিলেন ইসলামের এক
পাহলোয়ান বীর।
দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, সুদূর
নীলিমায় তাকে খুঁজে বেড়াই।
ভুলব না তোমায়, ভুলি নাই,
এ যুগের হে মহান হাতেমতাই!
একবার মহারাজপুরে যান,
ইসলাম প্রচার তরে,
মোল্লাগণ তাঁকে ঘিরে
রাখে এক স্কুল ঘরে।
ফিরে আসেন কতিপয়
খোদ্দামের ছত্রছায়ায়,
তারা সেখানে পৌঁছে যায়,
তার সমূহ বিপদাশংকায়,
ফিরিশ্‌তা আসছে নেমে
তিনি ছিলেন ভীতিহীন তাই,
ভুলবনা তোমায়, ভুলি নাই
এ যুগের হে মহান হাতেমতাই !
ধর্মান্ধের দল ছুঁড়ছিল ঢেলা,
তুলছিল কংকর ও বালুর ঝড়,
খোদ্দাম বরণ-করে নেয়,
এসব, তাদের দেহ 'পর।
এক বিচক্ষণ লোক দাঁড়িয়ে,
বলল, মারছ কাকে ?
নাটোর যাওয়া বন্ধ হবে,
তোমাদের এবার থেকে,
তায়েফ ও উহুদের
প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পাই।
ভুলব না তোমায়, ভুলি নাই,
এ যুগের হে মহান হাতেমতাই !

(সংক্ষিপ্ত)

ডাঃ মীর্জা আলী আকন্দ

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا
لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

১৮.৮.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে

খুন

ঢাকায় দিনে একটি, পুলিশ উদ্বিগ্ন শিরোনামে একটি প্রতিবেদনের [লেখক ঃ কামরুল হাসান] শেষ ৩টি প্যারা ছিলো ঃ

অপরাধ বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলা হয়েছে গোয়েন্দা পুলিশের ডিসি আব্দুল হান্নানের সাথে। তিনি বললেন, ঢাকায় সব অপরাধই করছে শিক্ষিত মানুষ। এরা কৌশলী আর সংঘবদ্ধ। তাছাড়া দাঙ্গাসহ খুন হলে সেটি পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় খুনের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের পন্থা পুলিশের হাতে নেই। তিনি বললেন, অপরাধের সাথে পুলিশের কিছু অসাধু লোকও জড়িত রয়েছে। তবে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপক বললেন, সামাজিক অস্থিরতা, বেকারত্ব, অস্ত্রের সহজলভ্য অপরাধ বৃদ্ধির মূল কারণ। তিনি বললেন, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পাশাপাশি বেড়ে গেছে নারী নির্যাতন এটা সামাজিক অবক্ষয়েরই লক্ষণ।

রাজধানীর হাল অপরাধ পরিস্থিতি, পুলিশের পরিসংখ্যান ও সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর মুখোমুখি অবস্থানে এটি স্পষ্ট যে প্রতিদিনই খুনোখুনি হবে, নারী নির্যাতন হবে এটা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। সেই হিসাবে আজ রাতেও যে কেউ না কেউ খুন হচ্ছেন সে আশঙ্কা অমূলক নয়।

এখানে দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রতিবেদনের অভিমতকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়ার পরও বলতে হচ্ছে, এ পরিবেশকে মেনে নিয়ে শংকিত থাকলেই আমরা উদ্ধার পাবো না। উদ্ধারের পথ আমাদের খুঁজতে হবে, জানতে হবে ও তা কাজে লাগাতে হবে। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে সে কথাই বলা হবে।

শুধু কি পুলিশই দায়ী

প্রথমে নৈতিকতা সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন

একই পরিবেশে বাস করলেই মানুষের বেলায় নৈতিকতা ও আদর্শের আবশ্যকতা কখনও বাদ দেয়া যায় না। অথচ অন্যান্য প্রাণীর বেলায় জীবন ধারণে ওসবের কোন প্রয়োজন খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। তার বুদ্ধি ক্রমবিকাশশীল। মানুষ জ্ঞান আহরণকারী প্রাণীও বটে। তার চিন্তা-ভাবনাও ক্রমবিকাশশীল। এতে তার জ্ঞানও সম্প্রসারিত

উটেচড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(৬২তম কিস্তি)

হয়। মানুষের অনুকরণ-অনুসরণের ক্ষেত্রও অতি ব্যাপক। মানুষ স্বেচ্ছায় তার এসব শক্তি বা সামর্থ্যকে সুপথে বা কুপথে পরিচালিত করতে পারে। সুপথ বা কুপথ বেছে নেয়ার সাথে নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া ও আদর্শ বেছে নেয়া এবং নিষ্ঠার সাথে এসব পালন করা নির্ভর করে। এসব নিয়ে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, নৈতিক চ্যুতির জন্য প্রধানতঃ শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। বিভিন্ন পরীক্ষায় যেভাবে নকলের আশ্রয় নেয়া হয় তাতে নৈতিক পতনের জঘন্যতম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একাজে শিক্ষা বিভাগের অনেক কর্মকর্তা, পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধবেরা মিলে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাতে নৈতিকতাবোধ ও আদর্শের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতঃপূর্বে এই অধ্যায়েই শিক্ষাঙ্গণের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইদানিং শিক্ষা বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে এমন কিছু তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি অমঙ্গলের প্রধান উৎসে পরিণত করা হয় তবে পুলিশসহ সব বিভাগেই এর কুপ্রভাব পড়বেই পড়বে। এর বিপরীতে অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সৎলোক সৃষ্টি করে তবে তা-ও অন্যান্য সব বিভাগের লোকদের উপরে সৎপ্রভাব বিস্তারের প্রধান উৎসরূপে কাজ করবে।

এখন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কিছু তথ্যাদির আলোচনায় যাওয়া যাক। 'উচ্চ মাধ্যমিকে ফল বিপর্যয়' শিরোনামে ২৯.৮.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদকীয়-এর প্রথম প্যারার কয়েকটি লাইন হলো ঃ

উচ্চ মাধ্যমিকে ফল বিপর্যয়

পাসের হারের চেয়ে ফেলের হার বেশি। এ কথাটি শুনতে খারাপ লাগলেও আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। পরীক্ষার নামে নকলের মহোৎসব, নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের লড়াই, নকল সাপ্লাইয়ে কোন কোন অভিভাবক, এমনকি একশ্রেণীর শিক্ষকের সহযোগিতাও এদেশে নতুন নয়। এক কথায় গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় পচন ধরে গেছে। ব্যাপারটি অনেক আগেই ঘটেছে। সারা বছর পড়াশুনার বালাই নেই। কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর ও নোটনির্ভর ছাত্রছাত্রীরা স্টেজে মেরে দেবে এই মনোভাব নিয়ে যখন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তখন তার পরিণতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় এহেন ফলের ঘটনা আমাদের জাতীয় লজ্জা। তবুও আমাদের হুঁশ হয় না।

'হুঁশ' হওয়ার বিশেষ তাৎপর্য হলো, এ অবস্থার অপসারণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা এবং সমাজকে কুশিক্ষার কুলষতা হতে যথাশীঘ্র মুক্ত করা। ২৯.৮.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে শিশু-কিশোর সম্পূরক পাঠ্য তালিকায় **ছোটদের মহানায়ক হিটলার**! শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়-এর প্রথম প্যারাটি হলো ঃ

তালিকা নিয়ে কেলেঙ্কারি
শরিফুজ্জামান পিন্টু

কুখ্যাত জার্মান নাৎসি নেতা হিটলারকে নিয়ে বাংলাদেশে লেখা 'ছোটদের মহানায়ক হিটলার' গ্রন্থটি প্রাথমিক স্তরের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এই ঘটনাকে বিস্ময়কর ও হঠকারী বলে আখ্যা দিয়েছে। কমিটি সদস্যদের অভিমত হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মহানায়ক (!) হিসাবে হিটলারের জীবনী পড়াচ্ছে। এই খবর জানাজানি হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

৩১.৮.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে হিটলার ছোটদের মহানায়ক! শিরোনামে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে এর প্রথম দুটো প্যারা হলো ঃ

হিটলার ছোটদের মহানায়ক !

কোমলমতি শিশুকিশোরদের কী ভয়াবহ শিক্ষাই দেয়ার চেষ্টা হচ্ছিল! সভ্যতা ও মানবজাতির সবচাইতে বড় দুশমন কুখ্যাত জার্মান নাৎসি নেতা হিটলারকে 'ছোটদের মহানায়ক হিটলার' বলে আখ্যায়িত করে ঐ শিরোনাম দিয়ে লেখা একটি জীবনীগ্রন্থ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য তালিকাভুক্ত করা হচ্ছিল।

গত মঙ্গলবার জনকণ্ঠ প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেখানে আছে ঃ গ্রন্থটি প্রাথমিক স্তরের শিশুকিশোরদের জন্য সম্পূরক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এই ঘটনাকে বিস্ময়কর ও হঠকারী বলে আখ্যা দিয়েছে। এ খবর জানাজানি হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে বলে কমিটি সদস্যরা অভিমত দিয়েছেন। হিটলার বিষয়ক গ্রন্থটি ছাড়াও জনকণ্ঠ

প্রতিবেদনটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সম্পূরক পঠন হিসাবে প্রাথমিকভাবে ৮শ' ৯০টি গ্রন্থ নির্বাচনে যে রকম ভয়াবহ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

৩০.৮.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের হেডলাইন ও প্রথম প্যারাটি হলো ঃ

২শ' ২০টি ত্রুটিপূর্ণ বই বাতিল ॥ টেক্স্ট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিশু-কিশোরদের সম্পূরক পাঠ তালিকা নিয়ে কেলেঙ্কারি হওয়ায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্স্টবুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া ৮শ' ৯০টি সম্পূরক বইয়ের তালিকায় যে ২শ' ২০টি ত্রুটিপূর্ণ বই স্থান পেয়েছে সেগুলো বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এখন চট্টগ্রাম বোর্ডের মেধা কেলেঙ্কারি সংলগ্ন কিছু খবরের অংশবিশেষ ও কিছু শিরোনাম দেয়া হলো। ৩১.৮.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরের হেডলাইন ও প্রথম প্যারাটি হলো ঃ

চট্টগ্রাম বোর্ডের মেধা কেলেঙ্কারি চক্রের সন্ধান লাভ ॥ শিক্ষকের বাড়ি থেকে গোপন কাগজপত্র উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় চাঞ্চল্যকর মেধা কেলেঙ্কারি চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ এ চক্রের মূল হোতা এবং চিটাগাং পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক সাইদুল হাসান খানের বাসায় অভিযান চালিয়ে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত বোর্ডের বেশ কিছু গোপন কাগজপত্র উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার মূল উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, ব্যবহারিক খাতা ও কম্পিউটারের ওএমআর। তবে রহস্যজনক কারণে সাইদুলকে পুলিশ হাতের কাছে পেয়েও গ্রেফতার কিংবা আটক করেনি। অভিযোগ উঠেছে, উত্তর চট্টগ্রামের সরকার দলীয় প্রভাবশালী এক সংসদ সদস্যের টেলিফোন পেয়েই পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়।

১.৯.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে মেধা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত খবরের হেডলাইন হলো ঃ

চট্টগ্রামে এইচএসসির মেধা কেলেঙ্কারি ॥ শিক্ষা বোর্ডে তোলপাড়

৩.৯.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে চট্টগ্রাম বোর্ড সংক্রান্ত খবরের শিরোনাম ছিলো ঃ

কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

চট্টগ্রাম বোর্ড '৯৮ সালে এইচএসসি বাণিজ্যে ১ম ও ১৮তম স্থান দখলকারীর ফল বাতিল

৪.৯.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে মেধা সংক্রান্ত খবরের হেডলাইন হলো ঃ

চট্টগ্রাম বোর্ডে মেধা কেলেঙ্কারি ॥

জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু

পরবর্তী খবরটি খুবই মারাত্মক। ৫.৯.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে ৪ কলাম ব্যাপী হেডলাইনে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে শিরোনামসহ প্রথম প্যারাটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

বই নির্বাচনের নামে ১৫ বছরে শত কোটি টাকা আত্মসাত

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে চলছে হরিলুট

শরিফুজ্জামান পিন্টু

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বই নির্বাচনে হরিলুট চলছে। আশির দশক থেকে মাধ্যমিক স্কুলসমূহের বই ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে শতকোটি টাকার অধিক আত্মসাত হয়েছে। তখন থেকে একটি সংগঠিত গোষ্ঠী ভুয়া বই, নিম্নমানের বই, অশ্লীল বই, নকল বই ও পাইরেট বই সরবরাহের মাধ্যমে এই বিপুল সরকারী অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।

শত কোটি টাকার চেয়েও শতগুণ বেশী ক্ষতি হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের বিপথগামিতা! এক্ষতি শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র জাতিকে এর অপূরণীয় খেসারত দিতে হচ্ছে। ৭.৯.২০০০ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম সম্পাদকীয়টি ছিলো 'বই নির্বাচনে দুর্নীতি' যা হতে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো। প্রথম প্যারার প্রথম ৫ লাইন হলো ঃ

দুর্নীতি আমাদের সমাজের একটি দীর্ঘদিনের ব্যাধি। যেহেতু ব্যাধিটি আবার সংক্রামক, সে জন্য তা ছড়িয়েছে সমাজের নানা পর্যায়ে, নানা স্তরে। এমন কোন ক্ষেত্র বর্তমানে আছে কি-না সন্দেহ, যেখানে এই ব্যাধিটি ছড়ায় নি। দ্বিতীয় প্যারার অংশ বিশেষে বলা হয়েছে ঃ

রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি মাধ্যমিক স্তরে বই ও পাঠসহায়ক সামগ্রী সরবরাহের নথিপত্র ও বইয়ের তালিকা পরীক্ষা করেছে। তাতে তদন্ত কমিটি উদ্ধার করেছে অবাক করা সব তথ্য। কয়েকদিন আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দু'টি প্রকল্পের বইয়ের তালিকা নিয়ে কেলেঙ্কারির ঘটনাও উদঘাটিত হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে। এবারে তদন্ত কমিটি মাধ্যমিক স্তরে বই সরবরাহে গত ১৫ বছর ধরে দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতাকে পুকুরচুরি বলে উল্লেখ করেছে।

উদ্ধৃতি দুটো হতে স্পষ্ট বুঝা যায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কত নিম্নস্তরে পৌঁছেছে। এখনও এসবের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

কেউ ভাবতে পারেন মূল বিষয় (পুলিশি কারবার) হতে আলোচনা বহু দূরে সরে গেছে। আসলে তা নয়। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, শিক্ষায় দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি হলে সমগ্র দেশকে তা মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। কেননা শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে যে লোকবল সৃষ্টি হয় তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্রই হলো সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহ। পুলিশ বিভাগের লোক আকাশ থেকে তো আর আসবে না।

আরো কথা আছে ঃ

পুলিশের অবক্ষয়ের চিত্র বিভিন্ন দিক থেকে যুক্তি-প্রমাণ সহ তুলে ধরা হয়েছে। এতে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, অবক্ষয়ের প্রবল আগ্রাসন হতে পুলিশ ও সমাজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এরূপ ভাবা সঠিক নয়, কল্যাণকরও নয়। তাতে সংলোকের নিষ্ক্রিয়তা বেড়ে যাওয়ার আশংকা আছে। অবশ্য দুর্বল চিত্তের লোকদের বেলাতেই একথা খাঁটে। সাহসীদের বেলায় তা মোটেও নয়।

ভাল ও মন্দ দুটোরই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত দুটো দিক আছে। পুলিশের বেলাতেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। ১৯.৪.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম সম্পাদকীয় ছিলো 'কনষ্টেবল মোতালেব হত্যা প্রসঙ্গে'। এর প্রথম প্যারাটি হলো ঃ

চমকে যাওয়ার মত আরও একটি ঘটনা ঘটেছে রাজধানী ঢাকায় গত রবিবার সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে। সন্ত্রাসীর গুলিতে পুলিশ নিহত। ঐ দিন ডাকাতি মামলায় সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার পথে সন্ত্রাসীরা টেম্পোতে বসা কনস্টেবল মোতালেবের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

দ্বিতীয় প্যারার শেষ দুটো লাইন হলো ঃ

'এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় সার্জেন্ট আহাদের নির্মম হত্যা কান্ডের কথা। সার্জেন্ট আহাদ এই রাজধানীতে কিছুদিন আগে নিহত হয়েছেন কতিপয় সন্ত্রাসীর হাতে।'

এরা দুজনেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ দিলেন। অনুসন্ধান করলে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন স্তরে কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান কর্মীর আরো উদাহরণ পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এখানে ব্যতিক্রম ধর্মী দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে। ২৪.৫.২০০০ তারিখের প্রথম আলোর নারী মঞ্চে ঃ

'এসিডদগ্ধ, বিয়ে, অতঃপর রুমানার জীবন' শিরোনামে ফরিদ হোসেন বাবুল, ভোলা প্রতিনিধির একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোদ্দা কথায় বলা হয়েছে ঃ

মঠবাড়িয়ার মেয়ে রুমানা এসিডদগ্ধ হলেন তাদেরই ভাড়াটিয়া ছেলে জাহিদের কারণে। কারণ বড়ই তুচ্ছ ! মামলা হলো। বছর আটেক আগের কথা। সাব ইন্সপেক্টর হারুন-অর-রশীদ মামলার কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে জানলেন রুমানার কথা। এক পর্যায়ে বিয়ে করলেন রুমানাকে। তাদের সংসারে এল ফুটফুটে দুটো ছেলেমেয়ে। হারুন-অর-রশীদের এটি দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম স্ত্রী মমতাজের সঙ্গেও কথা হলো আমাদের। হারুন-অর-রশীদ এখন ভোলার বোরহানউদ্দিন থানার ওসি। আমাদের ভোলা প্রতিনিধি সরাসরি কথা বলেছেন হারুন-অর-রশীদ এবং রুমানার সঙ্গে। তার একটাই কথা 'এসিডদগ্ধের পর ভেবেছিলাম জীবন এখানেই শেষ। কিন্তু স্বামী, সন্তান, সংসার আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

হারুন অর রশিদের প্রথম স্ত্রী মমতাজ ইয়াসমিন এক পর্যায়ে প্রতিবেদককে জানালেন, যা হয়েছে সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। রুমানা আমার ছোট বোনের মতই। ওর দুই সন্তান আমার ঘর ভরে দিয়েছে। এ-ও আল্লাহ্‌র অসীম রহমত।'

রুমানার সংসার এখন এই সাবহেডে রুমানা (প্রতিবেদককে) বললেন, আমি সুখী। আমার জীবনের দুর্ঘটনার পর আমি ভেবেছিলাম, জীবন এখানেই শেষ। কিন্তু আমার বিয়ে, আমার সংসার আমাকে সুখী করেছে।' . . . তিনি আরো বলেন, 'আমি মনে করি আমার স্বামী একজন পুলিশ কর্মকর্তাই শুধু নন, তিনি ব্যতিক্রমী একজন মানুষ।'

ব্যক্তি জীবন ছেড়ে পুলিশের সমষ্টি জীবনের কিছু কথা বলা যাক। মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের পুলিশ বাহিনীর শত শত সদস্য অকাতরে জীবন দিয়েছেন, দেশকে স্বাধীন করেছেন। সরকারের আর কোন বিভাগে এত লোক বোধ হয় স্বাধীনতার জন্য জীবন দেন নি। ঢাকাস্থ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নির্মিত স্মৃতি সৌধ অনবরত সে ঘোষণাই দিয়ে যাচ্ছে যে, তাদের আত্মত্যাগ পুলিশের গৌরব, দেশের গৌরব ! যারা এ গৌরবকে নিজেদের হীন আচরণ দ্বারা ম্লান করেন তারা পুলিশের কলঙ্ক, মানবতার কলঙ্ক।

যে বিষয়টি তীব্র বেদনা নিয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে আঘাত হানে তা হলো পুলিশ বাহিনীর একটা বড় অংশ অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় স্থান নিয়েছে। এতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের তাৎপর্যই হারিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের আহ্বান হলো নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে আর কালিমা লিপ্ত না করে যথাশীঘ্র মাথা উচু করে দাঁড়ান।

আরে যে বিষয়টি উল্লেখের দাবি রাখে তাহলো এদেশের আর্মি ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়ে আনছেন ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। আর তাদেরই সাথীরা নিজ দেশে ঘৃণা কুড়াচ্ছেন। স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনী এরূপ হীনতায় আটকা পড়ে থাকবেন তা কখনও ভাবা যায় না। দেশবাসী এ প্রত্যয় রাখেন যে, সব দুর্বলতার বাধ ছিন্ন করে নিজেদের ও পুলিশ বাহিনীর জন্য গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রেখে যাবেন।

জাগরণের আভাষ ইঙ্গিত

পুলিশের অবক্ষয় এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, তা বলে শেষ করা যায় না। এ অবস্থাতেও তাদের শুভ জাগরণের কিছু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ২৪.৭.২০০০ তারিখের বিবিসির সন্ধ্যার এক খবরে বলা হয়েছে, ভারতের বিহার রাজ্যের হাজার হাজার পুলিশ ধর্মঘট করেছেন-এ দাবীতে যে, তাদের কর্মে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। উল্লেখিত হস্তেক্ষেপ কোন স্তরে পৌছুলে তা হতে মুক্তির জন্য পুলিশকে সমবেতভাবে হরতালের আশ্রয় নিতে হচ্ছে তা সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। বস্তুত রাজনীতিবিদগণই দেশ পরিচালনা করে থাকেন। তাদের পচন যে নিম্নতম স্তরে পৌছেছে এর অকাট্য দৃষ্টান্ত হলো উপরোক্ত খবরটি। 'কনস্টেবল' অর্থ করা যায়, যে সদা সমাজকে 'স্টেবল' রাখার চেষ্টায় নিজকে রত রাখে।

রিমান্ডে এনে ঃ

পুলিশ বিভাগের লোকদের রিমান্ডে এনে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় যে, তারা অবক্ষয়ের প্রাথমিক সবক কোথায় পেয়েছেন ? মনে হয় জবাব আসবে, বিদ্যালয়ে বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে।

শিক্ষাকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়। কেননা ইহা মানব হৃদয়ের সব অন্ধকার দূর করে দেয়, জ্ঞান চক্ষুকে সতেজ করে ও সচেতন রাখে। কিন্তু কুচক্রিদের হাতে পড়ে এদেশের শিক্ষা কুশিক্ষায় পরিণত হয়েছে। এতে মানবহৃদয়ের অন্ধকার বাড়ছে। এরই প্রতিফলন এসএসসি, এইচএসসি ইত্যাদি পরীক্ষায় সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

যত দোষ নন্দ ঘোষ ঃ

এটি এদেশে বহুল প্রচারিত একটি প্রবাদ। নন্দঘোষ বহু দোষে দোষী হতে পারে। তাই বলে সে সর্বদোষে দোষী এ কথা মেনে নেয়া যুক্তি-সংগত নয়। শিক্ষা বিভাগের বেলাতেও একথা প্রযোজ্য। ১২.৯.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে একটি খবরের শিরোনাম সহ কিয়দংশের উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

দাঙ্গায় খুন ও এ্যাসিড নিক্ষেপের শতভাগ আসামী

মামলা পরিচালনায় ত্রুটিসহ বিভিন্ন কারণে গত বছর দাঙ্গায় খুন, এ্যাসিড নিক্ষেপ ও শিশু নির্যাতনের মতো গুরুতর অপরাধের মামলার শতকরা ১০০ ভাগ আসামী বেকসুর খালাস পেয়েছে। এ সংখ্যা আগের সকল রেকর্ড ম্লান করে দেয়ায় পুলিশ সদর দফতরের টনক নড়েছে। সোমবার পুলিশ সদর দফতরে এ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে এ বৈঠকে অবিলম্বে এ ধরনের মামলা রিভিউ করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে মামলা রুজুর সময় আরও সচেতন হওয়া, সাক্ষীসাবুদ যাতে ঠিকমতো পৌছায় তার ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি মামলা পরিচালনার আরও সচেতন হবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়।

এসব মোকদ্দমার সাথে শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। এগুলোর সাথে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সংযুক্ত আছেন। এরূপ ঘটার কারণ হতে পারে কর্মরত পুলিশের গাফেলতি বা আসামীদের সাথে অবৈধ লেন-দেনের প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে।

এসব নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে দেশবাসীকে (বিশ্ববাসীকেও) লক্ষ্য করে বলতে চাই বিভিন্ন বিভাগে চাকরি রত লোকের তুলনায় চাকরি বহির্ভূত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। সবার দরবারে প্রশ্ন রইল আমরা প্রত্যেকে সৎ কিনা। যদি সৎ হয়ে থাকি, সাহসী কিনা এবং সর্বোপরি সংকল্পে দৃঢ় কিনা। এসব মানবীয় গুণ বা সামর্থ্য নিয়ে সুসংগঠিত হলে ব্যক্তি এবং সমাজকে দুষণমুক্ত করা যাবেই (চলবে)।

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আমাদের চাঁদা

(চতুর্থ কিস্তি)

লাযেমী (অবশ্য দেয়) চাঁদা

১। **হিস্যায়ে আমদ** ঃ যারা নিযামে ওসীয়্যত অনুযায়ী ওসীয়্যত করেছেন তাঁদেরকে মুসী বলা হয়। মুসী সাহেবান তাদের জীবদ্দশায় কমপক্ষে তাঁদের আয়ের দশ এর এক অংশ এবং সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশ এই খাতে চাঁদা দান করবেন। এই চাঁদার নাম **হিস্যায়ে আমদ**। মুসীগণের মৃত্যুর পরে তাঁদের পরিত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিরও সেই পরিমাণ অংশ বা মূল্য **হিস্যায়ে জায়দাদ** হিসাবে স্থানীয় জামাতের মাধ্যমে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়াকে দান করতে হবে।

যে সকল মুসী সাহেব চাকুরীজীবী তাঁরা তাঁদের মাসিক আয়ের ওসীয়্যতের চাঁদা দিবেন ওসীয়্যতের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী; কিন্তু যদি তাদের জমির আয় বা গৃহ ভাড়ার আয় ইত্যাদিও থাকে তাহলে তারা উহার হিস্যা চাঁদা আম হিসেবে অর্থাৎ ষোল এর এক অংশ আদায় করবেন। **কোন মুসী সাহেব একাধারে ৬ মাস ওসীয়্যতের চাঁদা না দিলে বকেয়াদার সাব্যস্ত হবেন এবং কেন্দ্র থেকে অবকাশ না নিলে তাঁর ওসীয়্যত মনসুখ (রহিত) হতে পারে এবং তিনি বকেয়াদারও বটেন।**

মুসী সাহেবানকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশাতেই সদর আঞ্জুমান কর্তৃক তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তশখীস বা মূল্য নির্ধারণ করান এবং তদনুযায়ী হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করে দেন। ঐ আদায়ের পর জায়েদাদে কোন রদ বদল হ'লে তা তাঁদের মৃত্যুর পরেও সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কারও মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী যথারীতি তাঁর হিসায়ে জায়দাদে আদায় করবেন তার কি গ্রান্টি তাঁর নিকট আছে ? (ওসীয়্যত সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হ'লে আল্ ওসীয়্যত পুস্তক পাঠ করুন।)

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ঐশী-নির্দেশ অনুযায়ী এ পবিত্র জামাতের ঐসব মুসীদের জন্যে একটি কবরস্থানের ভিত্তি রাখেন যা **'বেহেশতি মকবেরা'** নামে পরিচিত।

তিনি বলেছেন ঃ

"আর আমি দোয়া করছি খোদা যেন এতে কল্যাণ দান করেন এবং একেই **বেহেশ্‌তি মকবেরাতে** পরিণত করেন। জামাতের সে সকল পবিত্র-আত্মা ব্যক্তিগণের যেন ইহা নিদ্রাস্থান হয় যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের ওপরে প্রাধান্য দান করেছেন এবং সংসার-প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গিয়েছেন। আর নিজেদের মধ্যে এক পুণ্য পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্য-নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। হে বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক তা-ই যেন হয়" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২০)।

২। **চাঁদা আম (সাধারণ চাঁদা)** ঃ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক উপার্জনশীল আহমদীর পক্ষ থেকে মাসিক আয়ের ষোল এর এক অংশ এই চাঁদা হিসেবে দেয়া কর্তব্য। যাদের আয় বাৎসরিক হিসেবে হয় তারা বাৎসরিক আয়ের ষোল এর এক অংশ চাঁদা দিবেন। **আয় বলতে মূল আয়। খরচের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নয়। অনবরত তিন মাস চাঁদা আদায় না করা অপরাধ এবং জামাতের পরিভাষায় সেই ব্যক্তি বকেয়াদার (অনাদায়কারী)।**

লাজেমী চাঁদার প্রসঙ্গে সঠিক 'আয়' এর নির্ধারিত সংজ্ঞা নির্ণয়কারী নেযামে বায়তুল মাল-এর নিম্নোক্ত নির্দেশনামার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। [হুযূর (আইঃ)-এর ৭-১০-৯২ তারিখের নির্দেশ ও সদর আঞ্জুমানের ২৯-১১-৯২ তারিখের ৯৪-ক-এর অধীন রেকর্ডকৃত]

আয়ের সংজ্ঞা

(১)

(চাঁদার প্রসঙ্গে প্রয়োগযোগ্য)

ক) "যাবতীয় আয়ের মোট অর্থ যা বিভিন্ন উৎস থেকে অর্জিত হয়, তা চাঁদার প্রসঙ্গে প্রয়োগযোগ্য 'আয়' বলে মনে করতে হবে। প্রত্যেক প্রকারের চাঁদা-দাতা সদস্য তাকওয়া ও খোদা-ভীতির চাহিদা পূরণ করে এবং তার বিবেক প্রণোদিত নিষ্ঠার ভিত্তিতে তার আয় থেকে নির্ধারিত হারে চাঁদা দিবেন। প্রদত্ত ঘর ভাড়া এবং এ ধরনের বিবিধ-খরচ চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে রেয়ায়েতযোগ্য নয়, যদিও পেশাজনিত বা অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনার্থে যে অর্থ ব্যয় হয় যেমন, ভ্রমণ খরচ, দৈনিক ভাতা প্রভৃতি থেকে আয় রেয়ায়েতযোগ্য বলে ধরতে হবে। তবে যদি এথেকে কিন্তু বেঁচে যায় তাহলে তার ওপরে চাঁদা দেয়া প্রশংসার্হ"।

খ) "যদি কোন চাঁদা-দাতা সদস্য চাঁদা দিতে অপারগ হন বা নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি নির্দিষ্ট কারণ দর্শিয়ে জামাতের আমীরের মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর নিকট আবেদন করে পুরো বা আংশিক মাফ করিয়ে নিতে পারেন। **যারা কম হারে চাঁদা দিতে অনুমতি পেয়েছেন তারা যে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন; কিন্তু তাদের বেলায় জামাতের দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মকর্তার নিযুক্তিতে বা নির্বাচনে কেন্দ্রের পূর্ব-অনুমতি নিতে হবে।** এর কারণ এই যে, যদি কোন কর্মকর্তাই আর্থিক কুরবানীতে পিছনে পড়ে থাকেন তাহলে তিনি অন্যদের জন্যে খারাপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারেন।"

[টীকা - চাঁদার মাফি বা কম হারে চাঁদা দেবার অনুমতি ওসীয়্যতকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। যদি কোন মুসী চাঁদা দানে অসমর্থ হন তাহলে, তার অসহায়ত্বের কারণে তার ওসীয়্যত বাতিল করিয়ে নিবেন]।

গ) "জামাত যদি কোন মুসীর ব্যাপারে সঠিকভাবে জানতে পারে যে, চাঁদা-দাতা সদস্য অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেন এবং মুসী হিসেবে তার এ কার্যকলাপ শাস্তিযোগ্য, তখন তার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণাদিসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে মজলিসে করপরদায (নির্বাহী পরিষদ) বেহেশ্‌তি মকবেরা, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া-এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।"

স্বাক্ষর - **চৌধুরী মুবারক মুসলেহ উদ্দীন আহমদ, ২৪/৫/২০০০**

উকিলুল মাল (২) তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান, রাবওয়া

(২)

উপরোক্ত বিষয়ে আরও কতিপয় নিয়ম-কানুন

(রাবওয়াস্থ সদর আঞ্জুমানে ১৯-০২-৯১ তারিখে ১১ গাইন মীম নং সিদ্ধান্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক অনুমোদিত)

"যাবতীয় মূলধন যা জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর, কল-কারখানা, টাকা-পয়সা বা ব্যক্তিগত পেশা-বৃত্তির আকারেই হোক না কেন তাথেকে যে আয় উপজাত হবে তার ওপরে চাঁদা দেয়া অবশ্য কর্তব্য।

অনুরূপভাবে পুরস্কার, বৃত্তি বা ভাতা নগদ অর্থে পেলে এর ওপরেও চাঁদা অবশ্য দেয়। কিন্তু যে অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে মূলধন হিসেবে

পাওয়া যায় উহা পুঁজি হিসেবে গণ্য হবে, আয় হিসেবে নয়।"

টীকা - ছাত্রদের বৃত্তির ওপরে নির্ধারিত চাঁদার হার কার্যকর হবে না। তবে ছাত্রদের নিকট এ প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে, তারা সামর্থ্যানুযায়ী স্বয়ং কিছু পরিমাণ অর্থ জামাতের সাথে আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত করে তদনুযায়ী রীতিমত চাঁদা আদায় করবে। [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশ]

ব্যতিক্রম ঃ (১) সরকারকে দেয়- যেমন, ট্যাক্স, জমির খাজানা, স্থানীয় কর, আবশ্যিক ইনসিওরেন্স ইত্যাদি যা সরকারী আদেশ বা অনুমোদনে ধার্য করা হয়ে থাকে, আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না অর্থাৎ ঐসব বাদ দিয়ে যে আয় অবশিষ্ট থাকবে তার ওপরে চাঁদা প্রদেয় হবে।

(২) সব রকমের সম্পূরক ভাতা (Compensatory Allowances) যা কিনা বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় খরচ পুরো করার জন্যে পাওয়া যায় এসব এলাউন্সের ওপরেও চাঁদা ধার্য হবে না। যেমন, মেডিকেল এলাউন্স, ভ্রমণভাতা, যাতায়াত ভাতা, (Compensatory Allowances) মোটর কার এলাউন্স, পোষাক এলাউন্স, ছাত্রদের শিক্ষা-ভাতা হিসেবে পিতা-মাতা যা পেয়ে থাকেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৩। বেকার ভাতা, সোসাল সিকিউরিটি এলাউন্স, Old age pension (বৃদ্ধকালীন ভাতা) এবং বিধবাদের এলাউন্স প্রভৃতি চাঁদা থেকে বাদ যাবে না।

৪। যদি বাড়ী-ঘর নির্মাণের জন্যে লোন (কর্জ) নেয়া হয় এবং ঐ লোনের অর্থ কিস্তিতে আদায় করা হয় তাহলে চাঁদা পরিশোধের নিমিত্তে এসব কিস্তির অর্থ আয় থেকে বাদ যাবে না। অবশ্য যে অর্থ লোন হিসেবে নেয়া হয়েছে যদি উহাকে আয় ধরে এর ওপরে চাঁদা আদায় করার পরে বাড়ী নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে লোনের কিস্তি পরিশোধ কালে চাঁদা দিতে হবে না। উহা বাদ দিয়ে বাকী অর্থের ওপরে চাঁদা দিতে হবে।

৫। যদি জামাতের কোন ব্যক্তি স্বীয় ভবিষ্যত জীবন ধারণের জন্যে লোনের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে তাকে সেই লোনের ওপরেও চাঁদা দিতে হবে। অবশ্য যখনই ঐ লোকের অর্থ ফিরিয়ে দেবেন তখন ফেরৎযোগ্য লোনের অর্থ নিজের আয় থেকে বাদ দিয়ে তার ওপরে চাঁদা ধার্য হবে।

৬। কারিগরীপেশা বা অন্যান্য পেশাজীবী এবং প্রাকটিশনার (ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি) ও কৃষিকাজের ব্যাপারে খরচাদি যা কিনা উপরোক্ত আয়ের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হয় উহাও চাঁদা থেকে বাদ যাবে।

৭। কৃষি থেকে আয়ের মধ্য হ'তে ঐসব দেয়, যা কিনা ১নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে, জমিতে যে বীজ বপন করা হয়েছে তার মূল্য এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচাদি বাদ যাবে। আর অবশিষ্ট আয়ের ওপরে চাঁদা অবশ্য দেয় হবে।

৮। চাকুরীজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে অর্থ কর্তন করা হয় তা আয় থেকে বাদ যাবে না। তবে যখন ইহা চাকুরীজীবী ফেরৎ পাবেন তখন চাঁদা দিতে হবে না। অফিস / সংস্থা প্রভৃতি থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তার ওপর চাঁদা অবশ্য দেয় হবে।

৯। পেনশনের যে অংশ 'কমিউট' করা হয় এর ওপরে অবশ্য চাঁদা দিতে হবে।

তাই জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল সাহেবানের নিকট আবেদন যেন অনুগ্রহপূর্বক আয়ের নির্ধারিত সংজ্ঞাকে দৃষ্টিপটে রেখে স্বীয় জামাতের প্রত্যেক উপার্জনশীল আহমদীর লাযেমী চাঁদাসমূহের বাজেট পরীক্ষা করেন এবং চেষ্টা করেন যেন জামাতের কোন ব্যক্তি খোদার সকাশে যথাযথভাবে কুরবানী করার পুণ্য থেকে বঞ্চিত না থাকেন।

আল্লাহ্তাআলা সকলকে দায়িত্বাবলী সঠিকভাবে পালন করার ও গ্রহণীয় সেবা প্রদানের সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

[নাযের বায়তুল মাল আমদ. কাদিয়ান, সাপ্তাহিক বদর-এর ২৩ মার্চ, ২০০০ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে]

৩) কেন্দ্রীয় সালানা জলসার চাঁদা ঃ

এই চাঁদাও লাযেমী চাঁদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ এক মাসের আয়ের উপর শতকরা দশ টাকা হারে সারা বছরে বা এককালীন এই চাঁদা দিতে হয়। পূর্বে এই চাঁদা বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়াতে পাঠান হ'ত। দেশ স্বাধীনের পর এই টাকা জাতীয় সালানা জলসায় খরচ হয়।

ক্রমিক নং ১ থেকে ৩ পর্যন্ত চাঁদার বৎসর জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত। যথারীতি এই চাঁদা আদায় না করলেও বকেয়াদার সাব্যস্ত হ'তে হয়।

যেহেতু জাতীয় সালানা জলসার জন্যে পূর্বের ন্যায় কোন অনুদান আদায় করা হয় না কেন্দ্রীয় সালানা জলসার চাঁদা দিয়েই জাতীয় সালানা জলসার ব্যয় নির্বাহ করা হয় তাই এ খাতের চাঁদা যাতে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আদায় করে দেয়া হয় সেজন্যে লাযেমী চাঁদা-দাতা বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

বকেয়া চাঁদা ও বকেয়াদার প্রসঙ্গ

[বকেয়া চাঁদা আদায় ও বকেয়াদারগণের সংশোধনের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে 'নেযামে বায়তুল মাল'- পুস্তক থেকে কতিপয় বিষয় সংকলন ও অনুবাদ করে দেয়া হচ্ছে]

বকেয়ার বিষয়টি বড়ই বিপজ্জনক ঃ

চাঁদাসমূহের যথাযথ আদায়ের পথে বকেয়ার চেয়ে অধিক বিপজ্জনক আর কোন কিছু নেই। ইহা ঐ কঠিন বাধা যেখানে এসে চাঁদা আদায়ের জন্যে আমাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। ইহা ঐ প্রাচীর যা আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে দিতে পারে। যদি আমরা কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করে নেইও কিন্তু তার গোটা চাঁদা যদি আদায় না হয় এবং অধিকাংশ বন্ধুর জিম্মায় বকেয়া থেকে যায় তাহলে বাজেট তৈরী করতে যে পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়েছিল তা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। এভাবে যদি আমরা চাঁদার হার বাড়িয়েও দিই কিন্তু হার অনুপাতে আদায় পুরোপুরি না হয় তাহলে হার বৃদ্ধির ফলেও কোন কল্যাণ লাভ হবে না। মোটকথা, যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত বকেয়ার ধারা অব্যাহত থাকবে আমাদের অগ্রগতি ঐ রকম ক্ষিপ্রতার সাথে হবে না যতটা আজ আমাদের প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের জন্যে ইহা অবশ্য করণীয় যে, **ভবিষ্যতে কোন জামাতের বকেয়া যেন সহ্য করা না হয়। আর তাদেরকে সংশোধন করার জন্যে প্রত্যেক সম্ভাব্য পদ্ধতি যেন অবলম্বন করা হয়। বকেয়াদার বন্ধুগণকে যেন বুঝানো হয় যে, বকেয়া তাদের নিজেদের জন্যে কত**

বিপজ্জনক! হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেছেন – "স্মরণ রাখা উচিত বাজেট পুরো করা আমার প্রতি অনুগ্রহ নয়। জামাতের প্রতিও অনুগ্রহ নয় বা খোদার প্রতিও অনুগ্রহ নয়। যে খোদার ধর্মের সেবার জন্যে কিছু দান করে সে তো খোদাতাআলার সাথে ব্যবসা করে এবং ঐ ব্যবসাকে পুরো না করার কারণে সে খোদার নিকট জবাব দিবে। আর যতটা কমতি থেকে যায় উহাকে **বকেয়া** বলে। যদিও সে এ দুনিয়াতে তা আদায় না করে তাহলে যখন তাকে খোদাতাআলার সামনে উপস্থিত করা হবে তখন খোদাতাআলা বলবেন – যাও, জাহান্নামে বকেয়া আদায় করে এস" (১৯৩৩ সনের মজলিসে শূরার রিপোর্ট)।

দেখুন বকেয়াদারগণের জন্যে কত বড় ভয়ের স্থান ! কিন্তু আল্লাহ্তাআলা তাঁর শান্তিতে অতীব ধীর-গতিসম্পন্ন। আর আমরা তো হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর নাম উচ্চারণ করে থাকি, যাঁর প্রসঙ্গে আল্লাহ্তাআলার প্রতিশ্রুতি এই যে, যে আমার প্রিয় নবীর দাসে পরিণত হবে তার সব পাপ ক্ষমা করে দেবো। যেমন বলা হয়েছে ঃ "তুমি বলো, হে আমার বান্দাগণ ! যারা নিজেদের প্রাণের ওপরে অবিচার করেছো, তোমরা আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করবেন, নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়" (সূরাতুয্ যুমার ঃ ৫৪ আয়াত)। তবে শর্ত একটাই আর তা এই যে, তওবা করো এবং তাঁর (আল্লাহ্র) দিকে ঝুঁকে যাও। – "আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ঝোঁক এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো তোমাদের ওপরে সেই আযাব আসার পূর্বে যা আসার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না' (সূরাতুয্ যুমার ঃ ৫৫ আয়াত)

সুতরাং স্থানীয় কর্মকর্তাগণের উচিত যেন তারা তাদের জামাতের বকেয়াদাতাগণকে বুঝান যে, এখনও সময় আছে, তারা যেন তওবা করে নেন। আর ভবিষ্যতের জন্যে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করে দেন। তাহলে আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে বকেয়া আদায় করার তৌফীক দান করবেন। কিন্তু যদি পূর্বের বকেয়া আদায় করার কোন সুযোগই না থাকে তাহলে মাফও করে দেয়া যেতে পারে। শর্ত এই যে, ভবিষ্যতে নিয়মমাফিক চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু যদি এর পরেও কোন বকেয়াদার চাঁদার প্রতি যত্নবান না হন তাহলে তার সম্পর্কে মরকযে (কেন্দ্রে) রিপোর্ট করা আপনাদের কর্তব্য। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন –

"এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমি জামাতের প্রতিনিধি যারা এখানে এসেছেন তাদের মাধ্যমে জামাতকে অবহিত করতে চাই। কোমলতার সাথে আমরা বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেখেছি। এসব প্রতিনিধিগণের অবশ্য কর্তব্য যে, হয়ত তারা কোন এমন পন্থা অবলম্বন করে দেখুন যেন কেউ নিজেকে আহমদী বলা সত্ত্বেও বকেয়াদার না থাকে। অথবা অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করুন যা আমি বর্ণনা করেছি যে, বকেয়াদারদের সম্বন্ধে কেন্দ্রকে অবহিত করুন। যদি তারা (বকেয়াদারগণ) এ ত্রুটিকে দূরীভূত না করেন তাহলে তাদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং নিম্নোক্ত শাস্তিসমূহের যে কোন একটি শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। অথবা ভবিষ্যতে তাদেরকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা যাবে না অথবা জামাতের কোন পদ দেয়া হবে না। বা তাদেরকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হবে না। এর পরেও যদি তারা (বকেয়াদারগণ) ভ্রুক্ষেপ না করে তাহলে জামাত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে কেননা, তারা জামাতকে শামলানোর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন নি" (১৯৩৩ সনের মজলিসে শূরার রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ১২১)। (নেযামে বায়তুল মাল ঃ পৃষ্ঠা নং ১০১-১০৪)

যারা চাঁদা দেন না তাদের সংশোধন কেবল তাদেরই মঙ্গলার্থে ঃ

কতক কর্মকর্তা এ ভ্রমে নিপতিত যে, বকেয়াদার বা যারা চাঁদা দেন না তাদের সাথে বেশী কড়াকড়ি করা হলে তারা জামাত থেকে সরে পড়বেন। আর এভাবে তারা ঐসব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন যা আল্লাহ্তাআলা জামাতে আহমদীয়ার জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। কতক কর্মকর্তাকে একথাও বলতে শুনা গেছে যে, আমরা তো সর্বদা প্রচেষ্টাই করে থাকি যেন লোকেরা এই পবিত্র জামাতে শামেল হন। সুতরাং আমাদের দ্বারা ইহা কীভাবে আশা করা যেতে পারে যে, আমরা কোন লোকের জামাত থেকে বের হওয়ার কারণ হই ? এসব খামখেয়ালী। এরূপ কর্মকর্তা এ বিষয়কে খাটো করে দেখে থাকেন। কোন ব্যক্তি কেবল মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা ঐশী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কল্যাণ লাভকারী হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যবহারিক জীবন তার মৌখিক স্বীকৃতিকে সত্যায়ন না করে। বরং কখনও কখনও এ সব ব্যক্তি নিজেদের কথা ও কাজের অমিল থাকার কারণে উল্টো নিজে নিজেকে আল্লাহ্তাআলার ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয়। আর মু'মিনদের কাতারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীতে পরিণত হয়। অতএব এসব লোকদের জন্যে কর্মকর্তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এর মধ্যেই নিহিত যে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির জন্যে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করতে থাকেন। জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে কারও ওপরে শক্তি প্রয়োগ করা হয় না বা করা যেতে পারে না। আর না করাই উচিত। তাই যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ যুগে ইসলামের সেবার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিয়ে নেয় তাথেকে এসব দায়িত্ব আদায় করতে কখনও ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। কিন্তু এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টায় কখনও ভদ্রতা-পরিপন্থী ও মধুর কথা-বার্তার লাগাম যেন ছুটে না যায়।

বকেয়াদারগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ ঃ

এভাবে কতক কর্মকর্তা ভুলক্রমে ইহা মনে করে থাকেন যে, বকেয়াদারগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা জামাতের ক্ষতি হবে। ইহা সঠিক নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাঁর ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৯ তারিখের জুমুআর খুতবায় এসব ব্যবস্থা গ্রহণের উপকারের কথা বলেছেন। আর ইহাও মনে রাখা দরকার যে, জামাতের ভাল-মন্দের বিষয়টি হুযূর (রাঃ) আমাদের চেয়ে অধিক বেশী অবহিত ছিলেন। আমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত যে, হুযূর (রাঃ)-এর নির্দেশনাবলী আমরা যথাযথভাবে পালন করি। হুযূর (রাঃ) বলেছেন –

"প্রথম পদ্ধতি তো ইহাই আর ইহাই আমরা তোমাদের নিকট থেকে আশা করি যে, তোমরা প্রেম-প্রীতি ভালবাসার সাথে লোকদেরকে বুঝাও। কিন্তু যদি তোমরা বলো যে, আমরা সকল শক্তি প্রয়োগ করেছি কিন্তু তাদের সংশোধন হচ্ছে না। যদি বছরের পর বছর চলে যেতে থাকে আর তারা জাগ্রত না হয় তাহলে কেন তোমরা তাদের ব্যাপারে দীর্ঘ সময় ধরে আশান্বিত হতে থাক ? তোমরা কেন বুঝতে পার না যে, তারা মারা গেছে। আর মৃতদেরকে জাগানোর চেষ্টা করা অবশ্যই বুদ্ধির কাজ বলা যেতে পারে না। তোমরা কেন তাদের কারণে নিজেদের জন্যে লাঞ্ছনা

কুড়োচ্ছো . . . পরিশেষে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন একটি কথা বলে দিয়েছেন। তোমরা কি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চেয়েও অধিক করুণাশীল হয়ে গেছে যে, এর ওপরে আমল করো না ? কথায় আছে – মায়ের চেয়ে যার দরদ বেশী তাকে বলে রাক্ষসী . . .।

ইহা একটি তৃতীয় বিষয় যার দিকে আমি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইহা জামাতের সংশোধনের একটি সহজ পদ্ধতি। যখন তোমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করবে তখন তোমরা দেখতে পাবে যে, যে-সব লোক অমনোযোগী তারা সকলেই বেঈমান নয়। তারাও ঈমানদার। তাদের হৃদয়ের ওপরে কেবল মরিচা লেগে গেছে। যখন তাদেরকে নেযামে জামাত থেকে খারিজ করে দেয়া হবে তখন তাদের মধ্যে থেকে কমপক্ষে অর্ধেক লোক আসবে এবং তওবা করবে। এর পরে তোমাদের চাঁদাও বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের মান-মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের মধ্যে কাজ করার লোকও বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের মধ্যে জাগরণী ভাবও বেড়ে যাবে। তোমাদের উন্নতির নূতন নূতন পথও খুলে যাবে। যাই হোক আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থাসমূহকে বাতিল করো না। এবং খোদাতাআলার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উন্মোচিত করা পথসমূহকে তোমরা রুদ্ধ করো না। যখন খোদা একটি প্রতিকারের ব্যবস্থা করে দেন এবং মানুষ এথেকে উপকৃত না হয় তখন তারা বহু প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতএব চেষ্টা করো এবং নিজেদের জন্যে জামাতে একটি পবিত্র মর্যাদা তৈরী করো। আবার চেষ্টা করো যে, তোমাদের যেন দুনিয়াতেও পবিত্র মর্যাদা লাভ হয়" (আল ফযল ঃ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৬১)।

বকেয়াদারদের বিরুদ্ধে কোন্ নেযারতকে রিপোর্ট করতে হবে ঃ

এ বিষয়টিরও খেয়াল রাখা দরকার যে, বকেয়াদারগণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নেযারতে বায়তুল মালকে রিপোর্ট করা উচিত নয়। বরং নেযারতে উমুরে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। (যেহেতু বাংলাদেশ এখন তাহরীকে জাদীদের অধীনে তাই বাংলাদেশের জন্যে ওকালতে উমুরে আমা, লন্ডনকে রিপোর্ট করতে হবে – অনুবাদক) এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) নির্দেশ দেন ঃ

"এসব কেসের ব্যাপারে জামাতের সংশিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে যেন তারা এ ধরনের বকেয়াদারদের ব্যাপারে নেযারত উমুরে আমাকে রিপোর্ট করেন, তাদেরকে যেন নেযামে জামাত থেকে খারিজ করে দেয়া হয়"।

তিনি আরও বলেন ঃ

"যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ লোকদেরকে রীতিমত নেযারতে উমুরে আমার মাধ্যমে নেযামে জামাত থেকে খারিজ করে দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে জামাতের সদস্য মনে করা হবে। আর তাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের দাবী নেযারতে বায়তুল মালের তরফ থেকে জারী থাকবে।"

(সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২৬-৩-৩৯ তারিখের ১০৯ নং সাধারণ সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য) (নেযামে বায়তুল মাল পুস্তক ঃ পৃষ্ঠা নং ১০৪-১০৮)। (চলবে)

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আগত দিনের আহমদীয়ত

যে সব নির্বোধ হিংসুটে নন-আহমদী আজও মনে মনে এই আশাই পোষণ করেন যে, শুধুমাত্র ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেই কতিপয় আহমদী বাস করেন এবং কিয়ৎকাল পরই তাদের কাঙ্ক্ষিত আন্দোলন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে, কেবল তাদের উদ্দেশ্যেই আমার আজকের এই লেখনী প্রয়াস।

হে অদূরদর্শী সংকীর্ণমনা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! তোমরা নীরেট বোকা, অসাধু এবং দৃষ্টিহীন, তোমরা ফেরাউন, নমরূদ এবং আবূ জাহলের পদাঙ্ক অনুসারী। তোমরা অসার এবং পুণ্যশূন্য ধর্মবিশারদ। স্বর্গ-সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কর্ম সাধনই তোমাদের চিরাচরিত স্বভাব। পথ প্রার্থীকে বিপথগামী করাতেই তোমরা অধিক পটু। ফলে যুগে যুগেই তোমরা অভিযুক্ত হয়েছো। তবে পরিণামে তা-ই ঘটে যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এবারও অনুরূপই ঘটতে চলছে। মহান খোদার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত ইহাই, "হে আমার প্রিয় মসীহ্ (আঃ)! আমি তোমাকে বিজয় দান করিব এবং তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাইব"। সুতরাং আহমদীয়তের ভবিষ্যৎ আলোয় আলোয় ভরপুর। এর অগ্রগমনের পথে তোমরা যত সাধ্যেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর না কেন তা অবশ্যই বিফল মনোরথ হবে। কারণ জাগতিক কোন প্রকার অপপ্রয়াসই আহমদীয়তের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। ইহাই একমাত্র ইসলাম সেবকদল যার সফলতা প্রয়াসে কাজ করছে খোদার শক্তিধর হস্ত, আকাশের ফিরিশ্তাকুলের এন্তার কর্ম ব্যস্ততা। সুতরাং এর বিফলতার লক্ষ্যে সব চেষ্টা-প্রচেষ্টার হাতকে মুঁড়িয়ে ফেলা হবে, প্রতিপক্ষ কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয়া হবে। তোমরা যারা এখনও এই জামাতের অকৃতকার্যতা ও বিফলতা দর্শনের আশায় আশাবাদী তারা অধম। তারা স্বীয় আত্মার পবিত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ। পক্ষান্তরে যুগাবতারের সাথে সন্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে তোমরা বৈরিতা পোষণ করছ। যার ফলে তোমাদের তাবৎ চিন্তা-কল্পনাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে। বর্তমানে খোদাতাআলার কেবল মাত্র একটাই কাজ যে, তিনি তাঁর মাহদী (আঃ) -কে ইসলামের বিশেষ সেবক ও রক্ষক হিসাবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এর স্বার্থে প্রয়োজনে তিনি অন্যসব কারণকে অকারণ করে দিবেন। সেই সুবাদে অচিরেই প্রমাণিত হতে যাচ্ছে যে, ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্মই অসার এবং অসত্য। স্বর্গায়োজিত এইসব পবিত্র পরিকল্পনা এখন দ্রুততার সাথে বাস্তবে পরিণত হতে চলছে। বছরান্তে কোটি কোটি সত্যানুসন্ধিৎসুগণ এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফিরিশ্তাকুলের কাজে প্রাণান্ত সহায়তা দান করছে। বলতে কি, কেবল সাধারণ মানুষই নয়, বরং অদূর-সুদূর হতে বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং বাদশাহ্গণের বাদশাহ্ পর্যন্ত স্বর্গাহুত এই কর্মসূচীর সফলতা কর্মে সহায়তা দানে ছুটে আসছেন। ধরাধামে এখন কোন শক্তির উৎস আছে কি, যে কিনা এই জামাতের বিপুল বিজয়কে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে ?

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতকে হয়ত দাবিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার এই বৈপ্লবিক গতিময়তা ও অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে রাখা এখন আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এর কর্ণধার পথ চলেন ঐশী ইশারায়। কেবল এই জামাতের খলীফাই একমাত্র দাবীদার যে, তাঁর সাথে খোদা আছেন এবং কথা বলেন। ধর্ম

জগতে তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি যাঁর কাজে স্বয়ং খোদা সাহায্য করেন, তাঁরই ইশারায় তিনি হাঁটেন, বসেন এবং দেখেন দুনিয়াতে বর্তমানে বহু ধর্মেরই অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং তাদের কারো কারো মনোনীত নেতাও রয়েছেন, কিন্তু এমনিতর সৎসাহস নিয়ে কেউ ঘোষণা দিতে পারেন কি যে, তিনি খোদার এবং খোদা তার ? কখনও নয়। কারণ, চলমান এই যুগে ইসলাম তথা আহমদীয়ত দ্বারা নব সাজে সাজানো ইসলামই খোদার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ও জিন্দা বিধান। যাদের অন্তরে এ ব্যাপারে তিলার্ধ পরিমাণ সন্দেহ বিদ্যমান তাদেরকে অতীব বিনয়ের সাথে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন এবং বিগলিত দোয়ার দ্বারা এর সত্যাসত্য যাচাই করে নিন। আমি নিঃসন্দেহ আশা রাখি, "আকাশের এজলাস" আমার দাবীর পক্ষেই রায় দিবে। সুতরাং আমি দৃঢ় একীনের সাথে ঘোষণা দিতে পারি যে, এই জামাতের বিজয় সুনিশ্চিত। এই পুণ্যময় পরিকল্পনার পরিপন্থী সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে খোদা নির্মূল করে দিবেন এবং বদ্-দোয়াকারীগণের দোয়াগুলিকে ধ্বংসে পরিণত করবেন। দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীর সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে তিনি সর্বনাশে পরিণত করে দিবেন। অর্থাৎ এই সত্যের বিজয়ের খাতিরে এর বিরোধিতামূলক সর্বপ্রকার কর্মকান্ডের বিনাশ ঘটিয়ে ছাড়বেন। কারণ খোদাতাআলার অনড় সিদ্ধান্ত ইহাই যে, তিনি এবং তাঁর মনোনীত জন বিজয় লাভ করবে (৫৮ঃ১২)।

অভিসন্ধিহীনভাবে একথা বলা সমীচীন হবে যে, দীর্ঘদিন থেকে খোদার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে তাঁর অস্তিত্বলুপ্ত হতে যাচ্ছিলো, তাঁকে স্মরণ করে অশ্রুতপাত করার মত পুণ্যজন এখানে এতদিন তেমন কেউ ছিল না। বরং এরই ফাঁকে কেউ কেউ একথা বলতেও ভয় পায় নি যে, খোদা নামক কোন সত্তারই অস্তিত্ব নেই। হায়, কত নচ্ছার সেজন ! (নাউযুবিল্লাহ্)। ঠিক এহেন হীন পরিস্থিতিতে কাদিয়ান নামক এক নীরব নিভৃত অজ পাড়াগাঁয়ের এক ধন-সম্পদে অখ্যাত বর্ষীয়ান ব্যক্তি খোদার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন, যাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ধর্মজগতের প্রদীপ্ত চন্দ্র-প্রতীকে মশহুর হয়ে চলছেন। মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার সন্ধি স্থাপনের পথ বাত্‌লিয়ে দেয়ার চেষ্টায় জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় ৮৮ খানা কিতাব রচনা করে, ৯০ হাজার পত্র-পত্রাদি লিখে সুধীজনদের দাওয়াত দিয়ে দোয়া যুদ্ধের দ্বারা সত্য যাচাইয়ের চ্যালেঞ্জ করলেন। আর গুণীজন সমাবেশে বিভিন্ন ভাষায় ভাষণ দিয়ে কুরআন ও খাতামান্নাবীঈন (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হলেন। বিনিময়ে তিনি খোদার তরফ থেকে এই আশ্বাস পেলেন, "হে আমার প্রিয় মাহদী (আঃ) ! আমি তোমার সিংহাসনকে আর সব সিংহাসনের উর্ধ্বে স্থান দিব। তোমার পরিধান থেকে বাদশাহগণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করবে" (ইলহাম)। মাশাআল্লাহ্, খোদার সেই পবিত্র ওয়াদা আজ কড়ায়-গন্ডায় বাস্তবে পরিণত হয়ে চলেছে। সুতরাং যেজন স্বীয় আত্মার মুক্তি লালসায় উদগ্রীব, আসুন-সেই কিস্তিতে আরোহণ করতঃ আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করুন। নতুবা ইহা নির্ঘাত সত্য যে, আপনি খোদার অতি নিন্দনীয় বান্দা বলে বিবেচিত হবেন, কারণ সত্য যাচ্‌ঞায় আপনি বিলক্ষণ চেতনাহীন। সুতরাং এরূপ আত্মার জন্য মৃত্যু বরণই শ্রেয়।

ইহা চিরন্তন সত্য যে, খোদার ইচ্ছা বাস্তবায়নকে পৃথিবীর কোন শক্তিই প্রতিহত করতে পারে না। খোদার ইচ্ছা ইহাই যে, তিনি তাঁর নির্বাচিত এই জামাত দ্বারাই ইসলামের বিশ্ববিজয় দান করবেন, এই জামাতের সদস্যদের দ্বারাই মৃতসম ইসলামকে পুনরায় সঞ্জীবিত করবেন এবং আর সব ধর্মানুসারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবেন। কারণ সাধারণ মুসলমানগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে জীবিত রেখে, ওহী আগমনের দরজাকে রুদ্ধ করে দিয়ে, স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ফতোয়া তৈরী করে ইসলামের সেদিনকার সেই সুনাম ও সৌন্দর্যকে বিনাশ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের দ্বারা জীবন্মৃত ইসলামকে আর পুনর্জীবিত করা সম্ভব হবে না। প্রবাদ আছে, "যার কাজ তারই সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।"। সঙ্গত কারণেই ইসলাম বিজয় আয়োজনের দায় পড়েছে জামাতে আহমদীয়ার স্কন্ধে। অতএব, নিন্দুকগণের শত নিন্দা হিংসুকগণের দন্ত পেষণ আর ফতোয়াবাজদের যত ফতোয়াই থাকুক না কেন আহমদীয়া আন্দোলনের বিজয় অবধারিত সত্য। কারণ ইহা আকাশের সিদ্ধান্ত। এই অভিলাষ রোধ হবার নয়। কাজেই জিন্দা ধর্ম ইসলাম ব্যতীত আর সব ধর্মকেই এখন জগৎ থেকে নাজুকতার সাথে বিদায় নিতে হবে। খোদার এই অভিলাষকে সফল করার জন্য আহমদীয়া জামাত আজ কুরআন ও হাদীস সম্ভারকে সম্বল করে ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু করেছে। আর এই সুবৃহৎ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আকাশকে প্রস্তুত করা হচ্ছে, জমীনকে তৈরী করা হচ্ছে, প্রকৃতি ও পরিবেশকে সেই আনুকুল্যে কাজ শুরু করতে প্রস্তুত করা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে আজ এমন কোন শক্তি, ব্যক্তি কিংবা যুক্তি নেই, যে কিনা এই জামাতের অভীষ্ট অভিলাষকে সফল করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং হে সজ্জন ! ইহাই আপনার জন্য বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে যে, আপনি আসুন এবং এই সত্যকে নিরীক্ষা করে নিন এবং পবিত্র এই প্রস্রবণ ধারায় অভিসিক্ত হয়ে আত্মাকে মুক্ত করে নিন, সব কথার শেষ কথা। (সাধু ভাষায় লিখছি)

হে আমায় প্রিয় ওয়াকফে নও এবং ভবিষ্যতে এই জামাতে আগমনকারী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ ! আজ হইতে কয়েক যুগ পরে নিশ্চয় তোমরা মহা ধুমধাম ও সাতিশয় আড়ম্বরে আহমদীয়তের সেই বিজয়ানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিবে। ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, সেদিনকার সেই পুণ্যেপূর্ণ শান্তিময় ও উল্লাসভরা অনুষ্ঠানে আমি থাকিব না, আমরাও থাকিব না। তোমাদেরও কাহাকেও হয়ত সেদিন লাঠি নির্ভর করিয়া হাঁটিতে হইবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু এখন আমি অনুধাবন করতে পারিতেছি না যে, সেই পুণ্যানুষ্ঠানের কলেবর কত বিশাল হইবে। কত মহান, কত সমারোহ ও চাকচিক্যপূর্ণ হইবে! কী ধরনের খাবার পরিবেশন করা হইবে! কত হাজার কিংবা লক্ষ লোকের সমাগম হইবে। কোন্ কোন্ রাজা-মহারাজাগণের আগমন ঘটিবে, তাঁহারা ভাষণ দিবেন। কী পরিমাণ প্রফুল্লতা ও আনন্দের ঢেউ বহিবে ! আশাতীত এই সফলতার জন্য খোদারাহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সেদিন কতজনের কত পরিমাণ নেত্র ধারা প্রবাহিত হইবে! ইহার জন্য সেইদিন আকাশের ফিরিশ্‌তাকুলের কী পরিমাণ কর্মব্যস্ততা থাকিবে! ইহাও অনুমান করিতে পারিতেছি না যে, সেদিন ৪নং বকশী বাজারস্থ এই ক্ষুদ্র চত্তরাঙ্গণে আগত পুণ্যাত্মাগণের স্থান সংকুলান হইবে কিনা। কারণ ইহা আমার সীমীত জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত। তবে আরয ইহাই যে, সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানের আখেরী মুনাজাত লগ্নে যদি এই সুনামহীন নগণ্যজনকে স্মরণে আনিয়া সেই দোয়ার যৎকিঞ্চিত ভাগ প্রদান কর তবেই খাকসারের আজকের এই কলম সাধনা সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া ঐ পারে বসিয়াও চিত্তানন্দ অনুভব করিব, ইনশাআল্লাহ্।

- মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

কাদিয়ান সফর ও কিছু ব্যক্তিগত কথকতা

(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)

পরদিন সকালে বর্ডার ক্রস করে এবং সকাল ১১.৩০টা নাগাদ ২০৫, নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ আহমদী মসজিদে পৌঁছি। সেখানে গিয়ে নটু ভাইজান, ফজলুল হক দুলাভাই, মন্টু, দীপু, মাসুম এবং আরো অনেক বাংলাদেশী আহমদীদের পাই। আমাদের সাথে একই বাসে করে গিয়েছে পাভেল ভাই, জুম্মান ভাই, শোয়েব ভাই, মিঠ ভাই, লতিফ ভাই, সাইরাসের আম্মা ও মামা, বাবুল দুলা ভাই, চট্টগ্রামের তাহের ভাই ও তাঁর আব্বা। ১২ই নভেম্বর-২০০০ রবিবার কলকাতা Science City তে যাই। গত দিন পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের প্রাদেশিক আমীর সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখা করি এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের চিঠি হস্তান্তর করি। রাতে মসজিদেই ছিলাম। ১২ তারিখ রাতে আমরা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে ১৭০০ লোক সম্বলিত বিশেষ ট্রেন Qadian Special এ চড়ে হাওড়া ষ্টেশন ত্যাগ করি। ট্রেনের ভিতর ছিল অন্যরকম পরিবেশ। পরস্পরের প্রতি ভাব বিনিময়, নামায বা-জামাত আদায় আহমদীয়তের নিদর্শনের বর্ণনা সব মিলিয়ে এ ছিল আসলে এক মনোমুগ্ধকর অবয়ব। ১৪ই নভেম্বর ট্রেনেই বয়াত হতে শুরু হ'ল। আমীর সাহেব (মাশরেক আলী মোল্লা সাহেব) যখন আমাদের সাথে ভারতে, বিশেষতঃ তাঁর অঞ্চলে তবলীগ, বয়াত ও নিদর্শনের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন এর মাঝেই একাধিকবার বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। হৃদয়টা ভরে গেল। ১৪ তারিখ মঙ্গলবার ট্রেন যখন বাটালা ত্যাগ করে কাদিয়ানের দিকে এগোচ্ছিল এবং দূর থেকে "মিনারাতুল মসীহ্" দেখা যাচ্ছিল তখন থেকেই নারা শুরু হয়ে যায়।

নারায়ে তকবীর – আল্লাহ্ আকবার
ইসলাম আহমদীয়ত – যিন্দাবাদ
হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা – সল্লাল্লাহু আলায়ে ওয়া সাল্লাম
ইনসানিয়্যত – যিন্দাবাদ
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কি – জয়
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' – যিন্দাবাদ
কাদিয়ান দারুল আমান – যিন্দাবাদ
দরবেশানে কাদিয়ান – যিন্দাবাদ
নারায়ে তকবীর – আল্লাহু আকবার।

যেই মোহাম্মদ হুসেন বাটালভী এক সময় লোকজনকে ষ্টেশন থেকে ফিরিয়ে দিত যেন তারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দরবারে যেতে না পারে - কোথায় আজ সেই বাটালভী ! আর কোথায় আজ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শান, মকাম, ও মর্যাদা। ট্রেন যখন কাদিয়ান ষ্টেশনে পৌছল তখন দেখি এই শীতের মধ্যেও অসুস্থতা সত্ত্বেও সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ (নাযেরে আলা) আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য ষ্টেশনে দাড়িয়ে আছেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ম্রিয়মান চেহারায় উদ্দীপ্ত অভিব্যক্তি দিয়ে আমাদেরকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালেন। একটুও কৃত্রিমতার লেশ নেই সেখানে। আমাদেরকে কাদিয়ান ষ্টেশন থেকে বাসে করে Guest House এ নিয়ে যাওয়া হ'ল। অবশেষে স্বপ্নের জগৎ কাদিয়ানে পা রাখলাম। খোদার কাছে অকুণ্ঠ চিত্তে সিজদাবনত হয়ে জানাই হাজারো শুকরিয়া।ঐদিন রাতেই রেজিষ্ট্রেশন করে আমি তাহের ভাই, জুম্মান ভাই ও শোয়েব ভাই চলে যাই বায়তুদ্‌দোয়াতে। বায়তুদ্‌দোয়া, বায়তুস্ যিকর্, বায়তুল ফিকর, মসজিদে আকসা, মসজিদ মোবারক ইত্যাদিতে সারারাত কাটালাম আমরা। রাতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শ্রদ্ধেয় পিতার কবর যিয়ারত করি। ৯৬ বা ৯৭ সনে স্বপ্নে দেখেছিলাম বায়তুদ্‌দোয়াতে দোয়া করছি আর আজ (অর্থাৎ ঐ দিন) তা পূর্ণ হ'ল। রাতে মসজিদে আকসাতে তাহাজ্জুদ ও ফযরের নামায আদায় করলাম। জীবনে কত তাহাজ্জুদ দেখেছি বা আদায় করেছি। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই তাহাজ্জুদ কি জিনিস তা জানলাম কাদিয়ান এসে। এ রকমের তাহাজ্জুদ আদায় করলে বাস্তবিক পক্ষেই মকামে মাহমুদে পৌছা যাবে যেমন কিনা আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। এমন হৃদয় নিংড়ানো, মন ভুলানো সুর আর কান্না আমি আমার জীবনে দেখি নি। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, খোদার আশিস বর্ধিত হচ্ছে। ১৫ই নভেম্বর, ২০০০ তারিখে নামাযে ফযর ও দরসে কুরআনের পর বেহেশতি মকবেরা যিয়ারত করি।

প্রসঙ্গক্রমে পাঠকের সুবিধার্থে বলতে চাচ্ছি, বায়তুদ্‌দোয়া হ'ল সেই ঘর যেখানে বসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দোয়া করতেন। ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্য দোয়াতে তিনি (আঃ) রত থাকতেন ঐ ঘরেই বেশির ভাগ সময়। এই ঘর সেই ঘর সেখানে দোয়ার কবুলিয়্যাতের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। এই ঘরকেই মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বেছে নিয়েছিলেন ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্য এবং তৌহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সফলতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য প্রার্থনাগৃহ রূপে। এই বায়তুদ্‌দোয়াতে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে। এই গৃহে নামায পড়ার সময় লাইনে বসে অপেক্ষা করতে হয়। একজনের পর একজন ভিতরে যাচ্ছেন আর সিজদাবনত চিত্তে খোদার হামদ করে পৃথিবীতে তৌহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অঙ্গীকার নিয়ে বেড়িয়ে আসছেন। প্রত্যেকটি খোদার নৈকট্য লাভে প্রত্যাশী ব্যক্তির চোখ থেকে অনবরত নির্গত হচ্ছে শুকরিয়ার অশ্রু। এখানে খোদার দরবারে দোয়া করে প্রত্যেকের স্বপ্ন পূরণ হয় এইজন্য যে, এই স্থানে যুগের মসীহ দোয়া করেছিলেন। খোদার কাছে এই দোহাই দিয়ে দোয়া করা হয় যে,

"হে খোদা ! আমরা পাপী। আমাদের এমন কোন যোগ্যতা নেই যে, আমরা তোমার করুণাকে আকর্ষণ করতে পারি। কিন্তু, হে খোদা ! এই ঘর সেই ঘর যেখানে দোয়া করতেন তোমার মসীহ্, মুহাম্মদ (সঃ)-এর এক অনুগত দাস। সেই পবিত্র সত্তার দোহাই দিয়ে দোয়া করছি। হে খোদা ! তুমি এই ঘর এবং এই পবিত্র সত্তার সম্মান রক্ষার্থে আমাদের দোয়া কবুল কর, আমীন।"

সে ঘরের সাথে বায়তুদ্‌দোয়া সেই ঘরে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) থাকতেন। সে ঘরকে বলা হয় "দালান হযরত আম্মাজান"। অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র সহধর্মীণীকে বলা হয় আম্মাজান। এই ঘরের সাথেই লাগা বাঁশ দিয়ে রয়েছে বায়তুল ফিক্‌র। এখানে বসে মসীহ মাওউদ (আঃ) অধিকাংশ সময় লেখালেখির কাজ করতেন। বারাহীনে আহমদীয়াও তিনি এই কামরায় বসে লিখেছিলেন। এই ঘরের সামনাসামনি একটি কামরা রয়েছে যাকে বলে বায়তুয্ যিকর। এই কামরায় বসে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সেই কাশ্‌ফ দেখেছিলেন যেখানে তিনি দেখেন- আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে ইসলামের সপক্ষে কিছু দলীল দস্তাবেজ পেশ করা হয়েছে। যাতে আল্লাহ্‌তাআলা নিজের

অনুমোদনের স্বাক্ষর দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে কলম ঝাড়া দিলেন এবং সেখান থেকে লাল কালি বের হচ্ছে। মসীহ্ মাওউদ (রাঃ) কাশফ্ থেকে জেগে দেখতে পেলেন তাঁর কাপড়ে লাল কালির দাগ রয়েছে।

প্রতিদিন বাদ যোহর লোকজন দলে দলে বেহেশ্‌তি মকবেরায় যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র তাহরীকানুযায়ী যাঁরা ওসীয়্যতকারী হন তাঁরা বেহেশ্‌তী মকবেরায় মদফুন হন। কোন কারণে যদি কারও লাশ এখানে আনা সম্ভব না হয় তাহলে তাঁর নামের কতবা (স্মৃতিফলক) এখানে লাগানো হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ) ছাড়াও খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গের অনেক সদস্য এবং জামাতের প্রাথমিক যুগের বুযূর্গরাও এখানে মদফুন হন। আমি কিছুদিন আগে ওসীয়্যতের জন্য আবেদন করেছি কিন্তু জানি না আল্লাহ্ পাক কবুল করবেন কিনা ! এখানে দোয়া করতে করতে আমি একথা ভাবছিলাম যে, এখানে যারা মদফুন আছেন তারা কতই না ভাগ্যবান ! কারণ সারা দুনিয়া থেকে ছুটে আসা অসংখ্য মু'মিন বান্দা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর মাযার যিয়ারত করে তখন এতদ্‌সঙ্গে এই বেহেশতী মক্‌বেরায় সমাহিত সকল ব্যক্তি এই দোয়ার মধ্যে শামিল হন। বিনত চিত্তে এই দোয়াই গুঞ্জরিত হয় –

হে খোদা ! হে জীবন ও মৃত্যুর মালিক ! ইহকালে তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পবিত্র সত্তার যিয়ারতের সৌভাগ্য হ'ল না। মৃত্যুর পর এই পবিত্র ভূমিতে আমায় সমাহিত করো ! আর আকাশে তোমার দরবারে হযরত মুহাম্মদ (আঃ)-এর অনুগত দাস ও হযরত ইমাম মাহদী (সঃ)-এর অনুসারী হিসাবে মৃত্যু দিও।

আমার একটি আবেদন থাকবে যারা এখনও ওসীয়তের পবিত্র তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করেন নি তারা এই তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করে অফুরন্ত দোয়ার ভান্ডারের অংশীদার হবেন।

এতলোক সমাগম হওয়ার পরও কোন মহিলা এবং পুরুষের একটু ধাক্কাও লাগে নি। বেহেশ্‌তী মকবেরায় সবাই একসঙ্গে আসতো। সারা জলসায়ও এ দৃশ্য ছিল চোখে পড়ার মত। বায়তুয্ যিক্‌রের সাথে লাগা বামপাশে রয়েছে মসজিদে মোবারক। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ। এই মসজিদের মূল অংশ ঠিক রেখে একে সময়ে সময়ে আরো বর্ধিত করা হয়েছে। এই মসজিদের ছাদে বসেই মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অপেক্ষা করছিলেন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য। বর্তমানে মসজিদে মোবারক ও মসজিদে আকসার নিচে চারিদিকে বিভিন্ন দফতর রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পিতার সময় তৈরী করা হয় মসজিদে আকসা। তাঁর পিতার কবরও রয়েছে এই মসজিদের পাশে। তাঁর (আঃ) পিতার খায়েশ ছিল যেন তাঁকে মসজিদের পাশে কবর দেয়া হয়, যেন তিনি কবরে থেকেও আযানের ধ্বনি শুনতে পারেন। এই মসজিদে আকসাতেই খুতবা ইলহামিয়া প্রদান করা হয়। সব মিলিয়ে কাদিয়ানের অলি-গলি মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর ঘর বাড়ি, তাঁর জন্মের ঘর, তাঁর গোল কামরা, সব কিছু আমাকে বিমোহিত করেছে। চারটা দিন যেন স্বপ্নের চারটা প্রহর কেটেছে।

যেদিন কাদিয়ান পৌঁছলাম এর পরদিন অর্থাৎ ১৫ই নভেম্বর, ২০০০ বুধবার অমৃতসরে যাই আমি, পাভেল ভাই, মিঠু ভাই ও লতিফ ভাই (কায়েদ- মিরপুর) সেখানে আমরা স্বর্ণ মন্দির দর্শন করি। দোয়া করছিলাম যেন খোদাতাআলা পৃথিবী থেকে শিরক্‌কে দূরীভূত করে দেন। এরপর যাই জালিয়ানওয়ালা বাগে। যেখানে ইংরেজরা ১৭৫৮ সালে নৃংশস হত্যাযজ্ঞ চালায়। এরপর মার্কেটিং করি। একটি জিনিস আমাকে খুবই আনন্দিত করল আর তা হ'ল, মার্কেটে বা জালিয়ানওয়ালা বাগে বা অন্যত্র যেখানেই গিয়েছি লোকজন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতো আমরা কাদিয়ান জলসায় এসেছি কি না। এত সম্মান আর আন্তরিকতা দেখাতো যে আমরা হতবিহ্বল হয়ে পড়তাম। স্বেচ্ছাসেবীরা ট্রেন ষ্টেশন বাস স্ট্যান্ড সর্বত্র Helping Booth খুলে বসে আছে। চোখে দেখলেও এ দৃশ্য উপলব্ধিযোগ্য নয়। হৃদয়ের গহীন থেকে উপভোগ করলেই কিনা সেই অনুভূতি আসবে ! ১৬ নভেম্বর ২০০০ তারিখে বৃহস্পতিবার দিন জলসা সালানা (১০৯তম) কাদিয়ান-২০০০ শুরু হয়। সারাদিন জলসা উপভোগ করি। মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গিয়েছিলাম। একটা নতুন জিনিস দেখলাম আর তা হ'ল খেদমতে খালক বিভাগ জলসার সমস্ত দায়-দায়িত্বে আছে যা আমাদের এখানে হয় না। আর জলসা শুরু হয় একেবারে যথাযথ সময়ে। রোদ-বৃষ্টি-শীত সবই উপেক্ষিত হয় খোদা-প্রেমিক এই জামাতের কাছে। শেষদিনের শেষ অধিবেশনের আগে বৃষ্টি হয়। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো আরম্ভ হতে দেরী হবে। তাই বৃষ্টি কমার পর জলসাগাহে গিয়ে দেখি ততক্ষণে সমাপনী দোয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। শরীক হয়ে ধন্য হলাম। জলসার প্রথম দিনে মিয়াঁ সাহেবের (নাযেরে আলা) সাথে মুসাফাহা করি। মিয়াঁ সাহেবের সাথে ছবি তোলার জন্য শুক্রবার নামাযের আগে তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। নামাযের প্রস্তুতির ব্যস্ততার জন্য দিতে পারেন নি। কিন্তু ঐদিন জলসা শেষ হওয়ার পর আমাকে দূর থেকে ডেকে বলেন–"আইয়ে, আপকা খায়েশ ভি পুরা হো জায়ে। অর্থাৎ আসেন, আপনার ইচ্ছাও পূরা হয়ে যাক। তাঁর সাথে ছবি তুললাম আর ভাবলাম–এত লোকের মধ্যে তিনি মনে রেখেছেন যে, আমি তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যিই আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্মরণশক্তি কত প্রখর হয়, তা দেখলাম! হযরত ইমাম মাহ্‌দী (সঃ)-এর সরাসরি বংশধর (নাতি), মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করে সত্যই নিজেকে অপরিমেয় সৌভাগ্যবান মনে হল। দোয়া করলাম, হে খোদা! আকাশে তোমার খাতায় মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বংশধর বলে আমাদের গণ্য কর। গণ্য করার যোগ্যতা আমাদের দান কর, আমীন। জলসার ফাঁকে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঘরবাড়ি, কাদিয়ানের অলি-গলি ঘুরেছি। আসিম নামের হায়দ্রাবাদের একটি ছেলে (যে মাদ্রাসাতুল আহমদীয়ায় পড়ে) আমাকে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখালো। এছাড়াও সেখানের বাংলাদেশী ছাত্র একজনের সাথেও বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ দিন প্রথম অধিবেশনে আমাকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে বলা হয়। আল্লাহ্ পাক অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সে সম্মান দিয়েছেন এবং আমার পাওয়ার পাল্লাকে এত ভারী করেছেন যে, সারাজীবন আর কিছু না পেলেও সেই পাল্লাকে উপরে উঠাতে পারবে না। অর্থাৎ অপ্রাপ্তির বোঝা যতই তা এ জলসায় পাওয়ার পাল্লাকে কখনোই হার মানাতে পারবে না। আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া। এত সম্মান আল্লাহ্ আমায় দিবেন আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। দরবেশ ওমর আলী সাহেব আমাকে ষ্টেজে উঠে নিজে থেকে পরিচয় দিয়ে দোয়া করেন। ষ্টেজের বুযূর্গরা আমায় দোয়া করেন। আল্লাহ্‌র

দরবারে হাজারো শুকরিয়া যে, তিনি আমার জন্য এমন একটি দোয়ার ভান্ডার খুলে দিয়েছেন যে, আমাকে আজ কুরআনের এ কথার সত্যায়ন করতে হচ্ছে, "অস্তাইনু বিস্সবরি ওয়াস্সালাত" অর্থাৎ "তোমরা সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সেই নযম আমার কানে সর্বদাই বাজতে ছিল–

"ম্যায় থা গরীব ও ব্যাকাস ও গুমনাম
বে- হুনার কোই না জানতা কে হ্যা কাদিয়াঁ কি ধার..... ইক কাতরা উসকে ফযলনে দরিয়া বানা দিয়া ম্যায় খাক থা উসিনে সুরাইয়্যা বানা দিয়া।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি কথা ছিল আর তা হ'ল, যদি কারো সাধ্য থাকে –সংগতি থাকে তবে যেন সে কাদিয়ান আসে। আমি দেখলাম এখন মসীহ মাওউদ (আঃ) ও খলীফা কেউই কাদিয়ানে নেই। তারপরও কাদিয়ানের আধ্যাত্মিক পরিবেশ এমন! যখন স্বয়ং মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র সঙ্গী এবং তারপর খিলাফতের অস্তিত্বে কাদিয়ানে উপস্থিত ছিল তখন না জানি কেমন ছিল কাদিয়ানের আধ্যাত্মিক পরিবেশ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে আহমদী বানিয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এক মহা অনুগতকারীর জন্মভূমিতে এবং বিচরণ ভূমিতে নিয়েছেন। জলসার ফাঁকে যখনই সুযোগ পেয়েছি বায়তুদ্‌দোয়াতে দোয়া করেছি। বিশেষভাবে এই দোয়া করেছি যে, আল্লাহ্‌ যেন পৃথিবীতে তাঁর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ভূমি পবিত্র মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারাতে যাওয়ার ও পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার তৌফীক দান করেন। যখন আমরা ১৮ই নভেম্বর, ২০০০ শনিবার জলসার শেষ অধিবেশনে সমাপনী দোয়া করছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষিত হচ্ছে। ফিরিশ্‌তাদল খোদার আশীষের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে সবার গায়ে। আধ্যাত্মিক অবগাহনে পুলকিত প্রতিটি অন্তরাত্মা। এ যেন এক মিলন মেলা। বিরহের সুর বাজতেই অজানা আশংকা। আবার দেখা হবে তো এই পবিত্র শহরের সাথে ? হৃদয় আবার পসরা মেলে যেতে পারবে তো এই মহামানবের জন্মভূমি বিপাসা নদীর তীরে ?

জলসা শেষ হতেই 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনি মুখরিত করে তুললো কাদিয়ানের আকাশ বাতাস। ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) লোকের সমাগম। কোলাকুলিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বুযূর্গদের সাথে ছবি তোলা, দোয়া চাওয়া এগুলো ছিল সত্যিকার অর্থেই নয়নাভিরাম। পুলকিত চিত্তে ব্যথাতুর হৃদয়ে বিদায়ের আগে শেষ দেখাটুকু করতে ব্যস্ত সবাই প্রিয় ব্যক্তিত্বের সাথে, নতুন বন্ধুদের সাথে।

১৯শে নভেম্বর, ২০০০ রবিবার রাতের বাসে করে আমি, পাভেল ভাই, নোয়াখালীর প্রেসিডেন্ট সাহেব, মনোয়ার ও আনোয়ার ভাই, নাজমুল ভাই (তিনি আহমদী না হওয়া সত্ত্বেও জলসায় এসেছিলেন) আমরা রওয়ানা দেই নয়া দিল্লীর উদ্দেশ্য। ২০ তারিখ সকালে পৌছলম নয়া দিল্লী। মসজিদে গিয়ে ব্যাগেজ রেখে গোসল করে প্রথমে যাই ট্রেনের রিজারভেশন করতে। এরপর আমরা দিল্লীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন– লাল কিল্লা, মাহাত্মাগান্ধীর সমাধিস্থল–রাজঘাট, ইন্দিরাগান্ধীর সমাধিস্থল–শক্তিশালা, রাজীবগান্ধীর সমাধিস্থল–বীরভূম, ইন্ডিয়া গেট, রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার, কুতুব মিনার, জুমা মসজিদ, লোটাস ট্যাম্পল ইত্যাদি দেখি।

২১শে নভেম্বর, ২০০০ আমি, আমেরিকার সদর মুরব্বী সাহেব ও তাঁর বিবি, কানাডার এক ভদ্রলোক ও তাঁর বিবি, পাভেল ভাই, মিঠু ভাই, লতিফ ভাই, আনোয়ার ও মনোয়ার ভাই নোয়াখালীর প্রেসিডেন্ট মোরশেদ সাহেব ও নাজমুল ভাই, আগ্রা কোর্ট, মিনি তাজমহল, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য তাজমহল, ফতেহপুর শিকরি, মথুরা ও বৃন্দাবন দেখি। রাত ২.০০টায় আমাদের যাত্রা শেষ হয়। মথুরায় আমি হযরত শ্রী কৃষ্ণ (আঃ)-এর জন্মস্থানে দাঁড়িয়ে কলেমা পাঠ করেছি ও বাইরে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করেছি আল্লাহ্‌ যেন এই নবীকে শির্ককারীদের কবল থেকে মুক্তি দেন।

২২শে নভেম্বর, ২০০০ তারিখে আবার লালকিল্লা, কুতুবমিনার, লোটাস ট্যাম্পল,ও International Trade fair -২০০০ এ যাই। ২৩শে নভেম্বর, ২০০০ বৃহস্পতিবার ভোরে কালকা মেইলে করে হাওড়া (কলকাতা) ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লী ত্যাগ করি। ২৪শে নভেম্বর, ২০০০ কলকাতা মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করি। ঐদিন নিউমার্কেটেও গিয়েছিলাম। মার্কেটে সরাইলের খোকা মামা ও মুন্সেফ মামার সাথে দেখা হয়। ২৫শে নভেম্বর, ২০০০ শনিবার বাংলাদেশে ফিরে আসি। আসার সময় এই দোয়াই করছিলাম, "হে খোদা! আমার কাদিয়ান আসাকে অর্থহীন করো না। কাদিয়ান থেকে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু এর বরকত যেন সব সময়ই আমার সাথে থাকে। কল্পনার বাইরে থাকা সত্ত্বেও যখন কাদিয়ান এনেছো তখন আমার আমলসমূহকে ব্যর্থ করো না আর আমাকে বিপথগামিতা থেকে সর্বদা রক্ষা করো, আমীন, সুম্মা আমীন।

–মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব জয়

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

কাদিয়ান সফর ও অভিজ্ঞতা

কোন এক শুক্রবারে তারিখটা মনে নেই নামাযে এলান হ'ল, যারা কাদিয়ান যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তারা যেন দরখাস্ত করেন আমীর সাহেবের বরাবরে। ঐ মুহূর্তে আমার পাসপোর্ট ছিল না বিধায় আমি দরখাস্ত করতে পারি নি। ইতোমধ্যে পাসপোর্ট বানাতে দিয়েছি। এরপর হতে নামায পড়ে পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি, হে আল্লাহ্! আমার কাদিয়ান যাওয়ার ব্যবস্থা তুমি করিও। যাক ১৭ দিন পর আমার পাসপোর্ট আমার হাতে আসে। আমি পাসপোর্টের কপি দিয়ে ন্যাশনাল আমীর বরাবর দরখাস্ত করি। ২/৩ দিন পর জানতে পারি আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এবার নিমন্ত্রণ পত্রও পেয়ে গেলাম। নিমন্ত্রণ পত্রখানা নিয়ে ভিসা ও ডলার এনডোর্জের কাজ সারা হয়।

এবার যাত্রার পালা। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল ও করমে ১১/১১/২০০০ইং তারিখ দিবাগত রাতে ১০টায় দিগন্ত নামের কোচে উঠে আমরা ১৪ জন বেনাপোলের দিকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে কলকাতা যাত্রা করি। ১২/১১/২০০০ইং তারিখে ভোর ৪টার সময় বেনাপোল পৌছেছি। গেষ্ট হাইজে উঠেছি। এই চৌদ্দজনের মধ্যে মহিলা ছিলেন ৫ জন। বর্ডার হতে বনগাঁ, শিয়ালদা হয়ে ২০৫নং পার্ক সার্কাস অর্থাৎ আমাদের মসজিদে উঠি তখন বেলা ৩টা। প্রথমেই কলকাতার কায়েদ জনাব আবদুল হামিদ করিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনি বললেন, ভ্রমণ করে আসছেন একটু বিশ্রাম নিন, তারপর খাওয়া ও বিশ্রাম শেষ করে আমার নিকট আসুন। চিন্তার কারণ নেই যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। গেষ্ট হাইজে সুন্দরবন ও চট্টগ্রামের কিছুলোক আগে থেকেই ছিলেন। কাদিয়ান যাওয়ার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে তাদের সঙ্গে দেখা করি। কায়েদ সাহেব বললেন, কলকাতা হতে কাদিয়ান আসা-যাওয়া বাবদ প্রত্যেকে ৮০০ রুপী দেবেন। সেই হিসাবে আমরা টাকা দিয়ে দেই এবং যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। ১২ তারিখ রাতে হাওড়া রেল ষ্টেশন হ'তে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বাংলাদেশের জন্যে ট্রেনের একটি কামরা ছিল যার নাম্বার ছিল ১০। বাকী কামরা ছিল আসাম, গোহাটী, উড়িষ্যা ও কলকাতার লোকদের জন্য। পশ্চিম বঙ্গের আমীর জনাব মাশরেক আলী সাহেবও এই গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

হাওড়া হতে প্রায় ৯টায় কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে ট্রেনটি ছাড়ে। সম্পূর্ণ ট্রেনটি আমাদের জন্য রিজার্ভ ছিল। এই ট্রেনের যাত্রীর সংখ্যা ১২০০ জন আহমদী। ট্রেনে উঠার পর বাংলাদেশী এক খাদেম আমাকে একটি চিঠি দিলো। চিঠি খুলে দেখলাম, আমাকে আমীরে কাফেলা বানিয়ে ন্যাশনাল আমীর সাহেব চিঠিটা পাঠিয়েছেন। আমি চিঠি পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার কাদিয়ান যাওয়ারই ঠিক ছিল না সেখানে আমীর কাফেলা! আমি এই চিঠি পেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্! তুমি মহান, তুমি আমাকে এত বড় দায়িত্ব দিয়ে কাদিয়ান পাঠালে যার শুক্‌রিয়া আদায় করে শেষ হবে না। ট্রেন চলতে লাগল। ডানে বামে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম। যান-বাহনের মধ্যে গরীব অধ্যুষিত অঞ্চল-গুলোতে দেখতে পেলাম সাইকেলের সমাবেশ বেশী ও প্রাধান্যও দেয় বেশী। স্কুলে, বাজারে ও অফিসে যাতায়াত করে বেশীর ভাগ সাইকেলে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তবে বেশীর ভাগ লোকই দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। আমাদের গাড়ীতে কোন খাবার কামরা ছিল না যদ্দরুন ষ্টেশনে ষ্টেশনে নেমে নাস্তা পানি ইত্যাদি নিতে হয়। এতেও বেশ আনন্দ লাগত। খাবার মধ্যে যেমন, লুচি, পিঁয়াজী, আলুচপ, সিঙ্গারা, চানাভাজা, আলুর দম, কলা ও পাউরুটি, চা ইত্যাদি। এ ছিল যাত্রাপথের খাবার। আমরা ভেতো বাঙ্গালী তাই একটু কষ্ট হয়েছে বৈকি। গাড়ীতে বিভিন্ন জায়গার ভাই-বোন ছিলেন। আমাদের কামরায় উড়িষ্যার এক ভাই ছিলেন। তার সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়েছে। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটি ডাইরেক্টর ফুড।ফানাফিল্লাহ্ হয়ে গেছেন। কথায় কথায় শুধু কান্না করেন। তাঁকে আমার খুবই ভাল লাগল। আরও অন্যান্য জায়গার ভাইদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তারা জামাতের দিকে বেশ এগিয়ে যাচ্ছেন বলে আমার মনে হ'ল। গাড়ীতে নামাযের ব্যবস্থা ছিল। সদর মুরব্বী (কলকাতা) নামায পড়াতেন। মুরব্বী সাহেব খুবই মিশুক ও সদালাপী। তিনি কাশ্মীরের লোক। এইভাবে ট্রেন যাত্রা শেষ করে ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় কাদিয়ান স্টেশনে পৌছি। আমাদের স্বাগতম জানাতে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ও আরও খাদেম বাস নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত হন এবং নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশী ভাই-বোনদের সোজা গেস্ট হাউজে নিয়ে যান এবং থাকার ব্যবস্থা করেন। আমাদের খেদমত করার জন্য কয়েকজন খাদেম আগে থেকেই রেখেছিলেন। গেষ্ট হাউজে পৌছার পর ২টি করে কম্বল দিয়ে বিছানা করে দেন। যে কয়েকজন খাদেম ছিলেন তারা সবাই মোয়াল্লেম ট্রেনিং-এ আছেন। সত্যিই তাদের ব্যবহার ও আপ্যায়ন ভোলার মত নয়। আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা হওয়ার পর আমি নীচ তলার রুমে যাই এবং দেখি একটি রুমে প্রায় ৩০ জন লোক। অন্য রুমে ২০ জন। মেয়েদের রুমে ১৩ জন ও উপরে আমরা ৭ জন মোট ৭০ জন লোক। বাংলাদেশী আমীরে কাফেলা হিসাবে ওখানের লোকজন আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেছেন এবং আমাদের লোকজনও সম্মান করেছেন। জামাতীভাবে এত বড় সম্মান আমি আর পাই নি। তাই আল্লাহ্‌র নিকট অনেক অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এবার কিছুটা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রথমে যে রুমে ঢুকি সেই রুমে মোফাক্কর হোসেন ওরফে সবাইর 'নটু ভাই'কে ঐ রুমের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আমি সবাইকে বললাম, রুম হতে কোথাও যেতে হলে নটু ভাইকে বলে যাবেন। যদি কোন খাদেমের প্রয়োজন হয় বা কোন অসুবিধা হয় তাহলে 'নটু ভাই' আমাকে জানাবেন। এবার অন্য রুমে গেলাম। উহাতে সুন্দরবনের আমীর সাহেব ছিলেন। তাকেও একই দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। সুন্দরবনের আমীর সাহেব আমাকে বললেন, আমার রুমে সুন্দরবনের খাদেম দিবেন না কারণ এরা আমার ছাত্র তাই একটু অসুবিধা আছে। যাক তার কথা রাখার চেষ্টা করেছি। মোবাল্লেগ ট্রেনিং-এ আছেন এক আহমদী ভাই যার নাম জনাব আবদুল মতিন। রাতে আমার রুমে আসলেন। মতিন সাহেবের সঙ্গে কুশলাদি আদান-প্রদান হওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, আপনাদের সবাইর নাম লিখে আমার নিকট দিন আমি রাতে রেজিষ্ট্রেশন কার্ড বানিয়ে সকালে আপনার নিকট পৌছাব। আমি তৎক্ষণাৎ সবাইর নাম লিখে তার নিকট দিয়ে দিলাম। সকাল বেলায় তিনি কার্ড নিয়ে উপস্থিত।

মতিন সাহেব বললেন, আজ আপনারা ফ্রি, আমার সঙ্গে চলুন মিয়াঁ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেব। প্রথমে মিয়াঁ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খবর পাঠালেন এই বলে যে, বাংলাদেশের কিছু আহমদী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর পাঠালেন যে, তিনি আসছেন, আপনারা মসজিদে মোবারকে যান। আমরা মসজিদে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। আমরা প্রথমেই ন্যাশনাল আমীর ও বাংলাদেশের আহমদী ভাইদের সালাম জানালাম, উত্তরে- **ওয়া আলায়কুমুস সালাম**, বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীর সাহেব আচ্ছা হায়তো, মেরা সালাম দে দেনা'। এবার আমাদের পরিচিতি আরম্ভ হ'ল। এক পর্যায়ে আমি বললাম, ছবি নেব আপনার। তিনি হাসি মুখে বললেন, 'ঠিক হ্যায় লে লো'। আমরা তাঁর সঙ্গে ছবি নেয়া শুরু করলাম। তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল, তবুও তিনি আমাদের সঙ্গে ছবি উঠালেন। ছবি তোলা পর্ব শেষ করে, মতিন সাহেব আমাদের নিয়ে গেলেন মসীহে মাওউদ (আঃ) কোথায় দোয়া করতেন এবং কোথায় নামায পড়তেন এই জায়গাগুলো দেখালেন এবং বুঝালেন। এক ফাঁকে আমরা যারা সুযোগ পেয়েছি বায়তুদ্ দোয়ায় ২ রাকাত নফল নামায আদায় করেছি। তারপর মতিন সাহেব আমাদেরকে বেহেশ্‌তি মাকবেরায় নিয়ে যান এবং সেখানে আমরা দোয়া করি। দোয়ার সে কি দৃশ্য, না দেখলে বুঝা যাবে না! প্রত্যেক দিন দোয়া হচ্ছে। তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য রাত ৩টায় মসজিদে আকসায় চলে যেতাম ফজর নামায পড়ে। বেহেশ্‌তি মাকবেরায় দোয়া করতে যেতাম। সব আহমদী ভাই বিশেষ করে বাংলাদেশের আহমদী ভাই-বোনদের জন্যে মন ভরে দোয়া করেছি। বায়তুদ্‌দোয়ায় লাইন দিয়ে নামাযের সুযোগ নিতে হয় কারণ ইহা একটি ছোট রুম। ২ জন দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব এর বেশী নয়, তাই লাইনে দাঁড়াতে হয়। আমরা পরে যতবার গিয়েছি লাইনের মাধ্যমেই রুমে ঢুকে দোয়া করতে হয়েছে। ঐ রুমে যে কান্নার রোল পরে তা নিজে না দেখলে বিশ্বাস করা মুস্কিল। কি মহিলা কি পুরুষ বিগলিত চিত্তে দোয়া করে। মন চায় না এই ছোট রুম হতে বাইরে আসি। কিন্তু উপায় নেই আরও ভাই দাঁড়িয়ে আছেন দোয়া করার জন্য। ১৬ তারিখ হ'তে জলসা শুরু হয়। নাস্তার পর্ব শেষ করে সরাসরি জলসায় গিয়ে বসি। প্রথম দিন জলসা বেশ কাটল। ২য় দিনের ২য় সেসনে দেখতে পাই মঞ্চে বাংলাদেশের এক খাদেম বসা যার নাম মোঃ এহসানুল হাবিব (জয়)। কিছুক্ষণের মধ্যে তার বক্তৃতার পালা এসে যায়। কীভাবে মঞ্চে গেল আমার জানা নেই তবে বক্তৃতা খুব সুন্দর হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। উর্দূতে বক্তৃতা দিয়েছিল বিধায় যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। পানাউল্লাহ্ সাহেবের বাংলা নযমের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করি কিন্তু পারলাম না। তাদের কথা 'পহেলে প্রোগ্রাম বানা লিয়া, আভি নেহী হোগা'।

যাক্ শেষ পর্যন্ত দরবেশ ওমর আলী বাঙ্গালী সাহেবের প্রচেষ্টায় জলসার ৩য় দিনের ২য় অধিবেশনে নযমের জন্য মঞ্চে ডাকা হ'ল কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈকালের সেসনে বৃষ্টি আরম্ভ হয় যদ্দরুন জলসার কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তাই নযম দেয়া হ'ল না। ১৬, ১৭ ও ১৮ তারিখ বেশ সুন্দরভাবে জলসা উপভোগ করলাম। ১৯ তারিখ সমস্ত দিন মসজিদে মোবারকে বায়তুদ্ দোয়ায় বহু কষ্টের পর সুযোগ পেলাম ও মন ভরে দোয়া করলাম এবং ২ রাকাআত নফল নামায আদায় করলাম। তারপর বেহেশ্‌তী মাকবেরায় যাই ও দোয়া করি এবং কিছু ছবিও তুলি। ২০ তারিখও এমনিভাবে দিন কাটল। সন্ধ্যায় মাগরিবের নামায পড়ার পর কলকাতার কায়েদ সাহেব বললেন, আপনারা তৈরী থাকবেন, গাড়ী আসবে ও স্টেশনে নিয়ে যাবে। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। গাড়ী আসল রাত ২টায়। মোয়াল্লেম ভাইয়েরা আমাদের ডেকে গাড়ীতে উঠালেন এবং তারাও আমাদের সাথে ষ্টেশনে বিদায় দিতে আসলেন। যারা আসলেন তাদের মধ্যে অন্যতম জলসা কমিটির চেয়ারম্যান, আবদুল মতিন ও মোয়াল্লেম সাহেবান। ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে ৪টার দিকে গাড়ী আসল। আমাদের নির্ধারিত ১০নং কামরায় উঠলাম। ৪.১৫ মিনিটে কাদিয়ান ষ্টেশন হ'তে বিদায় নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। গাড়ীতে যথারীতি নামায চলছিল, এক পর্যায় কলকাতার সদর মুরব্বী আমাকে যুহর-আসর ও মাগরিব-এশা নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমি অনুরোধ রক্ষা করে নামায পড়ালাম। পূর্বের মতই ষ্টেশনে ষ্টেশনে পানি, নাস্তা খেয়ে ২৪ তারিখ বিকালে আমরা কলকাতায় পৌছি। পরবর্তী দিবসে জুমুআর নামায আদায় করি ও গেস্ট হাউজে ২দিন অবস্থান করি। এই দু'দিনে কিছু কেনাকাটা করি এবং কলকাতাবাসীর গর্বের মেট্রো আন্ডার গ্রাউন্ডের রেলপথে কিছুক্ষণের জন্য ৫ টাকার টিকেট কিনে বেড়ালাম। সময়মত গাড়ী আসল ও সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলল। আমরা তড়িঘড়ি করে গাড়ীতে উঠলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ধর্মতলা হতে টালিগঞ্জ যাই আবার টালিগঞ্জ হতে ধর্মতলা আসি। ২৬ তারিখ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে কলকাতা হ'তে শিয়ালদা, বনগাঁ হয়ে বর্ডারে আসি। সমস্ত বিকাল কাটিয়ে রাত ৮ টায় 'দিগন্ত' নামের কোচে উঠি। ৮.৩০ মিনিটে কোচটি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে ৫টায় গাবতলী পৌছি। সহী সালামতে দেশে ফিরায় আল্লাহ্‌তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে শেষ করছি।

– সৈয়দ আব্দুল হান্নান

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর রিজিওনের ৫ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৪ ও ২৫শে নভেম্বর,২০০০ইং তারিখে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হেলেঞ্চাকুড়ি আহমদীয়া মসজিদে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর রিজিওনের ৫ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতদঞ্চলের ১৩টি মজলিস থেকে প্রায় শতাধিক আনসার, খোদ্দাম এবং প্রায় ২০ জন জেরে তবলীগ ভ্রাতা উক্ত ইজতেমায় শরীক হয়েছিলেন। অংশগ্রহণকারী মজলিসগুলির নাম আহমদনগর, বীরগঞ্জ, ডোহান্ডা, জগদল, ভাতগাঁও, দিনাজপুর, হেলেঞ্চাকুড়ি, সৈয়দপুর, নীলফামারী, চড়াইখোলা, শ্যামপুর, রংপুর ও গাইবান্ধা।

কে. এম. মাহবুব-উল ইসলাম
রিজিওনাল নায়েম

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়ার ৯ম বার্ষিক তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাস-২০০০ইং

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়ার উদ্যোগে ৪ঠা ডিসেম্বর হ'তে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ম বার্ষিক তা'লীম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

মোঃ মারুফুর রহমান
সেক্রেটারী ৯ম তাঃ তরঃ ক্লাস-২০০০ইং

মীরপুর মজলিসের ৫ম বার্ষিক তা'লীম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মীরপুরের উদ্যোগে গত ৮.১২.২০০০ইং হ'তে ২২.১২.২০০০ইং তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী ৫ম বার্ষিক তা'লীম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

মোতামাদ
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, মীরপুর

তাহরীকে ওয়াকফে নও

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) মহান আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ১৮৮৯ইং সনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৯ সনে জামাতের প্রথম শত বার্ষিকী জুবিলী উদযাপনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ইসলামের সৌন্দর্য ও আদর্শ প্রস্ফূটিত হয়ে আজ নিখিল বিশ্বের ১৭০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা আর অষ্ট্রেলিয়ার বুকে। লক্ষ কোটি মানুষ দলে দলে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করছে।

আগামী শতাব্দীতে আরো ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিরাট তরবীয়তী কার্যক্রমের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ সুসংগঠিত জীবন উৎসর্গীকৃত ধর্মপ্রাণ এক বাহিনীর প্রয়োজন। যারা শিশুকাল হতে প্রশিক্ষণ পেয়ে চরিত্রবান, পুণ্যমনা, ধর্মপরায়ণ মুবাল্লিগ ও মুনতাজিম হিসাবে গড়ে উঠবে, আর আজীবন এ কাজে নিয়োজিত থাকবে।

এই পবিত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮৭ সনে ৩রা এপ্রিল লন্ডনে মসজিদ ফযলে জুমুআর খুতবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় খলীফা সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) "ওয়াকফে নও" নামক একটি নূতন পরিকল্পনা সারা বিশ্বের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সামনে পেশ করেন। ওয়াকফে নও এর অর্থ নব উৎসর্গীকৃত।

আমরা এখানে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্তির নিয়মকানুন, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, শিশু ও পিতামাতাগণের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে হুযূর (আইঃ) সময়ে সময়ে জামাতকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেছেন তার বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে সংক্ষেপ আলোচনা করছি।

সন্তান ওয়াকফ্ করার পদ্ধতি ঃ

যারা নিজ সন্তানকে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করতে চান তারা সন্তান গর্ভে আসার পূর্বে অথবা সন্তান গর্ভে আসার পরে দোয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একমত হয়ে হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে এ মর্মে দরখাস্ত করবেন যে, হুযূর (আইঃ), আমাদের ভাবী সন্তানকে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে ইসলাম তথা আহমদীয়তের সেবার জন্য আপনার পবিত্র **ওয়াকফে নও স্কীমের** অধীনে ওয়াকফ (উৎসর্গ) করছি। দয়া করে তা গ্রহণ করুন। হুযূর আকদস (আইঃ)-এর দফতরে ওয়াকফে নও বিভাগে উক্ত দরখাস্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে Reference No. (রেফারেন্স নং) প্রদান করলে পরে আপনার সন্তান ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে উৎসর্গকারী প্রয়োজন ঃ

হুযূর (আইঃ) বলেন, "আমি খুবই চেষ্টা চালাতে থাকি, কিন্তু সাধারণভাবে কতক বিশেষ শ্রেণীর লোক কার্যতঃ নিজদিগকে জীবন উৎসর্গকারী হিসাবে ব্যতিক্রম মনে করে। কার্যতঃ জামাতের যে উৎসর্গকারী লাভ হতে থাকে উহা জীবনের সকল পর্যায় থেকে আসে নি। কতক খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরাও নিজেদের সন্তানকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে যে শ্রেণীকে খুব একটা শ্রদ্ধার সাথে দেখা হয় না অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণী এবং মাঝামাঝি যে শ্রেণী রয়েছে তাদের মধ্য থেকে সন্তান-সন্ততি উপস্থাপিত হতে থাকে। এ শ্রেণী থেকে উৎসর্গকারী আসা এসব জীবন উৎসর্গকারীদের সম্মান বৃদ্ধি করার কারণ, সম্মান হানি করার কারণ নয়। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণী থেকে না আসা এ সব শ্রেণীর সম্মান হানি করার অবশ্যই কারণ হবে।"

"যদি বাহ্যিক সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের সন্তানদের উৎসর্গ না করেন, তাহলে ইহা বলতে চাই যে, তাদের সম্মান অবশিষ্ট থাকবে না। খোদার দৃষ্টিতে তারা নিজেদেরকে নিজেরা ভবিষ্যতে লাঞ্ছিত করতে থাকবে।"

"নবীগণের সন্তান ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কেউ সম্মানিত হতে পারে না। নবীগণ এমন বিনয়ের সাথে উৎসর্গ করেছেন, এমনভাবে অনুনয় বিনয় করে দোয়া করতে করতে এবং কাঁদতে কাঁদতে নিজ সন্তান উৎসর্গ করেছেন যে, মানুষ তাদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়।"

যাদের সন্তান-সন্ততি জন্মে না বা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বন্ধ্যা তাদের দোয়া করার পদ্ধতি ঃ

"আগামী শতাব্দীতে জীবন উৎসর্গকারীগণের অতীব প্রয়োজন। জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় জীবন উৎসর্গকারীগণকে এ শতাব্দীতেই আমরা প্রকৃতপক্ষে খোদার সন্নিধানে উপহার হিসাবে উপস্থাপন করতে থাকবো।

এ জন্য যাদেরই সৌভাগ্য হয় তারা উপহারের জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন। হতে পারে, এ নিয়্যতে উপহারের প্রসাদে কতক এমন পরিবার যাদের সন্তান-সন্ততি জন্মে না, বা এমন স্বামী-স্ত্রী যারা কোন না কোনভাবে সন্তান থেকে বঞ্চিত আল্লাহ্‌তাআলা কুরবানীর আত্মাকে গ্রহণ করতে গিয়ে তাদেরও সন্তান-সন্ততি দিয়ে দেন। খোদাতাআলা ইতঃপূর্বে ইহা করে দেখিয়েছেন। যেসব নবী সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন, উৎসর্গের খাতিরে দোয়া করেছিলেন, তাই কখনও কখনও বৃদ্ধ বয়সেও তাঁদের সন্তান হয়েছে। এমন আকারেও হয়ে যায়, স্ত্রীও বন্ধ্যা এবং স্বামীও বৃদ্ধ। হযরত যাকারিয়্যা নবীকে দেখুন, কত মর্যাদাসম্পন্ন দোয়া করেছেন। এ আবেদন করেছেন, "হে খোদা! আমিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার মাথা উত্তপ্ত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বয়সের শিখায় হাড় পর্যন্ত জ্বলে গেছে। আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, সন্তান হচ্ছে না, সন্তান জন্ম দেয়ার কোন যোগ্যতাও নেই। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা যে, তোমার পথে একটি সন্তান উপস্থাপন করি, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো"। যাকারিয়্যা (আঃ) এমন মহিমার সাথে ও ব্যথা-বেদনার সাথে এ দোয়া করেছিলেন, ঐ দোয়ারত অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলা জবাব দিলেন যে, "আমরা তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছি" (সূরা মরিয়ম দ্রঃ)।

পুত্র সন্তানের জন্য দোয়া ঃ

মায়েরা এ দোয়া করুন, "হে খোদা! আমাকে একটি পুত্র সন্তান দাও, কিন্তু যদি তোমার সকাশে কন্যা হওয়াই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কন্যাই তোমার সন্নিধানে উপস্থাপিত করছি। 'মা ফী বাত্নী' - যা কিছুই আমার গর্ভে রয়েছে।"

আর পিতাও ইব্রাহীমী দোয়া করুন, "হে খোদা! আমাদের সন্তানকে নিজের জন্য মনোনীত করো, তাকে তোমার নিজের করে নাও, তোমারই করে নাও।"

এমন অনেক দম্পতির ঘটনা আমরা জানি যে, বিবাহের ১২ বছর পরেও কোন সন্তান হচ্ছিল না কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ)-এর উপরোক্ত শিক্ষা অনুসারে নিয়্যত ও বিনীত দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের সন্তান হয়েছে এবং বেশীর ভাগ পুত্র সন্তান। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সারা বিশ্বে প্রায় ১৯ হাজার ওয়াকফে নও শিশু রয়েছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার-ই পুত্র সন্তান। চট্টগ্রাম

জামাতে ওয়াকফে নও শিশুদের সংখ্যা অদ্য পর্যন্ত ৩২ জন। এর মধ্যে পুত্র সন্তান ২১ জন। মেয়ে সন্তান ১১ জন। এটিও আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ।

লেখাপড়া ও ভাষা শিক্ষা কীরূপ হওয়া উচিত ঃ

"ওয়াকফে নও বালিকাদের যতটা সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে পিতা-মাতা অনেকবার প্রশ্ন করে থাকেন যে, আমরা তাদেরকে কেমন করে গড়বো ? পুরুষদের বেলায় বা বালকদের বেলায় যা প্রযোজ্য তার সব কথা বলে দিয়েছি। এগুলো এদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। বালকদেরকে আমরা শামলিয়ে নেবো। আমরা তাদেরকে জামেয়াতে ভর্তি করাবো। বিশেষ কোন দেশ তাদের জন্য নির্ধারিত করা হবে। ভাষায় ওপরে তাদের পারদর্শী বানানোর চেষ্টা করা উচিত। যতটা বালিকাদের শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদেরকে বিশেষ সাবধানতার সাথে শিক্ষা দেয়া আবশ্যক অর্থাৎ Education এবং Instruction (Bachelor Degree in Education) সম্ভবতঃ বলা হয়ে থাকে বা উহার নাম যা-ই হোক না কেন দাবী এই যে, বালিকাদের শিক্ষিকা বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়াও। তারা শিক্ষকতার পেশা হয় গ্রহণ করুক বা না করুক, তাদের জন্য ইহা কল্যাণজনক হতে পারে। এমনিভাবে লেডি ডাক্তারের ভূমিকা জামাতে অনেক বেশী রয়েছে। আবার কম্পিউটার স্পেশালিষ্টের প্রয়োজন। পুনরায় টাইপিষ্টের প্রয়োজন। আর মেয়েরা এসব কাজ পুরুষদের সাথে মেলা-মেশা ব্যতিরেকে সাধন করতে পারে। আবার তাদেরকে ভাষাবিদও বানানো উচিত অর্থাৎ সাহিত্যিক দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক থেকে তাদেরকে শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত করে গড়ে তোলা উচিত যেন এ জামাতের পুস্তকাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা সেবা প্রদান করতে পারে" [হুযূর (আইঃ)-এর খুৎবা জুমুআ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯, হল্যান্ড]।

"ভবিষ্যতে নিজেদের ওয়াকেফীন প্রজন্মকে কমপক্ষে ৩টি ভাষায় পারদর্শী করতে হবে। তা হল ঃ ১) আরবী, ২) উর্দ্দূ এবং ৩) স্থানীয় ভাষা। আরবী ভাষা শিখার সাথে সাথে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উর্দ্দূ সাহিত্য পাঠ করানোও আবশ্যকীয় আর শিশুদের এমন উন্নত মানের উর্দ্দূ শিখানো আবশ্যক যেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উর্দ্দূ সাহিত্য থেকে সরাসরি উপকৃত হতে শিখে। তাহলে পরে ইনশাআল্লাহ্ আগামী শতাব্দীর জন্যে অধিকাংশ দেশে আহমদীয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করার জন্যে খুবই ভাল মুবাল্লিগ সরবরাহ করা যাবে।"

"এতদ্ব্যতিরেকেও বালিকাদের ক্ষেত্রে ঘর-গেরস্তির উন্নত মানের শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। তাদেরকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। কেননা, সেদিন বেশী দূরে নয় যে, ঐ ওয়াকেফীন বালিকারা ওয়াকেফীন বালকদের সাথে বিয়ে-সাদী করবে।"

[হুযূর (আইঃ)-এর খুৎবা জুমুআ ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ হল্যান্ড]।

ওয়াকেফীনে নও শিশুদের প্রতি ঃ

"ওয়াকেফীনে নও শিশুদের ওপরে কঠিন দায়িত্বভার রয়েছে। এই যে পাঁচ হাজার বা অধিক শিশু যতই হোক না কেন এ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাদের আগামী বিশ্বকে শামলাতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন নতুন জাতির চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং ইসলামের নব জীবনের জন্য, বড় বড় সংগ্রাম করতে হবে, বড় বড় মার্গ অতিক্রম করতে হবে। আপনি যদি এ বিষয়-বস্তুকে ভুলে গিয়ে সাধারণ অমনোযোগিতার অবস্থায় পূর্বতন জীবন-যাপন করতে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ওয়াকেফীনে নওদের ওপরে আপনার কুপ্রভাবগুলো ছেয়ে গেছে। এরপরে জামাত যতই চেষ্টা করুন না কেন তাদের সে রকম একটা সংশোধন করতে পারবে না। আমি দেখেছি জামেয়া আহমদীয়ায় [আহমদীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রাবওয়া, পাকিস্তান] যেসব কু-অভ্যাসগ্রস্ত শিশুরা আসে শিক্ষক অনেক জোর দেয়া সত্ত্বেও এসব কু-অভ্যাসের কিছু না কিছু থেকেই যায়, একেবারে মিটে যায় না। কু-অভ্যাসকে মিটানো খুবই কঠিন কাজ।"

[হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুৎবা]

সৌভাগ্যবান পিতা-মাতার প্রতি ঃ

আপনার ওয়াকেফীনে নও শিশু যখন যৌবনে পদার্পণ করবে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে এই ওয়াকফে থাকতে চায় কি চায় না। তাই পিতা-মাতার নিকট আকুল আবেদন এই যে, খোদা ও তাঁর রসূলের (সঃ) নিকট পেশ করার জন্য এ উপহারকে সাজিয়ে গুছিয়ে এমনভাবে পেশ করুন, খোদার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবচে' প্রিয় বস্তু যেভাবে পেশ করার আদেশ রয়েছে, এ উপহারের সৌন্দর্য হচ্ছে চরিত্র গঠন ও সংশোধন। এতে আমরা কোন চেষ্টারই যেন ত্রুটি না করি। শিশু পিতা-মাতার দুর্বলতাকে গ্রহণ করতে ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করে। তাদের কথার প্রতি কম দৃষ্টিপাত করে থাকে। যদি কথা বড় বড় কাজের হয় আর মাঝখানে দুর্বলতা থেকে যায় তাহলে শিশু মাঝখানের দুর্বলতাকেই গ্রহণ করবে। এজন্যে স্মরণ রাখা উচিত যে, শিশুদের তরবিয়তের জন্যে আপনারা অবশ্যই নিজেদের তরবিয়ত করুন।"

"এসব শিশুদের আপনারা ইহা বলতে পারেন না, "ব্যাস ! তোমরা সত্য কথা বলো, তোমাদের মোবাল্লিগ হ'তে হবে। তোমরা অবিশ্বস্ততার কাজ করো না, তোমাদের মোবাল্লিগ হতে হবে।

তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করো না। আর এসব কথা বলার পরে মা-বাবা এমন ঝগড়া-বিবাদ আবার এমন নোংরা কথা-বার্তা একে অপরের বিপক্ষে বলতে থাকে, এমন অসম্মানী করে যেন তারা বলে, শিশুদেরতো আমরা উপদেশ দিয়েই দিয়েছি এখন আমরা নিজেদের ইচ্ছেমত জীবন যাপন করি–ইহা হতে পারে না।"

"তাদের জীবনও যেমন শিশুদের জীবনও তেমনই। এমন পিতা-মাতার প্রতি শিশুদের এক কানা-কড়িও মূল্য নেই বা পরওয়া নেই, যারা নিজেরা মিথ্যে কথা বলে- তারা যতই শিশুকে বলে, "যখন তোমরা মিথ্যে কথা বলো, তখন আমাদের কষ্ট হয়।" অতএব আসুন, হে সৌভাগ্যশালী পিতা-মাতাগণ! আমরা মৌখিকভাবে উত্তম চরিত্রের উপদেশ না দিয়ে, নিজেদের জীবনে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। উল্লেখ্য যে, "তাহরীকে ওয়াকফে নও" স্কীমখানা বর্তমানেও জারী রয়েছে-আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উক্ত ঐতিহাসিক পবিত্র স্কীমে উৎসর্গ করে গর্বিত হোন"।

[৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, মসজিদ ফযল, লন্ডন]

সহায়ক পুস্তক ঃ ১) তাহরীকে ওয়াকফে নও ২) ওয়াকফে নও ৩) পাক্ষিক আহমদী ৪) ৫টি জুমআর খুৎবা সম্বলিত পুস্তক।

শাহ আলম খান
মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ,
চট্টগ্রাম।

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(২৩তম কিস্তি)

এখন আমি ঐসব মন্দ বিষয়ের উল্লেখ করছি যা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে ঃ

১। বিনা কারণে কসম খাওয়া, বিচারকের সম্মুখে কসম খেতে হয় বা এমন অন্য কোন বিশেষ ব্যাপারে হোক যেজন্যে কসম খাওয়া আবশ্যক হয় তখন কসম খাওয়া যেতে পারে। নতুবা এমনিতেই কসম খাওয়া যেন খোদাতাআলার নামের অবমাননা করা।

২। নৈরাশ্য যে, এখন আমার অসুবিধা দূর হতে পারে না। ইহা খোদাতাআলার ওপরে কু-ধারণার ফলে সৃষ্টি হয়।

৩। অন্তরে নোংরামী জমা করা। খোদাতাআলা এজন্যে অন্তর সৃষ্টি করেছেন যে, উহাকে তাঁর ঘর বানানো হয়। এজন্যে অন্তরকে আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়। আর যে অন্তরকে খারাপ করে সে যেন খোদাকে তাঁর ঘরে আসতে বাধা সৃষ্টি করছে।

৪। শরীয়তের বিধি-নিষেধকে অস্বীকার করা।

৫। পঞ্চম মন্দকর্ম হলো মিথ্যা ধর্মীয়-বিশ্বাস যেমন শিরক (অংশীবাদিতা) ইত্যাদি।

৬। ষষ্ঠ মন্দকর্ম হলো সমস্ত প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাসকে অস্বীকার করা, যেমন, খোদাতাআলার ফিরিশ্‌তাদের, রসূলগণের, ইলহামের, বেহেশ্‌তের ও দোযখের অস্বীকার করা।

৭। সপ্তম মন্দকর্ম হলো শরীয়তের আদেশসমূহ–হোক না তা ইবাদতের বিষয়ে বা সভ্যতা-কৃষ্টির বিষয়ে–ভঙ্গ করা। যেভাবে নামায না পড়া, হজ্জ না করা, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে আদেশসমূহ রয়েছে তা মান্য না করা। সচ্চরিত্রবান হওয়ার বিষয়গুলো পালন না করা, কেননা, যখন ঐসব আদেশসমূহকে খোদাতাআলা নিজের দিকে আরোপ করেছেন তখন ওগুলোকে মান্য না করা যেন আল্লাহ্‌তাআলাকে অসন্তুষ্ট করা। সুতরাং যেভাবে এসব বিষয়াদির ধার না ধারলে যেমন (আল্লাহ্‌র) বান্দাদের কষ্ট হয় তেমনি খোদাতাআলাও অসন্তুষ্ট হন।

৮। আট নম্বর মন্দকর্ম হলো খোদাতাআলার প্রতি ভালবাসার ঘাটতি।

৯। নবম মন্দকর্ম হলো খোদাতাআলা ও রসূল (সঃ)-এর অবমাননা করা।

১০। যতটা মন্দকর্ম অন্যদের সাথে করা হয় তা খোদাতাআলার সম্পর্কেও করা হয় যেমন, অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ইহা মানুষের সাথে করা হয়। খোদাতাআলার সাথেও হতে পারে। এভাবে আরও কতিপয় মন্দকর্ম আছে।

এখন আমি পুণ্য কর্ম সম্বন্ধে বলছি। প্রথমে ব্যক্তিগত পুণ্যকর্মসমূহ সম্বন্ধে বলছি ঃ

১) বীরত্ব ও সাহসিকতা ২) চৌকষ থাকা ৩) জ্ঞান শিক্ষা করা ৪) বিনয় ৫) আত্মাভিমান অর্থাৎ কোন মন্দ কর্ম হতে দেখলে খারাপ মনে করা ৬) কৃতজ্ঞতা ৭) সু-ধারণা ৮) আন্তরিকভাবে অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ৯) পরিশ্রম অর্থাৎ খুব কাজ করার অভ্যেস ১০) লজ্জাশীলতা ১১) দয়া-দাক্ষিণ্য, কারও দুঃখ-কষ্টকে অনুভব করা ১২) পুণ্য কর্মে উৎসাহ বোধ ও একে চালু রাখা ১৩) গাম্ভীর্য। অর্থাৎ অযথা ও বিনা কারণে অন্যকে কোন ব্যাপারে অনুকরণ না করা। আমাদের দেশে এ দোষ সর্বত্র দেখা যায়। ইংরেজরা যা করে তা নকল করা আরম্ভ করে। ১৪) উচ্চ সাহসিতা ১৫) ধৈর্য ১৬) স্বকীয়তা। অর্থাৎ বিনা কারণে অন্ধভাবে অনুকরণ না করা ১৭) কৃতজ্ঞ হৃদয়। অর্থাৎ মনে-প্রাণে অনুভব করা যে, অমুক এ অনুগ্রহ করেছে ১৮) সত্যানুসন্ধান অর্থাৎ সত্যের অন্বেষণ করা ১৯) কারও গুণগ্রাহী হওয়া ২০) সহানুভূতি। দয়া আর সহানুভূতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, দয়া অর্থে কারও কষ্ট দেখে তাকে সাহায্য করার ধারণা সৃষ্টি হওয়া আর সহানুভূতি অর্থ কারও কষ্ট দেখে মনে দুঃখ অনুভব করা ২১) নিজের অধিকার রক্ষার্থে মোকাবেলা করার শক্তি। অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের অধিকার উপেক্ষা করা অন্য কথা। অথবা এ রকম বলা যেতে পারে যে, নিজের দুর্বলতার কারণে তা না হয়। কিন্তু কারও চাপে নিজের অধিকার পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

২২) সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তি। অর্থাৎ এ শক্তি যে, পুণ্য কর্মে অন্যকে পিছনে ফেলে যাওয়া ২৩) নিজের হার ও পরাজয় মেনে না নেয়া। এমন কি কয়েকবার পরাজিত হলেও হার না মানা। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মুখে স্বীকার না করা বরং এতে তৃপ্তি লাভ না করা এবং উহার প্রভাব দূর করতে চেষ্টা করতে থাকা।

২৪) অতন্দ্র থাকা অর্থাৎ নিজের শত্রুর ব্যাপারে অমনোযোগী না হওয়া ২৫) সত্যকে স্বীকার করা ২৬) সহনশীলতা। অর্থাৎ, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা থাকা ২৭) পরিশ্রমী। যত কাজই সম্মুখে আসে বিচলিত না হওয়া ২৮) সাহসী ২৯) পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ। ৩০) লোকদেরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ যদি সাহায্যের সুযোগ আসে তাহলে অবশ্যই সাহায্য করবো ৩১) সাদা-সিদা জীবন-যাপন করা। নিজের আত্মার আরাম-আয়েশের জন্যে বেশী খরচ না করা। ৩২) নিজের মান-সম্মান রক্ষা করা ৩৩) অন্যের গুণগ্রাহী হওয়া ৩৪) প্রত্যেক কথায় মধ্যম পথ অবলম্বন করা।

এখন আমি ঐসব পুণ্য কর্ম সম্বন্ধে বলবো যা অন্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে ঃ

ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী পুণ্যসমূহ এগুলো - ১) যিক্‌রে ইলাহী (বিভুস্মরণ)। লেখা আছে যে, যেখানে যিক্‌রে ইলাহী হয়ে থাকে সেখানে ফিরিশ্‌তারা ভীড় জমায়। আর রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিরিশ্‌তারা সে স্থানকে ঘিরে রাখে। ২) পবিত্রতা প্রকাশ। কারণ এই যে, যেখানে ফিরিশ্‌তারা অবতীর্ণ হন সেখানে সুগন্ধি লাগানোর আদেশ রয়েছে। যেভাবে জুমুআর দিনে গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানো সুন্নত অর্থাৎ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে যা করেছেন। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ

একটিয়া রেসিমোসা
Actea Racemosa
(Black Snake-Root)

এই ঔষধকে সিমিসিফিউগা (Cimicifuga)-ও বলা হয়। মহিলাদের রোগ-ব্যাধিতে এই ঔষধ অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় সৃষ্ট কয়েকটি পীড়ায় এটা খুবই উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। সাধারণতঃ মহিলাদের মাসিকের সময় রক্তাস্রাব যদি খোলাসাভাবে নিঃসরিত হয় তাহলে তাদের বেশীরভাগ কষ্ট আর জটিলতা নিজে নিজেই লাঘব হয়ে যায় কিন্তু, **একটিয়া রেসিমোসায়** (Actea Racemosa) বিপরীত বিষয়টি হ'লো এ রোগে মহিলাদের ঋতুস্রাব যত খোলাসাভাবে হবে তাদের ব্যথাও অন্যান্য কষ্ট সেভাবেই বাড়তে থাকে। কখনো কখনো রক্তস্রাব বন্ধ হবার পরও এই কষ্ট বিদ্যমান থাকে।

একটিয়া গাঁটের ব্যথাতেও অনেক উপকারী। পেশীতে ফোঁড়ার মত টাটানো ব্যথা করে। ঘাঁড়ের আর কোমরের পেশীতে যে ব্যথা হয় তা বিদ্যুত তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্রাম নিলে কষ্ট লাঘব হয় কিন্তু নড়াচড়া করলে আবার বৃদ্ধি লাভ করে। শীতল আবহাওয়ায় আর আর্দ্র জলবায়ুতে স্বস্তি বোধ হয়। **একটিয়া রেসিমোসায়** (Actea Racemosa)-তেও এব্রোটেনমের মত রোগ স্থানান্তর -এর বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দৈহিক রোগ-ব্যাধি মানসিক রোগে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শিশুদের শারিরীক রোগ বাহ্যিক চিকিৎসায় উপক্রম হয়ে মানসিক বিকৃতির রোগ দেখা যায়। আর হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অতীব স্পর্শকাতর মেয়ে শিশুরা কখনো কখনো একেবারে নীরব হয়ে যায়। এদের উপর কথা বলতে চাপ সৃষ্টি করলে এরা কেঁদে ফেলে। এরা জগত থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন আর নিজের মাঝেই লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। এ ক্ষেত্রে একটিয়া রেসিমোসা সর্বোত্তম চিকিৎসা সাব্যস্ত হতে পারে। গভীর মানসিক আঘাতের সাথে এই ঔষধের গভীর একটি সম্পর্ক রয়েছে। এতে মনের ব্যথা দৈহিক রোগ-ব্যাধির রূপ ধারণ করে থাকে। স্পর্শকাতর স্বভাবের মহিলাদের মাসিকের অনিয়ম, গিরার ব্যথাসহ অন্যান্য দৈহিক উপসর্গ দেখা দেয়। মস্তিষ্কে ভীতির প্রবণতা প্রবল হয়ে থাকলে রোগী নানা প্রকার ভয়-ভীতি আর অমূলক সন্দেহ প্রবণতার শিকার হয়ে পড়ে। বিষ মেশানো হয়ে থাকতে পারে –এই সন্দেহে তারা ঔষধও সেবন করতে চায় না। যদি অন্যান্য লক্ষণাদির সাথে সন্দেহ প্রবণতাও বিদ্যমান থাকে তাহলে একটিয়া রেসিমোসা-র এক বা দুই - সেবনই সন্দেহ প্রবণতাকে দূরীভূত করে দেয় আর রোগীণী সুস্থ হ'তে আরম্ভ করে।

'একটিয়া'-য় পরস্পর বিরোধী দু'টি ঔষধের লক্ষণ বিদ্যমান। কোন কোন দিক থেকে এটা **ব্রায়োনিয়ার** আবার কোন কোন আঙ্গিকে এটা **রাসটক্সের** সদৃশ। ব্রায়োনিয়ায় নড়াচড়া/চলাফেরা করলে কষ্ট বাড়ে আর রাসটক্সে বিশ্রামকালে কষ্ট বৃদ্ধি পায়। একটিয়া-য় যে দিকে ঘুরে শোয় সে দিকেই কষ্ট বাড়ে আর স্নায়ু-পেশী স্পন্দিত হতে আরম্ভ করে। এর মাথা ব্যাথা সাধারণতঃ চোখের পেছনে আর মাথার পেছন দিকে অনুভূত হয়। এই ব্যথা স্থানগুলো টিপলে স্বস্তি পাওয়া যায় কিন্তু নড়াচড়া করলে কষ্ট বাড়ে। মাথা ঘুরায়, মাথা ভারী অনুভূত হয়, দৃষ্টি অস্বচ্ছ বা ঘোলাটে মনে হয়। পড়ালেখা করলে, চিন্তাভাবনা করলে আর মুত্রনালীর স্নায়ু-কষ্টে মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়ে যায়। একটিয়া রেসিমোসা-য় কোষ্ঠকাঠিন্য আর দাস্ত এব্রোটেনমের মতই পরস্পর অদল-বদল করতে দেখা যায়। এতে পাকস্থলীতে ভীষণ ব্যথা অনুভূত হয় কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে বসলে কিছুটা উপশম হয়। মেরুদন্ড আর জননেন্দ্রীয়ে চাপ পড়লে মাথা ঘুরা আর বমনেচ্ছা অনুভূত হয়। যুবতী মেয়েদের প্রথম গর্ভধারণকালে ভীষণ মাথা ঘোরা আর বমনেচ্ছা হয় কোন ঔষধেই এর উপশম হয় না। এমতাবস্থায় গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে, রোগীণীর মন-মানসিকতা ও লক্ষণাদিকে সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। যদি রোগীণীর মাঝে একটিয়া-র অন্যান্য লক্ষণাদি বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে তার মাথাঘোরা ও বমনেচ্ছাতেও **একটিয়াই** কার্যকর হবে।

কোন কোন দুর্বল স্নায়ুসম্পন্ন মহিলাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, প্রসবকালে যখন ব্যথা ওঠে তখন গর্ভাশয়কে বাইরের দিকে চাপ দেয়ার পরিবর্তে ডানে বামে চাপ প্রয়োগে তা ছড়িয়ে পড়ে। পায়ের উরুর পেশীতে খিঁচুনীর লক্ষণ দেখা দেয়– এটা সন্তান প্রসবকালে সৃষ্ট লক্ষণাদির মাঝে একটিয়ার নির্দিষ্ট লক্ষণ। যথাসময়ে যদি সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাহলে ব্যথা স্বাভাবিক হয়ে যায় আর সঠিক দিকে চাপ সৃষ্টি হয়, শিশু সহজভাবে জন্মলাভ করে। কলোফাইলাম-ও সন্তান প্রসবকালে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। তবে এর ব্যথা গর্ভাশয়কে নীচে চাপ দেয়ার পেশীগুলোতে দেখা না দিয়ে পায়ের উরু দিয়ে নেমে ডানে বামে ছড়িয়ে পড়ে আর জরায়ুমুখ উন্মুক্ত হয় না। কখনো কখনো চিকিৎসকগণ আর 'দাইমা'-রা সন্তান প্রসব পর্বকে সহজ করার উদ্দেশ্যে 'ইরগিট' প্রয়োগ করেন। কিন্তু এতে জরায়ুমুখ আরও শক্তভাবে রুদ্ধ হয়ে থাকে আর মায়ের কষ্ট বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায়, অনেক মহিলার মৃত্যুও ঘটে। সিন্ধু প্রদেশের লাড়কানা অঞ্চলের আনোয়ারাবাদে এক জলসা চলাকালে এক ব্যক্তি বড়ই মিনতির সাথে দোয়ার আবেদন

করে বলল তার স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছট্‌ফট করছে কিন্তু তার জরায়ুমুখ খুলছে না এ কারণে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। আমি আমার সফরে ব্যবহৃত ব্যাগ থেকে **কলোফাইলাম** বের করে তাকে দিয়ে তার স্ত্রীকে অনতিবিলম্বে খাওয়াতে বললাম। দশ পনের মিনিট পরই সব জটিলতা দূরীভূত হয়ে গেল আর স্বাভাবিকভাবে স্বাস্থ্যবান মোটা-সোটা শিশুর জন্ম হলো হোমিওপ্যাথিক ঔষধকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। সময়মত প্রয়োগকৃত কয়েকটি হোমিও বড়ির কারণে জীবনা নাশের আশঙ্কা পর্যন্ত দূরীভূত হয়ে যায়।

যে মহিলাদের গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায়ে পেশী দুর্বলতা কিংবা সংশ্লিষ্ট অঙ্গের দুর্বলতা হেতু গর্ভ নষ্ট হয়ে যায় অথবা অতি কষ্টে গর্ভধারণ হয় এসব মহিলাদের ক্ষেত্রে কলোফাইলাম-ও একটি সম্ভাব্য ঔষধ। সন্তান প্রসবের সময় একটিয়া রেসিমোসা ও কলোফাইলামের সাথে জেলসিমিয়ামকেও স্মরণ রাখা উচিত। যদি প্রসব বেদনাকালে ব্যথার তীব্রতা কোমরে দেখা দেয় আর ব্যথা নীচের দিকে গিয়ে আবার কোমরে ফেরৎ আসে তাহলে এক্ষেত্রে জেলসিমিয়াম বড়ই উপকারী। ক্যালিকার্বের ব্যথা গর্ভের দিকে না গিয়ে উরুর বাইরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। পালসেটিলায় স্নায়বিক দুর্বলতা আর ভীতির কারণে বেদনা দুর্বল আর ক্ষীণ হয়ে থাকে।

একটিয়া রেসিমোসা-য় **মাসিক স্রাব অনিয়মিত** কিংবা বিলম্বে হয়। গর্ভাশয়ে আর কোমরে তীব্র ব্যথা হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভীষণ ভারী অনুভূত হয়। একটিয়া রেসিমোসার রোগীণী বড়ই অলস, দুঃখে বিষাদগ্রস্থ ভারাক্রান্ত আর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখায়। রোগীণীর মস্তিষ্ক যেন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন মনে হয়, ভীতিপ্রদ স্বপ্ন বেশী দেখে, অনবরত কথা বলে, কোন বিশেষ কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারে না, ভীত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মৃত্যুভয় তাকে ঘিরে রাখে যা একোনাইটের সদৃশ।

একটিয়া রেসিমোসা-য় **গলায় প্রদাহ** থাকে, শুকনো কাশিও হয় যা রাতের বেলায় কথা বলতে গেলে বৃদ্ধি পায়। হৃদ্‌স্পন্দন বেশী কিন্তু নাড়ী দুর্বল আর অনিয়মিত হয়ে থাকে। হৃদকম্পন রোগের লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। বাম হাত অবশ হয়ে মেরুদন্ডে প্রচন্ড ব্যথা হয় আর ঘাড়ের আর কোমরের উপরিভাগে খিল ধরে হাত পায়ে অস্বস্তি বোধ হয় আর চুলকায়। স্নায়ুতে ঝাঁকি লাগে। ঘুম হয় না, মস্তিষ্ক বিচলিত থাকে তাতে ঢেউ খেলার মত অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আর মনে হয় যেন মস্তিষ্ক প্রকৃত আকারের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। কান উচ্চশব্দ যেন সহ্য করতে পারে না

একটিয়ার কষ্ট সকালে আর ঠান্ডায় বৃদ্ধি পায়। মাথা ব্যথা এর ব্যক্তিক্রম। একটিয়ার মাথা ব্যথা উষ্ণতায় আর খাদ্যাহারের সাথে হ্রাস পায়। *(চলবে)*

প্রভাব বিনষ্টকারী ঔষধ ঃ একোনাইট, ব্যাপটিশিয়া ব্যবহৃত শক্তি; ৩০ থেকে CM পর্যন্ত।

অনুবাদ ঃ –মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

প্রশ্ন-উত্তর

ডাঃ হরিলাল বাবুর

প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে ঃ

উদাহরণ (ছ) ঃ সূরা নিসা ১৩৯-১৪০ ঃ "মোনাফেকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে নিশ্চয় তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, যাহারা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি তাহাদের নিকট ইজ্জতের আকাঙ্ক্ষা করে ? তাহা হইলে (তাহারা জানিয়া রাখুক যে) সমস্ত ইজ্জত অবশ্যই আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত।"

সূরা মুজাদেলা ১৫–১৭ ঃ "তুমি কি তাহাদের দিকে লক্ষ্য কর নাই যাহারা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন তাহারা তোমাদের মধ্য হইতেও নহে; এবং তাহাদের মধ্য হইতেও নহে; এবং তাহারা অজ্ঞাত বিষয়ে মিথ্যা কসম খাইতেছে। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় তাহারা যে কর্ম করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢাল বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা ইহা দ্বারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিতেছে; সুতরাং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব অবধারিত"।

কুরআনে বিরোধী তত্ত্ব নেই

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

সূরা তওবা ৩১ ঃ তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া নিজেদের যাজকদিগকে এবং সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এবং (অনুরূপভাবে) মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌কেও। অথচ তাহাদিগকে কেবল এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা একই মাবূদের ইবাদত করিবে। তিনি ব্যতিরেকে কোন মাবূদ নাই। তাহারা যাহাকে (তাঁহার সহিত) শরীক করে উহা হইতে তিনি পবিত্র।

সূরা আন'আম ৪৬ ঃ "অতএব, সেই জাতির মূলোচ্ছেদ করা হইল যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল, বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক"।

সূরা সাফ্‌ফ ১১–১৩ ঃ " হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে ?

(উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

(ফলে) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন এমন জান্নাতসমূহে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সফলতা"।

সূরা হাজ্জ ৭৯ ঃ "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর, তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্ম সম্বন্ধে কোন কঠোরতা চাপাইয়া দেন নাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অবলম্বন কর, তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন, পূর্বেও এবং এই কিতাবেও যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয় এবং তোমরা সমগ্র মানব-মন্ডলীর উপর সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!"

আমাদের জবাব - উপরোক্ত আয়াতসমূহে কী বিরোধী-তত্ত্ব আছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। পাঠকদের নিকট বিচারের ভার থাকলো। আর হরিলাল বাবু যদি নির্দিষ্টভাবে কোন বিরোধী তত্ত্বের উল্লেখ করেন তখন আমরা জবাব দিব, ইনশাআল্লাহ্।

উদাহরণ (জ) ঃ সূরা নাযে'আত ঃ ৪১-৪২ "কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের মকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা-বাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখে, পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হইবে (তাহার) আবাসস্থল।"

সূরা নিসা ঃ ২৫ "এবং মহিলাদের মধ্য হইতে সধবা মহিলা (তোমাদের উপর হারাম করা হইল) তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত। ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ এবং উহারা (উপরে বর্ণিত মহিলাগণ) ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে, তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে। অতএব, এই পন্থায় তাহাদের মধ্যে যাহাদের দ্বারা তোমরা উপকৃত হইয়াছ তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত দেন-মোহর দাও; দেন মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।"

আমাদের জবাব – প্রাগুক্ত-এর অনুরূপ।

উদাহরণ –(ঝ) সূরা মায়েদা ঃ ৯১ "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।"

সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৬ "মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার বিবরণ ঃ উহাতে নির্মল বিশুদ্ধ পানির নহরসমূহ থাকিবে যাহার স্বাদ কখনও বিকৃত হইবে না; এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সূরার নহরসমূহ থাকিবে এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নহরসমূহ থাকিবে ...।"

সূরা মুতাফ্ফেফীন ঃ ২৬ "তাহাদিগকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ সূরা হইতে পান করানো হইবে।"

আমাদের জবাব ঃ আমাদের মনে হচ্ছে হরিলাল বাবু মদের ও সূরার বিষয়টি নিয়ে বিভ্রাটে পড়েছেন। পৃথিবীতে যা নিষিদ্ধ তা জান্নাতে সিদ্ধ হয় কি করে ? এ বিষয়টি বুঝতে হ'লে জান্নাতে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে, জান্নাতের বিষয়গুলো রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পৃথিবীতে কেউ কখনও মধু ও সুরার নদী দেখেছেন কি ? জান্নাতে মু'মিনদেরকে এমন নেয়ামতসমূহ দেয়া হবে যা তাদের চক্ষু দেখে নি, কান শোনেনি, হৃদয় উপলব্ধি করে নি (হাদীস)। সুতরাং, জান্নাতের ব্যাপারাদি আধ্যাত্মিক। মানুষকে বুঝাবার জন্যে তাদের পরিচিত জিনিষের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়টি বুঝার জন্যে হরিলাল বাবুকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর **ইসলামী নীতি-দর্শন** গ্রন্থখানা পড়তে অনুরোধ করছি।

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে

সূরা হামীম আস্সাজদা-৪১ ঃ ১০-১৩ "তুমি বল, "তোমরা কি বাস্তবিক তাহাকে অস্বীকার করিতেছ, যিনি পৃথিবীকে দুইদিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সমকক্ষ স্থির করিতেছ ? ইনিই তো সকল জগতে প্রতিপালক"।

"এবং তিনি পৃথিবীতে উহার উপরিভাগে পর্বত শ্রেণী সংস্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে বহু বরকত রাখিয়াছেন এবং উহাতে চারদিনে পরিমিত পরিমাণে উহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন- যাহা সকল অন্বেষণ-কারীর জন্য সমান।"

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন, যখন উহা ছিলো (এক প্রকার) ধূম্র, অনন্তর তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য) 'আইস'। তাহারা উভয়ে বলিল, "আমরা স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।"

সূরা নাযে'আত ঃ ২৮–৩৩ "সৃষ্টিতে কি তোমরা কঠিনতর, না আকাশ যাহাকে তিনি বানাইয়াছেন ?

"তিনি উহার উচ্চতাকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

"এবং উহার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং উহার প্রাতঃকালীন আলো প্রকাশ করিয়াছেন "

"এবং ইহার পর **পৃথিবীকে তিনি বিস্তৃত করিয়াছেন।**" "তিনিই উহা হইতে উহার পানি এবং গবাদি পশু চারণের তৃণ-লতা উদ্গত করিয়াছেন" "এবং তিনিই উহাতে পর্বতগুলিকে সংস্থাপন করিয়াছেন"।

আমাদের জবাব ঃ হরিলাল বাবু এ সূরা দু'টোর আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন – আল্লাহ্ পৃথিবী আগে সৃষ্টি করেছেন, পরে আকাশ; না আকাশ আগে সৃষ্টি করা হয়েছে, পরে পৃথিবী। সম্ভবতঃ সূরা নাযে'আতের ৩১ আয়াত দৃষ্টে তার মনে এ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, ঐ আয়াতটিতে পৃথিবীর সৃষ্টির কথা বলা হয় নি বরং 'দাহাহা' – উহার বিস্তারের কথা বলেছেন। 'খালাকা' বা 'জাআলা' শব্দ ব্যবহার করেন নি যেভাবে সূরা হামীম আস্সাজদায় ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতসমূহে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, পৃথিবী আগে সৃষ্টি করা হয়েছিলো বটে পরে একে বিস্তার দান করা হয়েছে।

মহান কুরআন সূরা নাযে'আতের ৩১ আয়াতে 'পৃথিবীর বিস্তৃতির' কথা বলে একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ করে দিয়েছে আজ থেকে কয়েকশ' বছর আগে। যারা ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান তারা জানেন পৃথিবীর বর্তমান যে অবস্থান লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে এরকম ছিলো না। পৃথিবীর মহাদেশগুলো এক স্থানে জড়ানো অবস্থায় ছিলো, এগুলো বিস্তৃতি লাভ করতে করতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে

– নির্বাহী সম্পাদক

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে চকবাজারস্থ "বায়তুল বাসেত" মসজিদ প্রাঙ্গণে ২০০১ সাল এর শুরুতে দিবাগত রাতে ধর্মীয় মর্যাদায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে নতুন শতাব্দী এবং সহস্রাব্দকে বিশেষ তাহজ্জুদ ও এবাদত বন্দেগীর মাধ্যেমে স্বাগত জানানো হয়। আল্লাহ্ পাকের দরবারে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা এবং দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনার জন্য বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা রহমান সিদ্দিকী।(দৈনিক পূর্বকোণ ২.১.২০০১ তারিখের সৌজন্যে)।

উল্লেখ্য, ঢাকাসহ বাংলাদেশের সব জামাতী মসজিদ এমন কি হালকা ও বাড়ীতে বাড়ীতে এভাবে নামায আদায় করা হয়েছে এবং দোয়া করা হয়েছে। আমাদের বাহ্যিক আনন্দের প্রকাশস্বরূপ কোন কোন স্থানে আলোক-সজ্জাও করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের স্থানে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম ও মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীর স্থলে মাওলানা রহমান সিদ্দিকী ছাপা হয়েছে।

–নির্বাহী সম্পাদক

ফতোয়া অবৈধ ঘোষণা

হাইকোর্টের রায়ের পূর্ণ বিবরণ

গত সোমবার বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চ ফতোয়া জারি অবৈধ ঘোষণা করে যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভশন
(স্পেশাল অরিজিনাল জুরিডিকশন)

রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭; ২০০০

বিষয় ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন এবং

বিষয় ঃ

সম্পাদক, বাংলাবাজার পত্রিকা এবং অপর দু'জন...আবেদনকারী।

বনাম

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কমিশনার নওগাঁ...বিবাদী।

জনাব এম আমিরুল ইসলাম, জনাব মুঞ্জিল মোর্শেদ এবং ডঃ শিরিন শারমিন চৌধুরী...আবেদনকারীদের পক্ষে

ডঃ কামাল হোসেন

সঙ্গে

মোঃ নাজমুল হক, ডঃ ফস্টিনা পেরেরা এবং আবু ওবায়দুর রহমান।...আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষে

(মধ্যস্থতাকারী)

সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, ডিএজি...বিবাদীর পক্ষে–

তানিয়া আমির...এমিকাস কিউরির

শুনানি ১৪-১২-২০০০ এবং ৩১-১২-২০০০

রায় প্রদান ঃ ১-১-২০০১

উপস্থিত ঃ

বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী

এবং **বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা।**

মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বিচারপতি

গত ২ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের পেক্ষিতে তাৎক্ষণিক সুয়োমুটো রুল উত্থাপিত হয়। সংক্ষেপে খবরটি হচ্ছে এই রকম ঃ নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার কীর্তিপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে আটিখা গ্রামের ছাইফুলের (গোলাম মোস্তফার পুত্র) স্ত্রী সাহিদাকে তার স্বামীর চাচাত ভাই শামসুলকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়– হাজী আজিজুল হক প্রদত্ত তথাকথিত এক ফতোয়ার ভিত্তিতে, যাতে বলা হয়–প্রায় একবছর আগে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তার স্বামী যখন রাগের মাথায় 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করেছিল, তখন তার বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল; কিন্তু তারা দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রেখেছিল।

বাংলাদেশের আইনে স্বামীর ইচ্ছায় মুসলিম বিবাহ অবসান এবং বিবাহ অবসানের পর পুনর্বিবাহ কার্যকর হওয়ার বিষয়টি মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে এবং ৩ ধারায় বলা হয়েছে– কোন আইন, প্রথা ও রীতিনীতিতে যাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর হবে। এখন আমরা নিম্নে ৭ ধারা উদ্ধৃত করছি ঃ

"তালাক–(১) স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তি যে কোনভাবে তালাক উচ্চারণ করে থাকলে তার পরপরই তার এরূপ কাজের ব্যাপারে চেয়ারম্যানকে নোটিস দিবেন এবং এর একটি কপি স্ত্রীকে সরবরাহ করবেন।

"(২) যে কেউ উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করলে সেজন্য তাকে শাস্তিস্বরূপ কারাদন্ড ভোগ করতে হবে যার মেয়াদ হবে এক বছর পর্যন্ত কিংবা তৎসহ জরিমানা, যা উর্ধে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে অথবা উভয়বিধ দন্ড।

"(৩) উপ-ধারা (৫)-এ একইভাবে বলা হয়েছে, কোন তালাক পূর্বে প্রত্যাহার করা না হলে, মৌখিক বা অন্য কোনভাবে তা কার্যকর হবে না যদি না উপ-ধারা (১) মোতাবেক চেয়ারম্যানের কাছে নোটিস পাঠানোর পর নব্বই দিন অতিক্রান্ত হয়।

"(৪) উপ-ধারা (১) মোতাবেক নোটিস পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার লক্ষ্যে একটি সালিশ পরিষদ গঠন করবেন এবং এই সালিশ পরিষদ সেমতে সমঝোতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

"(৫) যদি তালাক উচ্চারণের সময় স্ত্রী গর্ভবর্তী থাকে, তাহলে তালাক ঐ সময় পর্যন্ত কার্যকর হবে না যদি উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত মেয়াদ কিংবা গর্ভকালীন সময় (এর মধ্যে যেটা পরে হয়) শেষ না হয়।

"(৬) এই ধারা অনুযায়ী তালাক দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে এমন একজন স্ত্রীর তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে 'হি-লা' বিবাহ ব্যতীত একই স্বামীর সঙ্গে পুনর্বিবাহ হতে কোন বাধা থাকবে না যদি না এরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদ তৃতীয়বারের মতো কার্যকর হয়।

এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী চেয়ারম্যান বলতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌরসভা চেয়ারম্যান অথবা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসককে এবং সালিশ পরিষদ বলতে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বোঝাবে।

১৯৮১ সালে নোবেল বিজয়ী এলিয়ার কেনেথ তাঁর 'ক্রাউডস এ্যান্ড পাওয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, যে কেউ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়, প্রথম তাকে অপমানিত করার চেষ্টা করে, তার অধিকার প্রতিরোধক্ষমতা হরণ কৌশল অবলম্বন করে যতক্ষণ না সে পশুর ন্যায় ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। প্রাক-ইসলামী যুগে প্রথাগত আইনের অধীনে বিয়ের মূল ধারণা ছিল, একজন নারী তার পিতার দ্বারা কিংবা নিকট পুরুষ আত্মীয় দ্বারা বিক্রি হয়; উল্লিখিত ব্যক্তি স্বামীর দেয়া ক্রয়মূল্য গ্রহণ করে। এই স্বামী এক মুহূর্তের নোটিসে তার স্ত্রীকে বাদ দিতে পারে; স্ত্রীকে ক্রয়ের কারণে সে ওই অধিকার অর্জন করে।

কোরান শরীফ একটি সহজ বিধানের মাধ্যমে বিক্রয়পণ্য থেকে স্ত্রীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়, যাতে সে বিক্রয়পণ্যের বদলে একজন অংশীদার এবং স্ত্রী নিজেই স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর লাভ করে। 'আর তোমরা স্ত্রীকে দেনমোহর দাও উপহার হিসাবে এবং কোন বিনিময় ছাড়াই।' (কোরান শরীফ-৪ঃ৪)

কোরান বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর স্থগিত রাখে, যতক্ষণ না অপেক্ষমান সময় (ইদ্দত) শেষ হয়, যতক্ষণ না স্ত্রীর ৩ বার মাসিক চক্র কিংবা গর্ভবর্তী থাকাকালীন সময় অতিক্রান্ত হয়, সন্তান জন্মদান পর্যন্ত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোসে একটা বোঝাপড়ার জন্য সুযোগ দিতে হবে এবং ইদ্দতকালীন স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার রাখবে। পবিত্র কোরানে আরও বলা হয়েছে ঃ 'যখন তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবে এবং তারাও তাদের ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ করবে, তারপর হয় তাদের ন্যায়সঙ্গত শর্তে ফিরিয়ে নিয়ে আস অথবা ন্যায়সঙ্গত শর্তে তাদের মুক্তি দাও, কিন্তু তাদের আহত করতে (কিংবা) অন্যান্য সুযোগ নিতে তাদের ফিরিয়ে এনো না; কেউ এমন করলে সে তার নিজের আত্মারই ক্ষতিসাধন করবে।' (২ঃ২৩১), (পবিত্র কোরানের উদ্ধৃতি, মূল বিবরণ অনুবাদ এবং ধারাবাহিক বিবরণ; আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী লিখিত তৃতীয় সংস্করণ) এক অথবা তিনবার তালাক শব্দটি উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর বিষয়টি কোরান এবং হাদীসের বিধানের পরিপন্থী; একই সঙ্গে মুসলিম পারিবারিক আইনের ৭ নম্বর ধারায়ও তা সিদ্ধ নয়। এই ধরনের তালাককে যথার্থভাবেই বলা হয় তালাক-উল-বিদাত অর্থাৎ খারেজি বিবাহ বিচ্ছেদ। তালাক-উল-বিদাতের মর্মার্থ হচ্ছে–খারেজি বিচ্ছেদ অথবা সিদ্ধ নয় এমন বিবাহ বিচ্ছেদ। মোহাম্মদীয় যুগের দ্বিতীয় শতাব্দীতে উমাইয়া আমলে এটি চালু হয়। এরপর উমাইয়া খলিফাগণ তাদের ইচ্ছামতো বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মহানবীর আরোপিত বিধিনিষেধের কড়াকড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জুরিদের নমনীয় মনোভাবের সুযোগে তাতে ফাঁকফোকর বের করে। প্রকৃতপক্ষে স্বামীর খেয়ালখুশি মাফিক ও অন্যায় বিবাহ বিচ্ছেদ, যা ইসলামের গোড়ার দিকে চালু ছিল, মহানবী তা জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান

করতেন। বলা হয়ে থাকে, একবার তার এক সাহাবী স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেন। খবরটি কানে এলে তিনি ক্রোধে কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোষণা দেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করছে। তারপর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে তাকে বাধ্য করেন। (মোহাম্মদী আইন সৈয়দ আমির আলী, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৭৪)।

পূর্বে উল্লিখিত বাস্তবতা ও আইনী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিবেচনায় ছাইফুল ও সাহিদার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় নি এবং যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায় যে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল, সেক্ষেত্রেও তৃতীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে 'হিল্লা' ব্যতিরেকে ছাইফুলকে পুনরায় বিয়ে করার ব্যাপারে সাহিদার জন্য কোন আইনী বাধা নেই। এ ব্যাপারে ফতোয়ার প্রশ্ন অবান্তর।

হলফনামা ও সেই সঙ্গে অ্যানেক্সচার আদালতে পেশ করার পর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষে ড. কামাল হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সাহিদার এই দুর্ভোগ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ ঘটনা দেশের প্রত্যেকটি স্থানে এবং প্রায়ই ঘটছে। উল্লিখিত অ্যানেক্সচার ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দেয়া ফতোয়ার একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। এই তালিকার সংখ্যাই শুধু উদ্বেগজনক নয়, বরং তার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর ২৭, ২৮, ৩১ ও ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্র এসব মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফতোয়ার অর্থই হলো আইনী মতামত। এর অপর অর্থ হলো আইনগতভাবে স্বীকৃত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের আইনী মতামত। বাংলাদেশের আইনী ব্যবস্থায় শুধু আদালতেই মুসলিম ও অন্যান্য আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা এটিসহ যে কোন ধরনের ফতোয়াকে অননুমোদিত ও বেআইনী ঘোষণা করছি।

মিস তানিয়া আমির বলেছেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া ফতোয়া দন্ডবিধির ৫০৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই বিধির অন্যান্য ধারা অনুযায়ী ফতোয়া কার্যকরের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ফতোয়া কার্যকর করার পন্থা অনুযায়ী ঠিক হবে কোন দন্ডবিধিতে তার বা তাদের শাস্তি হবে। আমরা পুনরায় সুপারিশ করছি যে, অননুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা ফতোয়া দেয়াকে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে অবিলম্বে সংসদে আইন করা হোক, এমনকি যদি তা বাস্তবায়িত নাও হয়।

আবেদনকারীদের পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এম আমিরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন ও মিস তানিয়া আমিরের যুক্তি গ্রহণ করেন।

আমরা আরও মনে করি, দন্ডবিধির ১৯০ ধারায় কথিত অপরাধের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। তবে বিবাদী যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যেমনটি তিনি হলফনামায় বলেছেন,তাতে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের প্রত্যাশা, অন্য সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তা এদিকে সর্বশেষ কথা বলার আগে আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। প্রশ্নটি হলো, কেন একটি বিশেষ মহল মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠী গঠন করে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ধর্মান্ধ হয়ে উঠছে ? তবে সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ হিসাবে আমরা প্রস্তাব করছি যে, সকল স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে মুসলিম পারিবারিক আইন ও অধ্যাদেশ পাঠ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং জুমার নামাজের খুতবায় মুসল্লিদের সামনে এই অধ্যাদেশ তুলে ধরতে মসজিদের খতিবদের নির্দেশ দিতে হবে। আর দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হিসাবে আমরা একই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু এবং সংবিধানের ৪১(১) অনুচ্ছেদের আওতায় আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণকারী আইনের প্রস্তাব করছি। রাষ্ট্রকে অবশ্যই জনগণের নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। রাষ্ট্র অবশ্যই সমাজকে শিক্ষিত করে তুলবে।

উপরের পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা এই 'রুল' চূড়ান্ত করছি। স্বরাষ্ট্র, আইন, শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটিতে এই রায়ের কপি পাঠানোর জন্য অফিসকে নির্দেশ দেয়া হলো।

নাজমুন আরা সুলতানা, বিচারপতি

আমি সম্মত।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ০৩/০১/২০০১

ফতোয়ার রায়

পক্ষে

ফতোয়ার বিরুদ্ধে রায় ঃ হাইকোর্টের প্রতি বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন

কপি পেলে করণীয় নির্ধারণ করবো ঃ আইনমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক ঃ আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেছেন, ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট গত সোমবার যে রায় দিয়েছে তার সত্যায়িত কপি পাওয়ার পরই মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করবে।..

বিভিন্ন সংগঠনের অভিনন্দন

এদিকে, ফতোয়াবাজি অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়কে যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক হিসেবে অভিহিত করে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিচারপতি ও আইনজীবীদের অভিনন্দন জানিয়েছে। এসব সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়, এই রায় ঘোষণার মাধ্যমে এ দেশের নারী সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো।....

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী হেনা দাস, সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানম মঙ্গলবার এ বিবৃতিতে বলেন, একুশ শতকের প্রথম বছরের প্রথম দিনে হাইকোর্ট যে কোন ধরনের ফতোয়াকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। সংবিধান অনুসারে কেবল আদালতই এ ধরনের আইনী মতামত দেবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। হাইকোর্টের রায়ে এই সিদ্ধান্ত এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"....উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সংসদ রায়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ্যাসোসিয়েশন অফ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব)-এর চেয়ারপারসন খুশী কবির ও পরিচালক শামসুল হুদা এক বিবৃতিতে রায়টিকে ঐতিহাসিক হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন, বিগত এক

বিপক্ষে

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

ফতোয়া ইসলামী শরীয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ॥ নিষিদ্ধ করার অধিকার কারো নেই

.....আমি একথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, কোন সরকার বা আদালতের ফতোয়া নিষিদ্ধ করার কোন ইখ্‌তিয়ার নেই। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ইসলামের উপর হস্তক্ষেপ করার নামান্তর।.....

মুফতি ইজাহারুল ইসলাম

নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী ইসলামী শরীয়া সম্পর্কিত রায় বা ফতোয়া সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্টের রায়কে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি মারাত্মক আঘাতস্বরূপ বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, এ রায় জনগণকে হতবাক করেছে।.....

মুসলিম মিল্লাত পার্টি

.....কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামী শরিয়তের প্রচলিত বিধানকে রদ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নেই।....

বাংলাদেশ ইসলাম ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচ, এম, আবু তাহের খান শতকরা ৯০% মুসলিম জনতার দেশে ইসলাম ও শরীয়তী আইনের বিরুদ্ধে কারো কারো অবস্থান উদ্বেগজনক।

দেশের ২৫ জন বিশিষ্ট আলেম বলেছেন, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ যে কোন বিষয়ে রায় প্রদান ও রুল ইস্যু করতে পারেন। কিন্তু সুয়োমোটো রুলের ভিত্তিতে মাননীয় আদালতে যে রায় ঘোষণা করেছেন তা কার্যকর হলে হাজার

দশকে অবৈধ ফতোয়াবাজি এবং একশ্রেণীর ধর্মান্ধদের বর্বরতায় লাঞ্ছিত হয়েছেন শত শত নারী।

রা.বি. শিক্ষকবৃন্দ তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেছেন, ফতোয়াবাজি বিষয়ে রায়ে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে সরকার, বিরোধী দল ও দেশের সকল স্তরের নাগরিকের সদিচ্ছা প্রয়োজন। শিক্ষকগণ হচ্ছেন : হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, জুলফিকার মতিন, অধ্যাপক আব্দুল হাকিম, সনৎ কুমার সাহা, আব্দুস সোবহান, আব্দুর রহমান, ফারুকুজ্জামান, মুখলেসুর রহমান, দিলীপ নাথ, ইলিয়াস হোসেন, ড. এ ওয়াই কে এম জাহাঙ্গীর, নজরুল ইসলাম জেহাদুল করিম, চিত্ত রঞ্জন মিত্র ও জহিরুল হক প্রমুখ।....

(ভোরের কাগজ৷ ৩.১.২০০১)

হাইকোর্টের ফতোয়া নিষিদ্ধ করে দেয়া রায় অবিলম্বে বাস্তবায়ন করুন বিভিন্ন সংগঠন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায়কে অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এ রায় বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবাহ জানিয়েছেন। তারা এ রায়কে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি মাইলফলক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

ওয়ার্কার্স পার্টি ঃ

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই ঐতিহাসিক রায় ধর্মকে নারী নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার এবং সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধি ও আধিপত্য বিস্তার প্রতিরোধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।....

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল আহাদ চৌধুরী বলেন, ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী সুচতুর ফতোয়াবাজদের সামাজিক অনাচারের মুখোশ খুলে দিয়েছে হাইকোর্টের এই রায়।...

জাতীয় কবিতা পরিষদ সভাপতি বেলাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ সামাদ এক বিবৃতিতে বলেন, নারী অধিকার নিশ্চিত করার সংগ্রামে এ রায় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

কর্মজীবী নারী

'কর্মজীবী নারী'র সভানেত্রী শিরীন আখতার ও সাধারণ সম্পাদিকা শারমিন কবীর গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, এই রায় দেশের নারী ও কর্মচারী নারীদের একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। রায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিতে তারা আরও বলেন, এ রায় দেশের নারী ও সকল নাগরিকের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত অর্জন।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা সভাপতি বিচারপতি সুলতান হোসেন খান ও মহাসচিব সিগমা হুদা ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সিগমা হুদা বলেছেন, এ রায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমাদের কার্যক্রমে আমাদেরকে নতুন সাহস ও শক্তি যোগাবে। আদালতে এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদকে পরামর্শ দিয়েছে সে ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে তিনি বলেন, এটা নতুন বিতর্ক ও জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

বাংলাদেশ উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি নাসরীন ফাতেমা আউয়াল মিন্টু গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন সব ধরনের ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করায় এই রায়কে বাংলাদেশ উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

(চলবে)

বছর ধরে চলে আসা মুসলিম পারিবারিক আইন বা ফিকাহ্ শাস্ত্র (যা কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক) তা অকার্যকর হয়ে যায় এবং প্রকৃত ইসলামী সমাজব্যবস্থা বলে কিছু থাকে না। এছাড়া কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস যা ইসলামের মৌলিক উপাদান তাকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়।

স্বাক্ষরকারী আলেমগণের নাম ঃ মাওলানা মুফতি মোঃ সুরুজ্জামান, মাওলানা মোঃ সাইফউদ্দিন ইয়াহইয়া, মাওলানা আতাউর রহমান আরেফী, মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন, মুফতি হাবিবুর রহমান, মুফতি দেলোয়ার হোসেন, মুফতি কামাল উদ্দিন, মুফতি আবদুল্লাহ, মুফতি সাঈদ আহম্মেদ, মাওলানা মুফতি আহসান উল্লাহ, মুফতি শহীদুল্লাহ, মুফতি মোঃ নোমান, মুফতি আবদুল কাইয়ূম, মুফতি মোস্তফা কামাল, মুফতি ইব্রাহীম খলিল, মুফতি কেফায়েত উল্লাহ, মাওলানা শরাফত উল্লাহ, মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, মুফতি ফয়েজ আহম্মেদ, মুফতি কেফায়েত উল্লাহ কাশফী, মুফতি নূর হুসাইন নূরানী, মুফতি আবদুল জব্বার, মাওলানা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা আবু তৈয়ব, মাওলানা মহিউদ্দীন রব্বানী।

হিফাজতে খতমে নবুওয়াত

হিফাজতে খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার এ এইচ এম আবদুল হাদী বলেন, ইসলাম ধর্মের বিধানকে তুলে ধরাটা যদি ফতোয়া হয় তাহলে ফতোয়া ছাড়া শরীয়ত সম্মত জীবনযাপন সম্ভব নয়.....

(দৈনিক সংগ্রাম - ৪.১.২০০১)।

ফতোয়া প্রশ্নে কাউন্সিল ফর ইসলামিক ষ্টাডিজ এন্ড রিসার্চের অভিমত

ইসলামী আইনে বুৎপত্তিসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ না করা পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ষ্টাডিজ এন্ড রিসার্চ (সিআইএসআর)-এর সভাপতি এডভোকেট এ বি এম শামসুদ্দৌলা বলেছেন, 'ফতোয়া' ইসলামিক রীতিনীতি ও জীবনাচরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ইসলামের বিধিবিধান অনুসারে একটি উত্তম ব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া ফতোয়ার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে না। অতএব, যে পর্যন্ত ইসলামী আইনশাস্ত্রের ওপর বুৎপত্তিসম্পন্ন উপযুক্ত বিচারক নিয়োগ কিংবা আদালত প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না ততদিন ফতোয়া সংক্রান্ত হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখতে হবে।.....

নেজামে ইসলাম পার্টি

নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী ইসলামী শরীয়াহ্ সম্পর্কিত রায় বা ফতোয়া সম্পর্কে মাননীয় হাই কোর্টের রায়কে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি মারাত্মক আঘাতস্বরূপ বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন যে এ রায় জনগণকে বিস্ময়ে হতবাক করেছে।...হাইকোর্টের রায়ের ব্যাপারে মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, ধর্মীয় বিধি-বিধান মানব রচিত নহে। বরং তা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধান। এই বিধান পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা, অধিকার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নেই। যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান খোদায়ী বিধান পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলে তবে তা হবে খোদাদ্রোহিতা।

আমরা ঢাকাবাসী

আমরা ঢাকাবাসীর সভাপতি হাজী মোঃ সামছুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জামাল নাসের চৌধুরী এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ বশির এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, কোরআন মুসলমানের শুধু ধর্মীয় কিতাবই নয়, এটা মুসলমানের রাষ্ট্রীয় সংবিধানও বটে।.....

হিফাজতে খতমে নবুওয়াত

হিফাজতে খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার এ এইচ এম আব্দুল হাদী এক বিবৃতিতে বলেছেন, হাই কোর্টে ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে নারীবাদী সংগঠন, কাদিয়ানীরা ও এনজিওগুলো এ রায়কে ঐতিহাসিক বলে ঘোষণা দিয়েছে,তাতে তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়েছে।.....

(চলবে)

সংকলন ঃ নির্বাহী সম্পাদক

সংবাদ

কাদিয়ানে (ভারত) বিংশ শতাব্দীর শেষ ও ১০৯তম সালানা জলসা সমাপ্ত

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের স্থায়ী কেন্দ্র কাদিয়ান দারুল আমানে দোয়া ও যিক্‌রে ইলাহীর আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিংশ শতাব্দীর শেষ ও ১০৯তম সালানা জলসা সাফল্যজনক-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১টি দেশের ৩৫ হাজারেরও অধিক পুণ্যাত্মা এতে অংশ গ্রহণ করেন। এবার বাংলাদেশ থেকেও ষাটজনের অধিক বন্ধুর এতে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়। এতে নামায তাহাজ্জুদ, বা-জামাত নামায, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-প্রীতির এক অপরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে একটি হৃদয়গ্রাহী বাণী প্রেরণ করেন।

তেলাওয়াতে কুরআন, হামদ ও না'ত সম্বলিত নযম, আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ, নও মুবায়েঈন ও বিদেশী মেহমানদের ঈমানবর্দ্ধক প্রভাবগ্রাহী বক্তব্য, ২৪৬ জনের বয়াত গ্রহণ, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর বাণী সহ লোকসভার সদস্য, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী, পাঞ্জাব সরকারের মন্ত্রী ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলসা জাঁকজমকপূর্ণ পরিদৃষ্ট হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জনাব সরদার প্রকাশ শিং বাদল -এর বাণীর বঙ্গানুবাদ ঃ

"আমি ইহা শুনে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছি যে, গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে জামাতে আহমদীয়ার ১০৯তম সালানা জলসার আয়োজন করা হয়েছে। জামাতে আহমদীয়া বিশ্ব-শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্র এবং মানবতার প্রতি মর্যাদা বোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। এ জামাতের শুরু করা ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড একটি একক ও সুদৃঢ় সমাজগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর যতই প্রশংসা করা যাক না কেন তা স্বল্প। এ জলসায় আমার স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু কতক বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ব্যস্ততার কারণে আমি স্বয়ং জলসায় অংশ গ্রহণ করতে পারি নি। এজন্যে আমি জলসা সালানার ব্যবস্থাপনার কাছে ও উপস্থিত সম্মানীত মেহমানদের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। আর সব দিক থেকে এ জলসার সফলতার জন্যে পরিপূর্ণ ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বাক্ষর- সরদার প্রকাশ শিং বাদল

মুখ্যমন্ত্রী, পাঞ্জাব

(সাপ্তাহিক বদর-এর সৌজন্যে)

সংকলন ও অনুবাদ ঃ **নির্বাহী সম্পাদক**

ভাব-গম্ভীরপূর্ণ পরিবেশে ব্যতিক্রম-ধর্মী অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-র নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ প্রিয় ইমাম খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর আকাঙ্ক্ষামতে শতাব্দী তথা তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা বর্ষ ২০০১ এ বিশেষ ভাব-গম্ভীর্যের সাথে বিভিন কর্মসূচী পালনের সৌভাগ্য লাভ করে, আলহামদুলিল্লাহ্।

ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ সূর্যাস্তের পর পরই ৪ নং বকশী বাজারে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স দারুত তবলীগ-এর মসজিদসহ নব-নির্মিত ৪ তলা ভবনটি আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। প্রিয় ইমাম যুগ-খলীফা দোয়া ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে নববর্ষে পদার্পণের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তাতে সাড়া দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ মাগরিবের নামাযের পরপরই দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে সমাবেত হতে শুরু করেন।

বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় ঃ কেন্দ্রীয় মসজিদে অবস্থান করে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শান্তি-স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আহমদী মুসল্লীগণ তীব্র শীত উপেক্ষা করে মসজিদ কমপ্লেক্সে একত্রিত হলে অভাবনীয় এক দৃশ্য ফুটে ওঠে। ইশার নামাযে মুসল্লীদের সংখ্যা অন্যান্য দিনের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী হয়ে যায়।

৩১ ডিসেম্বর, ২০০০ ঘড়ির কাঁটা মধ্য রাত ১২টা অতিক্রম করার সাথে সাথে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকাগুলো উদ্দেশ্যহীন উচ্ছ্বাসে যখন আতশবাজী ও পটকার বিকট শব্দে প্রকম্পিত হচ্ছে আহমদী প্রত্যেক সদস্য তখন মসজিদে নীরবে-নিভৃতে আপন প্রভু-প্রতিপালকের দরবারে দোয়ায় নিমগ্ন। তারা মহান আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে কৃতজ্ঞতাভরে নিবেদন করছে – হে মহান প্রভু তোমার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে মান্য করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতভুক্ত হবার যে তৌফীক তুমি আমাদের দান করেছ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার উপর কায়েম রেখো। আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম খলীফাতুল মসীহ রাবে' হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-কে সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করো আর তোমার মনোনীত দীন ইসলাম তথা আহমদীয়তকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের অদম্য যে অনুপ্রেরণা তুমি তাঁকে দান করেছে, তা বাস্তবায়নে তাঁর গৃহীত সকল কর্মসূচী কার্যকর ও সফল করতে তুমি আমাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা দান করো। আর আমাদেরকে তোমার ইবাদতগুজার, নামায কায়েমকারী নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

অতঃপর ১ জানুয়ারী, ২০০১ ভোর রাত ৪.১৫ মিঃ এ মসজিদে সমবেত সকল মুসল্লী বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে যান। রাতের এই শেষ প্রহরে ঘুমন্ত নগরীর নিস্তব্ধ নীরবতায় দুই শতাধিক মুসল্লী তাহাজ্জুদ নামায আদায়কালে মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের ইমামতীতে প্রাণস্পর্শী পবিত্র কালামে পাক-এর সুললিত তেলাওয়াত শ্রবণে বিশেষ আধ্যাত্মিক আস্বাদন লাভ করেন। পূর্বাকাশের দিক দিকচক্রবালে অন্ধকারের বুক চিরে নতুন শতাব্দী ও তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম আলোর রেখা ফুটে ওঠার সাথে সাথেই মসজিদের মুয়ায্‌যিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো–'আল্লাহু আকবর'– আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আযানের পরপরই সকল মুসল্লী সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। এ যেন বছরের শুরুতেই নবায়ন করে নেয়া হলো সেই অঙ্গীকার যে, আমরা ইনশাআল্লাহ্ নেযামে জামাতের শৃঙ্খলার সাথে খেলাফতের আনুগত্যে নিজেদেরকে পুরোপরি সমর্পিত রাখবো।

ফজরের নামাযের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব উপস্থিত মুসুল্লীদের তা'লীম তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বিশেষ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। তা'লীম-তরবিয়তি বিষয় ছাড়াও তিনি তাঁর বক্তব্যে সকলকে তবলীগের ক্ষেত্রে আরও অগ্রণী ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহ্বান জানান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) নামায কায়েমকারী এক জামাতকে সাথে নিয়ে এই সহস্রাব্দে পদার্পণের যে নেক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তা বাস্তবায়নে জামাতের মধ্যে নামায কায়েম করবার এক অভূতপূর্ব আন্তরিক আবেগ ও প্রচেষ্টা এমনভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের এই প্রোগ্রামে ওয়াকফে-নও শিশুরা এমনকি মহিলারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামেল হয়েছেন।

উল্লেখ্য, যে অনুরূপ দোয়া ইস্তিগফার এবং বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের প্রোগ্রাম ঢাকার মিরপুর, নাখালপাড়া, তেজগাঁও মসজিদসহ দেশের অন্যান্য জামাতেও অনুষ্ঠিত হয়।

তবলীগি সেমিনার ঃ ৬ জানুয়ারী ২০০১ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্র দারুত তবলীগ মসজিদ ভবনের তিন তলায় **"হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন ও তৃতীয় সহস্রাব্দের শুভযাত্রা"** শীর্ষক এক সেমিনার মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের তেলাওয়াতে কুরআন ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পরিচালনায় ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সেমিনার অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। পর্যায়ক্রমে ক) খ্রীষ্টিয় একবিংশ শতাব্দী ও তৃতীয় সহস্রাব্দ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন খ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু গ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর

শিক্ষা ও প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম, ঘ) প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁর দাবীসমূহ বিষয়াবলীর উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন যথাক্রমে সর্বজনাব প্রফেসর শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। বক্তৃতাপর্বের মাঝে মাগরিবের নামায আদায় ও চা পানের বিরতি ছিল।

বক্তৃতাপর্ব শেষে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলী বিশেষতঃ অর্ধশতাধিক অ-আহমদী আমন্ত্রিত অতিথিগণের নিকট থেকে প্রশ্ন আহ্বান করা হয়। এ সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ উত্তর দান করেন আলহাজ্জ মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ঈসা নবী উল্লাহ্ এর আগমন ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আঃ)**-এর আবির্ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। শ্রোতামন্ডলীকে এতদ্বিষয়ে অবহিত করেন মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি শ্রোতামন্ডলী, বিশেষ করে আমন্ত্রিত অতিথিগণকে এ কথার সাক্ষী হিসাবে বর্ণনা করে বলেন যে, এই তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা লগ্নে আপনারা সাক্ষী হয়ে রইলেন যে, আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক নিভৃত এক পল্লীতে আবির্ভূত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলামে প্রতিশ্রুত ঈসা নবীউল্লাহ্ রূপে আগমন করেছেন এবং বনী ইসরাঈলী নবী মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) মৃত্যু বরণ করেছেন আর কাশ্মীরের খান ইয়ার স্ট্রীটে তাঁর সমাধি রয়েছে। প্রতিশ্রুত ঈসা নবীউল্লাহ্ ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) একই ব্যক্তি এবং তাঁর অর্থাৎ **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)** প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শত বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্তাআলার সাহায্য পুষ্ট হয়ে সমগ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসার এবং মানবতার সেবায় নিরন্তর প্রচেষ্টারত।

এরপর মিলেনিয়াম উদযাপন কমিটির সেক্রেটারী উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। সমাপ্তি ভাষণে তিনি আমন্ত্রিত অ-আহমদী শ্রোতামন্ডলীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, সত্য-অনুসন্ধানে ব্রতী হলে এই চিরন্তন সত্য সহজেই বোধগম্য হবে যে, বনী ইসরাঈলী নবী মরিয়ম পুত্র মৃত্যুবরণ বরণ করেছেন এবং ইসলামের শিক্ষার পূর্ণ অনুবর্তিতায় ঈসা সদৃশ শেষ যামানায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ইমাম মাহ্দী ও ঈসা নবী উল্লাহ্ নামে **'উম্মতী নবী'** হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা সকলকে তাঁকে মান্য করে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামে দাখিল হওয়ার তৌফীক দান করুন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে দোয়ার মাধ্যমে তিনি এই সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্, সেক্রেটারী
মিলেনিয়াম উদযাপন কমিটি

নতুন মিলেনিয়ামের শুভেচ্ছা

নুতন সহস্রাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সকল সদস্য খোদ্দামুল আহমদীয়া থেকে ৪০বৎসর অতিক্রম করে মজলিস আনসারুল্লাহ্-য় পদার্পণ করেছেন সেই সব সফে দউম আনসারুল্লাহ্ ভাইদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা। সকল স্থানীয় মজলিসের যয়ীম/যয়ীমে আ'লা মোস্তাযেম তাজনীদ সাহেবান এই বিষয়ে সফে দউম আনসারুল্লাহ্ সদস্যদেরকে তাজনীদের অন্তর্ভুক্ত করে পৃথক তালিকা শীঘ্রই খাকসারের দফতরে প্রেরণ করবেন। আমরা আশা করব সফে দউম-এর এই নবীন দল, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের জন্য স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুযায়ী দীনের খেদমতে বিশেষ অবদান রাখবেন, আমীন।

[নোট ঃ উল্লেখ্য যে, ৪০ উর্দ্ধ থেকে ৫০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের আনসার সাহেবান সফে দউম বলে গণ্য হবেন]।

শফিক আহমদ
নায়েব সদর, সফে দউম
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর সংগঠন পরিদর্শন প্রতিবেদন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ গত ২রা জানুয়ারী,২০০১ইং তারিখ বাদ আসর স্থানীয় আমেলার এক বিশেষ সভা দক্ষিণ আহ্মদীপাড়াস্থ জনাব শহীদুর রহমান সাহেবের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমেলার প্রায় সকল সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মজলিসের কর্মকান্ডের উপর আলোচনা করা হয়। তালীম-তরবিয়ত, তবলীগের ও সংগঠনের উপর কর্ম-পদ্ধতি বুঝানো হয়।

খড়মপুর ঃ ৪ঠা জানুয়ারী, ২০০১ তারিখে আখাউড়া হয়ে আখাউড়ার হালকা খড়মপুরে উপস্থিত হই। আমার সহ-কর্মী হিসাবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লাজনা আমেলার সদস্যা মিস দেলোয়ারা বেগম ডলি (জেনারেল সেক্রেটারী), মিসেস সৈয়দা বেগম (সেক্রেটারী তবলীগ) ও মিসেস পান্না আক্তার (সেক্রেটারী তা'লীম) এই তিনজন ভগ্নী সফর সঙ্গী ছিলেন। সেখানকার লাজনা বোনদের একত্র করে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্বন্ধে নসিহত এবং দেবগ্রাম (আখাউড়া) মজলিসের একটি হালকা মজলিস গঠন করে মজলিসের কাজকর্ম চালানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

দেবগ্রাম ঃ সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঐদিনই (৪.১.২০০১) আমরা দেবগ্রাম পৌঁছি। অত্র এলাকার সকল লাজনা ও নাসেরাত সদস্যাদেরকে সাধারণ সভার জন্য সংবাদ দিয়ে একত্র করে সভা করা হয়। সকলের পরামর্শ অনুযায়ী নতুন আমেলা গঠন করা হয়। সদয় অনুমোনের পর কার্যকর হবে -ইনশাআল্লাহ্।

মরিয়ম সুলতানা
সেক্রেটারী মাল
লাজনা ইমাইমাল্লাহ্, বাংলাদেশ

বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী আঞ্চলিক তা'লীম তরবিয়ত ও জামাতী কর্মশালা-২০০০

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনায় গত ১৭,১৮,১৯শে নভেম্বর রোজ শুক্র, শনি, ও রবিবার কৃষ্ণনগর মসজিদে বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী আঞ্চলিক তা'লীম-তরবিয়ত ও জামাতী কর্মশালা-২০০০ সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আল্- হামদুলিল্লাহ্।

১৭ইং নভেম্বর বাদ জুমুআ শ, ম, দেলওয়ার হোসেন, জোনাল ইন-চার্জ তরবিয়ত-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জামাতের সদস্য-সদস্যা ছাড়াও জেরে তবলীগ সহ ১০০ জনের অধিক উপস্থিত ছিলেন।

M.T. A. প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তবলীগ অনুষ্ঠান ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। মাইক ব্যবহারের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে তা শুনানোর ব্যবস্থা ছিল।

৫/৭ মাইল হেঁটে প্রতিদিন লাজনার সদস্যাগণও সকালে ক্লাসে উপস্থিত হতেন এবং সন্ধ্যায় নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন।

পর্দার আড়ালে লাজনাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ক্লাস নেয়া হ'ত। কুরআন শিক্ষা, হাদীস শিক্ষা, নামায, রোযা, মালী কুরবানী, ইসলামী মসলা-মাসায়েল, তরবিয়তে আওলাদ, জামাতী তরবিয়ত ও পর্দার উপর বিশেষ যত্নসহকারে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯শে নভেম্বর সকালে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়, স্থান অধিকারীগণদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত জনাব আব্দুল জলিল সাহেবের সভাপতিত্বে ১৯/১১/২০০০ সকাল ১১-৩০ মিঃ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের এডিশনাল মোতামাদ জনাব মুহীবুর রহমান সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন সদস্য-সদস্যাসহ জেরে তবলীগ ভ্রাতা-ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে প্রবীণ আহমদী জনাব আলী আহমদ মাষ্টার সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন এবং সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ, ম, দেলওয়ার হোসেন
জোনাল ইনচার্জ, তরবিয়ত

সংবাদ

হেলেঞ্চাকুড়ি আহমদী মসজিদে আঞ্চলিক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত ঃ

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৪শে নভেম্বর, ২০০০ইং তারিখে হেলেঞ্চাকুড়ি আহমদীয়া মসজিদে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র রিজিওনাল ইজতেমার পাশাপাশি একটি বিশেষ আকর্ষণীয় তবলীগি সভাও অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আল্-হামদুলিল্লাহ্। কেন্দ্র থেকে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও সেক্রেটারী তবলীগ, মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ, সেক্রেটারী জায়েদাদ, মোহাম্মদ আবদুল জলিল, সেক্রেটারী তরবিয়ত ও মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

এ ছাড়া ২জন সদর মুরব্বী মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক ও মাওলানা বশীরুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এতদঞ্চলের বিভিন্ন জামাত থেকে প্রায় ২০ জন জেরে তবলীগ ভ্রাতাও উক্ত ইজতেমা / তবলীগি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট / কর্মকর্তা সম্মেলন বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল ও রহমে গত ২৪শে নভেম্বর,২০০০ ইং তারিখ শুক্রবার বাদ মাগরিব হেলেঞ্চাকুড়ি আহমদীয়া মসজিদে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জেলার ১৫টি জামাতের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী মাল, আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলা সম্মেলন অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্য জনকভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

কে. এম. মাহবুবউল ইসলাম
জোনাল ইনচার্জ, তরবিয়ত

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

মুন্সীগঞ্জ জেলার রিকাবী বাজার জামাতের মোঃ সৈয়দুজ্জামান (স্টেশন মাষ্টার, বড়লেখা) -এর কনিষ্ঠ পুত্র মোঃ সাব্বির হাসান রাজিব ৪৭তম বি এম এ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সে (সেনা-কমিশন) নিয়োগ লাভ করেছেন। ০৭.০১.২০০১ইং তারিখ হতে তার শিক্ষানবীশ সময় শুরু। জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি মহান আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন। একই সাথে জামাতের দীনি কাজেও যেন নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারে। উল্লেখ, সাব্বির হাসান আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের একজন পুরাতন কর্মী জনাব কাসেম আলী খান সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি।

মোঃ সৈয়দুজ্জামান

শুভ বিবাহ

অদ্য শুক্রবার ২৪.১১.২০০০ইং তারিখ মোসাম্মৎ সপ্নাহার বেগম, পিতা মফিজ উদ্দিন আহমদ, গ্রাম-বালিয়া, পোঃ চরসিন্দুর, জেলা- নরসিংদী-এর সাথে জনাব শফিউল আযম (শশী), পিতা- মরহুম মোহাম্মদ ছলিম, গ্রাম ও পোঃ-তারুয়া, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১০০০০১/= (এক লক্ষ এক টাকা) দেন মোহর ধার্যে বিবাহ সম্পন হয়। বিবাহের এলান ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী । মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উক্ত বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহ বরকতময় হওয়ার জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

❑ অদ্য ২২-৯-২০০০ তারিখ রেহানা আক্তার (রুমী) পিতা মোঃ সায়েদুল হক, রৌফাবাদ কলোনী, বাসা নম্বর ১২৪১ পোঃ আমীন জুট মিল চট্টগ্রাম, জিলাঃ চট্টগ্রাম এর বিয়ে জনাব মোঃ নুরউদ্দিন, পিতাঃ মোঃ আজিজুর রহমান প্রযতে 'মুন্সিবাড়ি' গ্রামঃ +পোঃ গন্ডামারা, থানাঃ হাইমচর, জিলাঃ চাঁদপুর এর সাথে ৪১,১১১/= (একচল্লিশ হাজার একশত এগার টাকা) দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা এমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এই বিয়ে বা-বরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আবদুল কাদির ভূঁইয়া,
সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা,

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়ীয়ার (নাটোর) একজন প্রবীণ ও অত্যন্ত সাহসী আহমদী জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (৭২) গত ১লা ডিসেম্বর-২০০০ইং তারিখে ভোর পাঁচটায় নাটোর সদর হাসপাতাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কন্যা ও অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা যেন মরহুমকে জান্নাতের সু-উচ্চ আসন দেন এবং তাঁর আত্মীয়দের আল্লাহ্ যেন সাব্‌রে জামিল দান করেন সেজন্য সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, তেবাড়ীয়া

❑ আমার শাশুড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের উত্তর আহমদী পাড়া নিবাসী মরহুম আব্দুর রউফ সাহেবের স্ত্রী এবং কিশোরগঞ্জ জেলার প্রেমের চরের 'বাঘা মৌলবী' নামে খ্যাত মরহুম মৌলবী তালেব হুসেন সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা আম্বিয়া খাতুন (ভুলনা) উচ্চ রক্তচাপজনিত স্ট্রোকে পাঁচ / ছয়দিন জ্ঞানহীন অবস্থায় থেকে গত ২৫শে রমযান মোতাবেক ২২ ডিসেম্বর, ২০০০ শুক্রবার বিকাল ৫টায় ইন্তেকাল করেন। মরহুমা স্বল্পভাষিণী ও নেক ফিতরতের অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে এবং অনেক নাতী-নাতনী রেখে গেছেন।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা যেন মরহুমার রূহের মাগফেরাত দান করেন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাব্‌রে জামিল দান করেন সেই উদ্দেশ্যে সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন রাখছি।

– সালাহউদ্দিন আহমদ, ঢাকা

❑ বি, বাড়ীয়া জামাতের প্রবীণ সদস্য জনাব মোঃ ইসহাক (মতি মিয়া) গত ১৪/১/২০০১ তারিখ ব্রেইন ষ্টোক করে আয়েশা জেনারেল হসপিটালে রাত ৮.৪০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .....রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে ও ৬ মেয়েসহ অনেক নাতী-নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্যে এবং পরিবারবর্গের সাব্‌রে জামীলের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আবু নাসের, ঢাকা

মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস-২০০১

নতুন মিলেনিয়াম ও শতাব্দীর সূচনা-লগ্নে মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস গত ১২-১-২০০১ তারিখ থেকে ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে আরম্ভ হয়েছে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইহা উদ্বোধন করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনস্থ আতফালুল আহমদীয়া ইতঃপূর্বে এ ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস থেকে প্রায় ৮০ জন ওয়াকফে-নও সহ ৩০৭ জন তিফল অংশগ্রহণ করেছে। খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ক্লাস চলছে। ক্লাস শেষে দু'দিন ধরে চলবে তাদের কেন্দ্রীয় ইজতেমা। বিস্তারিত সংবাদ পরে আসছে।

– আহমদী বার্তা

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর নতুন মোবাইল ফোন

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ -এর নতুন সংযোগকৃত মোবাইল ফোন নং হ'ল ০১১-৮৪০৯১৬। উল্লেখ্য, টিএন্ডটি-এর ফোন থেকে এতে ফোন করা যায়।

কায়েদ উমুমী
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামে ১ম ওয়াকফে-নও সম্মেলনে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে-নও এবং অভিভাবকমন্ডলীর সাথে ওয়াকফে-নও শিশু-কিশোর

মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ১ম কেন্দ্রীয় তালীম-তরবীয়তি ক্লাসে উপস্থিত আতফাল ও ওয়াকফে-নও শিশু।

চিত্রে বৃহত্তর বরিশাল - পটুয়াখালী জেলার আঞ্চলিক তালীম,তরবীয়ত ও জামাতী কর্মশালার বিভিন্ন দৃশ্য

January 15, 2001 ❑ Tk. 15.00

New Vol. No. 63 ❑ 13th Issue

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

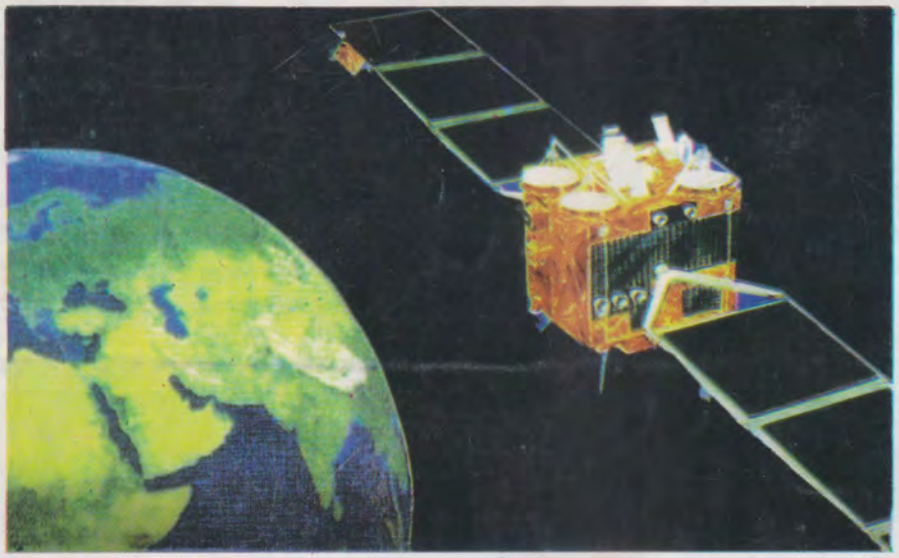

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ অহোরাত্রে
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272